প্রবাদ বচন

শ্রীগোপালদাস চৌধুরী
ও
শ্রীপ্রিয়রঞ্জন সেন

প্রবাদ বচন

শ্রীগোপালদাস চৌধুরী

ও

শ্রীপ্রিয়রঞ্জন সেন

ইগার ম'ধ্য

পুস্তক প্রকাশক ও বিক্রেতা

১ শঙ্কর ঘোষ লেন,

কলিকাতা—৬

বুকল্যাণ্ড প্রাইভেট লিমিটেড
১, শঙ্কর ঘোষ লেন, কলিকাতা-৬

শাখা ঃ

কলিকাতা ঃ
২১১/১, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট,
কলিকাতা-৬

এলাহাবাদ ঃ
৪৪, জনস্টনগঞ্জ,
এলাহাবাদ-৩

পাটনা ঃ
চৌহাট্টা,
পাটনা-৪

বুকল্যাণ্ড প্রাইভেট লিমিটেড, ১ শংকর ঘোষ লেন, কলিকাতা-৬ পক্ষে
শ্রীজানকীনাথ বসু এম. এ. কর্তৃক প্রকাশিত ও বসুশ্রী প্রেস, ৮০।৬, গ্রে ষ্ট্রীট,
কলিকাতা-৬ হইতে শ্রীগৌরীশংকর রায় চৌধুরী কর্তৃক মুদ্রিত।

ভূমিকা

প্রবাদ বচন ভাষার একটা বিশিষ্ট রূপ। 'আঁট সাট গড়ন, মৃদু মন্দ গতি, চলনে ঝংকার, অভিজ্ঞতার নির্যাস, নিজস্ব বর্ণে উজ্জ্বল, সংক্ষিপ্ত কিন্তু সরস প্রকাশ, লোকমানসের অভিব্যক্তি, বলামাত্র মনোহারী--এহেন প্রবাদ বচন কে উপেক্ষা করিবে, কে না উপভোগ করিবে? সকল ভাষাতেই প্রবাদ বচন শুনিতে ভাল, বলিতে ভাল; বাংলা ভাষায় প্রবাদ বচন বাঙ্গালী মাত্রেরই ভাল লাগিবে। আমরা সকলে সাহিত্যিক নই, সকলে সাহিত্যিক হইলে বিপদ আছে, কে লিখিবে, কে পড়িবে, কিন্তু সাহিত্য হইতে রসগ্রহণ তো আমরা সকলেই করিতে পারি, সকলেই করিতে চাই। 'আগে সঞ্চয়, পরে ব্যয়', 'আগে পাছে লণ্ঠন, কাজের বেলা ঠন্‌ঠন্‌', এরূপ কথার বিষয়ও যেমন প্রকাশও তেমন মনোগ্রাহী। বলিবার ধরণে ভারসাম্যও থাকা চাই।

বড় বড় কবিদের লেখার অংশ লোকের মুখে মুখে প্রবাদ দাঁড়াইয়াছে। কবিগুণাকর ভারতচন্দ্রের রচনার বহু পংক্তির পরিণতি হইয়াছে প্রবাদ বচনে। খনার বচন, সুলেখকের বচনবিন্যাস, লোকোক্তি—নানাদিক হইতে প্রবাদ বচন পুষ্টিলাভ করিয়াছে। অথচ ইহার মধ্যে নীতির প্রশ্ন বড় নয়—সদা সত্য কথা কহিবে, মিথ্যা বলিবে না, চুরি করিবে না—সাদা মাঠা ধরণের নীতিবাক্যের মধ্যে প্রবাদ বচনের লক্ষণ নাই। আবার প্রবাদ বচন পুরাপুরি বাক্যই হওয়া চাই, যদিও বাক্যাংশ লইয়াই কখনও কখনও সন্তুষ্ট থাকিতে হয়। বর্তমান সংগ্রহে আমরা খানিকটা বাঁচাইয়া চলিতে চাহিয়াছি। যুগভেদ রুচিভেদে প্রবাদ বচনের শব্দ পরিবর্তন করিতে হইবে কি না সে প্রশ্নও ওঠে। আমরা এবিষয়ে রুচিবাগীশ হইয়া পরিবর্তন করিতে বসিলে

বিপর্যয় কাণ্ড হইবে, মূলের রস ও তেজ কিছুই থাকিবে না, আবার কিছুটা সাজপোষাক যদি না করি, প্রকৃতিশিশুর মত লোক সমাজে ইহা বাহির করি, তাহা হইলেও পরিবর্তিতরুচি পাঠকসমাজে দুই একটি শব্দের জন্য প্রবাদ বচনটি অগ্রাহ্য ও উপেক্ষিত হইয়া থাকিবে, ইহাও চাইনা। আশা করি বুদ্ধিমান পাঠক অবস্থাটা বুঝিতে পারিবেন।

প্রবাদ বচন সংগ্রহ ব্যাপারে এই গ্রন্থের সংগ্রাহক, সম্পাদক, সংকলয়িতা বা প্রকাশক, কেহই 'পথিকৃৎ' বলিয়া দাবি করিতে পারেন না। ডক্টর সুশীলকুমার দে তাঁহার 'বাংলা প্রবাদে'র ভূমিকায় (৮৭ পৃঃ) উইলিয়ম মর্টনের কথা বলিয়াছেন, ১৮৩২ খ্রীঃ তিনি 'দৃষ্টান্ত বাক্য সংগ্রহ'—বাংলা প্রবাদের সংগ্রহ—ইংরেজী অনুবাদসহ প্রকাশ করিয়াছেন। সুশীলবাবুর বৃহদাকার গ্রন্থে অতিরিক্ত প্রবাদ সহ মোট সংগৃহীত প্রবাদের সংখ্যা নয় হাজারেরও বেশি। আট বৎসর পূর্বে সত্যরঞ্জন সেন মহাশয়ের প্রবাদ-রত্নাকর 'সংক্ষিপ্ত রত্নাকর', প্রায় দেড় হাজার 'প্রবাদ, প্রবচন, লোকোক্তি, যোগরূঢ় পদসমষ্টি, রীতিসিদ্ধ বাক্যাংশ, বাগ্‌ধারা' প্রভৃতির অভিধান; বৃহত্তর রত্নাকর এখনও প্রকাশিত হইয়াছে কি না জানি না। সুবলচন্দ্র মিত্রের অভিধানেও অনেকগুলি প্রবাদ বচন সংকলিত হইয়াছে। এই সকল গ্রন্থের পার্শ্বে নূতন করিয়া আর একটি প্রবাদ বচন সংগ্রহ সম্পাদন ও প্রকাশনের প্রয়োজন ছিল কি না, অনেকের মনেই হয়তো সে প্রশ্ন উঠিবে। কিন্তু বাস্তবিকই কি কারণ দর্শাইবার প্রয়োজন আছে? এই সংগ্রহ কাহারও প্রতিদ্বন্দ্বী হইবার স্পর্ধা রাখে না, ইহারও একটা নিজস্ব স্থান আছে ও থাকিবে বলিয়া মনে করি। ভরসা করি, নানা অপূর্ণতা সত্ত্বেও ইহা এক শ্রেণীর পাঠকদের প্রয়োজন সাধন করিতে পারিবে। হাতের কাছে অপেক্ষাকৃত স্বল্পমূল্যে প্রবাদ বচন পাইলে সমাজের নানা শ্রেণীর পাঠক সুবিধামত প্রবাদ প্রয়োগের দ্বারা তৃপ্তিলাভ

করিতে পারিবেন। এজন্য 'প্রবাদ বচনের' একটা স্বতন্ত্র ক্ষেত্র আছে। সেই ক্ষেত্রের কথা মনে করিয়াই ইহা প্রকাশের ব্যবস্থা।

বহুদিনপূর্বে সেরপুরের জমিদার শ্রীযুক্ত গোপালদাস চৌধুরী মহাশয় বদান্য ও বিদ্যোৎসাহী বলিয়াই আমাদের নিকট পরিচিত ছিলেন; পরে তাঁহাকে জানিলাম কীর্তনামোদী ও বৈষ্ণবভাবে ভাবিত বিদগ্ধ প্রতিবেশীরূপে। আরও পরে জানিয়াছি তাঁহার নিজের বিদ্যা-চর্চার নিষ্ঠার দিক। প্রবাদ বচন সংগ্রহের দিকে তাঁহার বহুদিন হইতে চেষ্টা ছিল; প্রবাদ বচনের অধিকাংশ সংগ্রহ তাঁহারই করা। আমার যৎসামান্য 'ছিটে ফোঁটা' তাহার সঙ্গে যুক্ত হইয়া থাকিবে। চৌধুরী মহাশয় বহুদিন হইতে সংগ্রহ প্রকাশের ইচ্ছা পোষণ করিতেছিলেন। তাঁহার বিশেষ ইচ্ছা ছিল যে অন্যান্য ভাষায়, বিশেষ করিয়া ইংরাজী ভাষায় রচিত প্রবাদ এই গ্রন্থে তুলনার দিক দিয়া সন্নিবেশিত হয়। আমি নানা কারণে তাঁহার ইচ্ছানুরূপ সম্পাদনা করিতে পারিলাম না। সংগ্রহের সকল কৃতিত্ব তাঁহার, সম্পাদনার সকল ত্রুটি আমার। এই প্রবাদ সংগ্রহের ব্যাপারে সমাজের বহুস্তরের লোকের সহিত তাঁহার সংস্পর্শ দেখিয়া প্রীতিলাভ করিয়াছি। ছাত্রদের যে ইহা কাজে লাগিবে, সে কথা বলা বাহুল্য। সাধারণ পাঠকও সুবিধামত প্রবাদ বচন প্রয়োগ করিবার উপকরণ পাইবেন। প্রবাদ বচন ছাপাইবার উদ্দেশ্যে আমার ছাত্র শ্রীমান জানকীনাথ বসুকে অনুরোধ করায় এই প্রকাশন সম্ভব হইল।

চৌধুরী মহাশয়ের ও আমার ইচ্ছা যে এই পুস্তকের লভ্যাংশ হরিজন সেবক সংঘের কাজে ব্যয় হয়। আশা করি, প্রকাশকের দ্বারা এই ইচ্ছা পূরণ হইবে। কিন্তু সে পূরণের ভার তো পরিণামে ছাত্র ও শিক্ষক সমাজের উপর। অলমতিবিস্তরেণ।

জ্যৈষ্ঠ, ১৩৫৭ —**প্রিয়রঞ্জন সেন**

সূচীপত্র

প্রবাদ বচন

অ

অকর্মার ঢেঁকি

অকস্মাৎ বজ্রাঘাত

অকাট মূর্খ

অকাল কুষ্মাণ্ড

অকালপক্ক

অকাল বসন্ত

অকাল বোধন

অকালে কি না খায়।

অকালে না নোয়ায় বাঁশ, বাঁশ করে ট্যাঁস ট্যাঁস।

অকালের তাল বড় মিষ্টি।

অকালের বাদ্‌শা

অকূল পাথার

অকূলে কূল পাওয়া

অকেজো নাপিতের বোঝাভরা ক্ষুর।

অকেজো বউ, লাউ কুট্‌তে দেও।

অক্কা পাওয়া

অগস্ত্য যাত্রা

অগাচরণ রাজার গবাচরণ মন্ত্রী।

অগাধজলসঞ্চারী বিকারী ন চ রোহিতঃ।
গণ্ডুষজলমাত্রেণ সফরী ফর্ ফরায়তে ॥
অগাধ জলের মাছ
অগ্নি-পরীক্ষা
অগ্নিমূল্য
অগ্নিশর্মা
অঘটনঘটনপটীয়সী মহামায়া।
অঘটন ঘটায় বিধি।
অঘটির ঘটি হল,
জল খেতে খেতে প্রাণ গেল।
অঙ্কুরে নষ্ট মুকুলে নষ্ট।
অঙ্গারঃ শতধৌতেন মলিনত্বং ন মুঞ্চতি।
অচল টাকা
অচেনা পথ আর জঙ্গল সমান।
অজগরকা দাতা রাম।
অজা কচা বুড়া মেষ,
দধির আগা ঘোলের শেষ।
অজাগর ক্ষুধিত হ'লে আরশুলা খায় না।
অজাত পুত্রের নামকরণ।
অজাযুদ্ধে ঋষিশ্রাদ্ধে প্রভাতে মেঘডম্বরে।
দম্পতী কলহে চৈব বহ্বারম্ভে লঘুক্রিয়া ॥
অজীর্ণে ভোজনং বিষম্।
অজ্ঞাতকুলশীলস্য বাসো দেয়ো ন কস্যচিৎ।

অজ্ঞানে করে পাপ জ্ঞান হলে মনস্তাপ।

অজ্ঞানে করিলে পাপ জ্ঞান হলে হরে,
সজ্ঞানে করিলে পাপ সঙ্গে সঙ্গে ফেরে।

অজ্ঞানে বাপান্ত করে,
জ্ঞানবান্ কি তাই ধরে ?

অজ্ঞানের পাপ জ্ঞানে যায়,
জ্ঞানের পাপ তীর্থে যায়।

অতি আশা ভাঙা মাল্সা।

অতি চালাকের গলায় দড়ি।

অতিদর্পে হতা লঙ্কা, অতিমানে চ কৌরবাঃ।
অতিদানে বলির্বদ্ধঃ, সর্বমত্যন্তং গর্হিতম্॥

অতিপরিচয়াদবজ্ঞা—Familiarity breeds contempt.

অতিপিরীতে অনেক বিচ্ছেদ।

অতি বড় হয়ো না, ঝড়ে ভেঙে যাবে ;
অতি ছোট হয়ো না, ছাগলে মুড়ে খাবে।

অতিবুদ্ধির গলায় দড়ি।

অতিবুদ্ধির মাথায় বাড়ি।

অতি ভক্তি চোরের লক্ষণ।

অতিথি সর্বময় গুরু।

অতি ভাব যেখানে নিত্যি যাবে সেখানে।
যদি যাবে নিত্যি, ঘটবে এক কীর্তি॥

অতি বড় ঘরণী না পায় ঘর,
অতি বড় রূপসী না পায় বর।

অতি বুদ্ধির মাথায় বাড়ি, মহাবুদ্ধির পেছনে দড়ি।

কৃষ্ণ বলে দিব ফাল, যা করেন নন্দ গোপাল।

অতি মন্থনে বিষ ওঠে।

অতি মন্দ করে শুভ।

অতিমানং সুরাপানং।

অতি মেঘে অনাবৃষ্টি।

অতি লোভে তাঁতী নষ্ট।

অতিথে গৃহস্থ তাড়ায়।

অতি ভাল—ভাল নয়।

অতিরিক্ত নিংড়ালে লেবুও তিতা হয়।

অতি লোভো ন কর্তব্যঃ লব্ধং নৈব পরিত্যজেৎ।

অতীত্যহি গুণান্ সর্বান্ স্বভাবো মুর্দ্ধি বর্ততে।

অত্যুচ্ছ্রায়ঃ পতনহেতুঃ।

অত্তাস কুকুর বত্তাস ভুঁকে।

অত্যন্তে পাপান্ত, পাপান্তে বাপান্ত।

অস্মিন্ মহামোহময়ে কটাহে
ভূতানি কালঃ পচতীতি বার্তা।

অথৈ পানি।

অদন্তের দাঁত হল, কামড় খেতে প্রাণটা গেল।

অদন্তের হাসি দেখ্তে ভালবাসি।

অদানের ধন গোদানে যায়।

অদৃষ্ট ছাড়া পথ নেই।

অদৃষ্ট যদি মন্দ হয়, দুর্বা ক্ষেতে বাঘের ভয়।

অদৃষ্টে করল্যা ভাজা,
তাতে বীচি খচ-খচা।

অদৃষ্টে আছে ঘি,
না খেয়ে করি কি ?

অদৃষ্টের ফল কে খণ্ডাবে বল ?
তাহার দৃষ্টান্ত দেখ, মহারাজ নল।

অন্ধ ভক্ষ্যো ধনুর্গুণঃ।

অদ্যৈব বা মরণমস্তু যুগান্তরে বা
ন্যায়াৎ পথঃ প্রবিচলন্তি পদং ন ধীরাঃ।

অধনশ্চ ধনং প্রাপ্য তৃণবৎ মন্যতে জগৎ।

অধিক খেতে করে আশা, তার নাম বুদ্ধিনাশা।

অধিকন্তু ন দোষায়।

অন্‌কি কামড়াল চুলকায় গা, একটু তেল দে অমর্ত্তর মা,
তেল আছে নেই পলা, কাল এস দুপুর বেলা।

অনটনের দুনো ব্যয়।

অনভ্যাসের ফোঁটা কপালে চড়্‌চড়্‌ করে।
Every shoe fits not every foot.

অনাথের দৈবসখা।

অনাহ্বানের নিমন্ত্রণ আঁচালে বিশ্বাস।

অনায়কা বিনশ্যন্তি নশ্যন্তি শিশুনায়কাঃ।
স্ত্রীনায়কা বিনশ্যন্তি, নশ্যন্তি বহুনায়কাঃ ॥

অনন্ত শাস্ত্রং বহু বেদিতব্যং
স্বল্পশ্চ কালো বহবশ্চ বিঘ্নাঃ।

অনন্তপারং কিল শব্দশাস্ত্রং
স্বল্পং তথায়ুর্বহবশ্চ বিঘ্নাঃ।

অনর্থ খাল কেটে আসে, জাল কেটে যায়।

অনিষ্টকারী পরের অনিষ্ট অপেক্ষা নিজের অনিষ্টই বেশি করে।

অনেক অনেক কর্ম 'হ' পর্যন্ত হয়,
'ক্ষ' বাকি থাকিতেও ফিরিয়া যায়।

অনেক খাবে তো অল্প খাও।

অনেক কাঠ-খড় লাগ্‌বে।

অনেক জলের মাছ।

অনেক সন্ন্যাসীতে গাজন নষ্ট।

অনেক কালের ছিল পাপ,
ছেলে হল সতীনের বাপ।

অনেক গর্জনের পর এক ফোঁটা বৃষ্টি।

অনেক দুর্ভাগ্য যার ঘরে নেই মা,
অনেক দুর্ভাগ্য যার নেই অন্য ছা'।

অনেক সন্তান যার, পাপের সাজা তার।

অন্তরে না সহে ব্যাজ, বাহিরে বাড়ায় লাজ।

অন্ধকারে ঢিল ছোঁড়া।

অন্ধ, জাগরে! কিবা রাত্রি কিবা দিন।

অন্ধের দিনরাত্রি সমান।

অন্ধের নড়ি, কাঙালের কড়ি।

অন্ধকে দর্পণ দেখানো

অন্ধের যষ্টি

অন্ধস্য দীপো বধিরস্য গীতং
মূর্খস্য শাস্ত্রং কিমুতানুরাগঃ।

অন্ধ পথ দেখাচ্ছে কানাকে।

অন্ন অধিক নাহি দান,
তা ছাড়ি না দিও আন।

অন্নগত প্রাণ।

অন্নচিন্তা চমৎকারা।

অন্নচিন্তা চমৎকারা
কালিদাস হয় বুদ্ধিহারা।
ঘরে ভাত নেই, জ্যান্তে মরা।

অন্নদানের পর দান নাই।

অন্ন দেখে দেবে ঘি,
পাত্র দেখে দেবে ঝি।

অন্ন নাই ঘরে,
তার মানে কিবা করে।

অন্ন বিনা ছন্নছাড়া।

অন্নপূর্ণা যার ঘরে,
সে কাঁদে অন্নের তরে।

অন্নবল নেই অগ্নিবল আছে।

অন্ন বিনা চর্ম দড়ি,
তেল বিনা গায়ে খড়ি।

অন্নের জ্বালা বড় জ্বালা,
একদিনে কাণে লাগে তালা।

অন্যে পরে কা কথা।

অপব্যয় করো না, অভাবও হবে না, Waste not, want not.

অপব্যয়ে লক্ষ্মী ছাড়ে। Wakeful waste, woeful want.

অপমানের পরাণ সম্মানকে ডরান।

অপরংবা কিং ভবিষ্যতি।

অপ্রবাসী অঋণী, পুণ্যবান তারে চিনি।

অপ্রিয়স্য চ পথ্যস্য বক্তা শ্রোতা চ দুর্লভঃ।

অপযশ চিরস্থায়ী।

অফলা ফলে বড়।

অবলার মুখেই বল।

অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা।

অবশ্যমেব ভোক্তব্যং কৃতং কর্ম শুভাশুভম্।

অবসরমত ঝোপ বুঝে কোপ ফেলা।

অবস্থা চিরকাল সমান থাকে না।

অবস্থার দশফের।

অবাক করলি ভাবি, অম্বলে দিলি আদা।

অবাক করলে নাকের নথে,

কাজ কি আমার কানবালাতে।

অবাক করলে বেগুণে,

ফুঁ দিতে মুখ পুড়ে গেল তুষের আগুনে।

অবাক করলে অঘোরে,

গুড়ছোলা খেলে গা ঘোরে।

অবাক কলি পাপে ভরা।

অবাক কলি বাক্ সরে না,
গুড় দিয়ে মুড়ি পেট ভরে না।
অবাক কলি বোঝা ভার,
গুপ্তলীলা চমৎকার।
অবাক কলির অবতার,
ছুঁচোর গলায় চন্দ্রহার।
অবাক কিবা কলিকাল,
মণ্ডায় লাগে বড় ঝাল।
অবিজ্ঞাতং বিজানতাং বিজ্ঞাতম্ অবিজানতাম্।
অবিয়স্তির ঠুন্‌কো ব্যথা।
অবিবেকঃ পরমাপদাংপদম্।
অবিমিশ্র সুখ নাই।
অবুঝে বুঝাব কত, বুঝ নাহি মানে ;
ঢেঁকিকে বুঝাব কত, নিত্য ধান ভানে।
অবোধস্য কুতো বলম্ ?
অবোধের গোবধে আনন্দ।
অবোধের সাত খুন মাপ।
অবোধেরে ঠকায় বোধা,
বোধারে ঠকায় খোদা।
অবোলা বলে বড়, অফলা ফলে দড়।
অব্যবস্থিতচিত্তস্য প্রসাদোঽপি ভয়ঙ্করঃ।
অব্যাজেন চরেদ্ধর্মম্ Be sincerely honest. Honesty tolerates no insincerity.

অব্রাহ্মণের লম্বা ফোঁটা।

অভদ্রা বর্ষাকাল, হরিণী চাটে বাঘের গাল।
শোন্‌রে হরিণী তোরে কই—সময়গুণে সবই সই

অভাগা যেদিকে চায়, সাগর শুকায় মাণিক লুকায়।

অভাগার ঘোড়া মরে,
ভাগ্যবানের স্ত্রী মরে।

অভাগার পেট কিছুতেই ভরে না।

অভাগার যমও নেই।

অভাগারে পায় ভুতে, ঘর ছেড়ে বাইরে শুতে।

অভাগার দুটো পুত, একটা দানা একটা ভূত।

অভাগীর বকৃত ফাটা, তিন ঠাঁই তার ইঁদুর-ভাটা।

অভাগীর মুখ নড়ে চড়ে, চড়ের গুঁতো গালে পড়ে।

অভাগা চোর যে বাড়ী যায়,
হয় কুকুর ডাকে, নয় রাত পোহায়।

অভাগীর লগ্নে চাঁদ ওঠে দ'খ্‌ণে।

অভাবে স্বভাব নষ্ট, মুখ নষ্ট বরণে,
ঝরায় ক্ষেত নষ্ট, স্ত্রী নষ্ট মারণে।

অভিমানী সুয়ো, নেটিপেটি দুয়ো।

অভিমানে বালির দণ্ড যান গড়াগড়ি।

অভেদাত্মা হরিহর।

অভ্যাস দোষ না ছাড়ে চোরে,
খালি ভিটায় মাটি খোঁড়ে।

অভ্যাসে সয়, অনভ্যাসে নয়।

অভ্যাসের দাস মানুষ।

অভ্যুত্থানং হি পতনায়।

অমন্দ তো মরদের হয়।

অমাবস্যার চাঁদ।

অমাবস্যার পিদিম টিপ-টিপ করে।

অমৃতং বালভাষিতম্।

অমৃতমুখং বিষফলম্

অমৃতে অরুচি কার?

অমোঘাঃ পূর্ববায়বঃ।

অমোঘাঃ পশ্চিমে মেঘাঃ।

অরগুণ নেই, বরগুণ আছে; শিঙা নেই. ডুগ্‌ডুগি আছে।

অরণ্যে রোদন।

অরণ্যে পঞ্চকী ধূর্তঃ, পক্ষী ধূর্তশ্চ বায়সঃ।

অরণ্যের ছরাড।

অরসিকেষু রসস্য নিবেদনম্।

অর্চনার ধান চর্বণে যায়।

অর্থমনর্থং ভাবয় নিত্যম্।

অর্থং বিনা নৈব যশশ্চ মানঃ।

অর্থস্য পুরুষো দাসঃ দাসত্বর্থো ন কস্যচিৎ।

অর্থেন সর্বো বশঃ Money buys every one.

অর্থেন বলবান্ সর্বঃ Money is power.

অর্থ হাতে থাকলে কাউকে ডাকতে হয় না।

অর্থাভাব হলে সঙ্গী পাওয়া ভার।

অর্থে অর্থ আনে।

অর্থেনহি বিহীনস্য পুরুষস্যাল্পমেধসঃ।
ক্রিয়াঃ সর্বা বিনশ্যন্তি নিদাঘে সরিতো যথা ॥

অযোধ্যার রঘু আর বাঁশবনের ঘুঘু।

অর্ধচন্দ্র দেওয়া।

অর্ধেক আচার, অর্ধেক বিচার।

অর্ধেক রাজ্য আর রাজকন্যা।

অর্ধেক ষষ্ঠী, অর্ধেক গেরোগুষ্ঠি।

অরাজ্যে বামুন বেকার।

অরাঁধুনীর হাতে পড়ে রুইমাছ কাঁদে।
না জানি রাঁধুনী মোরে কেমন করে রাঁধে ॥

অরুচির অম্বল, শীতের কম্বল।
বর্ষার ছাতি, ভট্‌চাযের পুঁথি ॥

অলকা তিলকা সার।

অলক্ষ্মীর দ্বিগুণ ক্ষুধা।

অলক্ষ্মীর নিদ্রা বেশি, কাঙ্গালের ক্ষুধা বেশি।

অলঙ্কারও ভার হয়।

অলাভের বাণিজ্য, কচকচিই সার।

অল্প আগুনে শীত হরে,
বেশি আগুনে পুড়িয়ে মারে।

অল্প জলে পুঁটীমাছ ফর্‌ফর করে।

অল্প তেলে মুচ্‌মুচে ভাজা।

অল্পানামপি বস্তুনাং সংহতিঃ কার্যসাধিকা।

অল্প বয়সে শোথে তরে,
বেশি বয়সে শোথে মরে।
অল্পবিদ্যা ভয়ঙ্করী।
অল্প বৃষ্টিতে কাদা হয়, অনেক বৃষ্টিতে সাদা হয়।
অল্প মারে কাঁদে বাঁদী,
অল্প বোঝায় ফাটে চাঁদি॥
অল্প শোকে কাতর,
অধিক শোকে পাথর।
অলি অলি অলি—
দমকা জ্বালে চিতৈ পিঠা, নিভা জ্বালে পুলি।
অশক্ত তস্কর সাধু।
অশথ কেটে বসত করি,
সতীন কেটে আল্‌তা পরি।
অশ্বত্থামা হত ইতি গজঃ।
অশ্বত্থের ছায়ায় ছায়া মায়ের মায়াই মায়া।
অশ্বতরী গর্ভ ধরে মরিবার তরে।
অষ্টম থষ্টম আগে মিটিয়ে নষ্টকোষ্ঠী উদ্ধার।
অষ্টবর্ষা ভবেদ্ গৌরী।
অসইরণ সইতে নারি, পাছা দিয়ে শিকেয় ঝুলে মরি।
অসারস্য পদার্থস্য প্রায়েণাড়ম্বরো মহান্।
নহি স্বর্ণে ধ্বনিস্তাদৃক্ যাদৃক্ কাংস্যে প্রজায়তে॥
অসৎ কর্মের বিপরীত ফল, অর্ধেক কিল অর্ধেক চড়।
অসৎ সঙ্গে সর্বনাশ।

অসৎ সঙ্গে স্বভাব নষ্ট He that goes with wolves learns to howl.

অসন্তুষ্টা দ্বিজা নষ্টাঃ সন্তুষ্টা ইব পার্থিবাঃ।
সলজ্জা গণিকা নষ্টা নির্লজ্জাশ্চ কুলস্ত্রিয়ঃ॥

অসময়ে অমৃতও বিস্বাদ ও বিষতুল্য বোধ হয়।

অসময়ের বন্ধুই বন্ধু A friend in need is a friend indeed.

অসময়ে হায় হায় কেহ কারো নয়।

অসম্ভাব্যং ন বক্তব্যং প্রত্যক্ষং যদি দৃশ্যতে One shall not tell a strange truth even if seen with one's own eyes.

অসহ্যং জ্ঞাতি-দুর্বাক্যং মেঘান্তরিতরৌদ্রবৎ।
When one is abused by a kinsman it is unbearable like the sun behind the clouds.

অসাধ্য সাধন করা।

অসারে জলসার।

অসারে খলু সংসারে সারং শ্বশুরমন্দিরম্।

অসারের তর্জন গর্জন সার Empty vessels sound much.

অহিংসা পরমো ধর্মঃ Non-violence is the highest virtue.

অহি নকুল সম্বন্ধ At daggers drawn.

অস্তি নাস্তি ন জানাতি দেহি দেহি পুনঃপুনঃ।

অস্থানে তুলসী অপাত্রে রূপসী।

অস্থির পঞ্চানন।

অস্ত্র নিয়ে তামাসা নয়।

অহঙ্কারে ছারখারে যায় Pride goeth before a fall.

অহম্ এতৎ অহম্ এতৎ ন।

অহি-মূষিকের ব্যাপার।

আ

আইলসার শিয়রে গঙ্গা

আইগো চিন্‌তে পার?

গোটা দুই অন্ন বাড়।

আইডাল ধরেছে।

আইড়া কলা।

আইড়ের মুড়া।

আইড় মাছের ঘিয়ের মুড়া দাও জামাইয়ের পাতে;

রুই মাছের কাঠ মুড়াটা দাও আমার পাতে।

আইনের যত কড়াকড়ি,

দোষের তত বাড়াবাড়ি।

আইবুড় কার্তিক।

আইবুড় নাম ঘোচেনা।

আইবুড় পথ বদ্‌লানো।

আইল কাটা নথ, খুনের দায়।

আউলে বাঘ জালে পড়ে।

আউশ ধানে চাল দড়,
    গোদা পায়ের লাথি দড়।
আউশ ধানের চিঁড়ে, আর ঠাকুরঝির গাল।
আউশ ধানের চাষ,
    লাগে তিন মাস।
আও যাও ঘর তোম্‌রা,
    খানে মাঙ্গো দুশমন হাম্‌রা।
আকন্দে যদি মধু পাই,
    তবে কেন পর্বতে যাই?
আঁকড়া ষণ্ডা।
আঁকে কেটে ব্রহ্মোত্তর।
আকাট মূর্খ।
আকাঠা নায়ের তিনটা গলুই।
আকণ্ঠ পুরে খাওয়া।
আকারসদৃশঃ প্রাজ্ঞঃ।
আকাল গেল, সুকাল এল;
    কত দোষ দিয়ে বোন্‌পো গেল।
আকাল গেল সুকাল এল, খেলে কাঁঠালের কোষ।
    এখন কি বলে পালাবে, দিলে মাসীর দোষ॥
আকালে কি-না খায়।
আকালের পিয়ে বারি
    মায়ে আর ঝিয়ে মরি।
আকালের ভাত যুগের খোঁটা।

আকাশ-কুসুম
আকাশ থেকে পড়া
আকাশ পাতাল প্রভেদ
আকাশ পাতাল ভাবা
আকাশ ভেঙ্গে মাথায় পড়া
আকাশ হাতে পাওয়া
আকাশে অট্টালিকা
আকাশে ওঠা
আকাশে খুঁটি দেওয়া
আকাশে গ্রহণ লাগলে সকলেই দেখে
আকাশে গুড় গুড় পাখী, উড়্‌লেই চিল হয় নাকি ?
আকাশে তোলা
আকাশে থুথু ফেললে আপন মুখে পড়ে
আকাশে ধূলা ছুঁড়লে আপন চোখে পড়ে
আকাশে ফাঁদ পেতে বনের পাখী ধরা
আকাশে ফাঁদ পেতে চাঁদ ধরা
আকাশের চাঁদ ধরা
আকাশের চাঁদ হাতে পাওয়া
আক্কেল গুড়ুম
আক্কেল দাঁত
আক্কেল সেলামী
আক্কেলে সকল বন্দী, জালে বন্দী মাছ।
স্ত্রীর কাছে পুরুষ বন্দী, ছালে বন্দী গাছ॥

আঁকুড়া বাঁকুড়াবাসী
মুড়ি খায় রাশি রাশি।

আখ আর সরষে, না পিষলে রস কিসে ?

আখ হোক্ মিষ্টি, শিকড় নয় ইষ্টি।

আঁখির অদেখা হলে সে যেন সে নয়—Out of sight, out of mind.

আগ নাঙলা যে দিকে যায়,
পাছ নাঙলা সে দিকে ধায়।

আগ নায়ে দরখাস্ত, পাছ নায়ে বরখাস্ত।

আগড়ম বাগড়ম সার।

আগতং তু ভয়ং বীক্ষ্য প্রতিকুর্যাদ্ যথোচিতম্।

আগম সুগম না জানি, তুমি বড় বাখানি।

আগর নাগর সব পুইড়্যা, এখন মর নিজেই পুইড়্যা।

আগাছার বড় বাড়।

আগুন কি কাপড়ে ঢেকে রাখা যায় ?

আগুন চাপা থাকে না

আগুন দেওয়া চরকিবাজি।

আগুন নিয়ে খেলা। To play with an edged tool.

আগুন পোয়াতে গেলে ধোঁয়া সইতে হয়।

আগুন লাগলে কুয়ো খোঁড়া।

আগুনের কাছে ঘি, পুরুষের কাছে স্ত্রী।

আগুনের ফুল্‌কি যার চালে পড়্‌বে,
তার ভিটায় ঘুঘু চ'রবে।

আগে অম্বল পাছে ভাজা,
সে হল রাঁধুনীর রাজা।

আগে ফাঁকে নিও, নিত্যি নিত্যি খেও।

আগে আপন সামাল কর,
শেষে গিয়ে পরকে ধর।

আগে একপণ পরে দেড় দিস্তে।

আগে কয় রাধাকৃষ্ণ
বেড়ালে ধরলে টেওঁ টেওঁ।

আগে কাজ পাছে সেলাম।

আগে কাট পাঁঠা, তবে নাচবি ব্যাটা।

আগে খায় না রাগে রাগে,
পাছে খায় সকলের আগে।

আগে গরু ওষুধ খায় না,
মরণকালে জিহ্বা মেলে।

আগে গেলেও ভেড়ের ভেড়ে,
পাছে গেলেও ভেড়ের ভেড়ে।

আগে গেলেও নির্বংশের ব্যাটা
পাছে গেলেও নির্বংশের ব্যাটা

আগে গেলে বাঘে খায়, পাছে গেলে সোনা পায়।

আগে দিয়ে জলের ছিটা,
পরে খায় চড়ের গুঁতা।

আগে জামাই কাঁঠাল খায় না,
পাছে জামাই ভূতিও পায় না।

আগে জামাই ঘি-ভাত খায় না,
পাছে জামাই খুদের জাউ পায় না।

আগে ঘর, পরে বর।

আগে তিতা পরে মিঠা।

আগে তুলা দিয়ে সহাই, পরে লোহা দিয়ে বহাই।

আগে দর্শনধারী, পরে গুণবিচারী।

আগে দুখ, পরে সুখ।

আগে ত ঘর তবে ত পর। Charity begins at home.

আগে দাও কড়ি, তবে দিব বড়ি।

আগে দেখ, পরে লও, শেষে দাও কড়ি।

আগে দেয় না একটু দুধ, পরে দেয় গাই-বাছুর।

আগে ধোপা পাছে নাই (নাপিত),
সে-পথে যেও না ভাই।

আগে না বুঝিলে বাছা যৌবনের ভরে।
এখন কাঁদিতে হল নয়নের ঝোরে॥

আগে পাছে লণ্ঠন, কাজের বেলা ঠন-ঠন।

আগে ফাঁসি, পরে বিচার।

আগে বেশ্যে, পরে দাস্যে, মধ্যে মধ্যে কুট্টনী।
সর্ব কর্ম পরিত্যজ্য এখন বোষ্টমী॥

আগে ভাল ছিল জেলে জাল-ছড়া বুনে।
কি কাল করিল জেলে এঁড়ে বাছুর কিনে॥

আগে যায়, পরে পায়।

আগে রাম নাম, পরে সব কাম।

আগে সঞ্চয়, পরে ব্যয়।

আগে হলাম আমি, পিছে হ'ল মা।
হাসতে হাসতে দাদা হ'ল, বাবা হ'ল না॥

আগে হাঁটুনী, পান বাঁটুনী, বউয়ের ধাই।
এই তিনের যশ নাই॥

আগে হাঁটুনী, পাঁঠা কাটুনী, প্রদীপ বেড়ানী, বউয়ের ধাই।
এই চারি কাজে যশ নাই।

আগে হাঁটে, পাঁঠা কাটে,
সলতে উস্কায়, দই বাঁটে।
ভাণ্ডারী, কাণ্ডারী, রাঁধুনী বামুন,
যশ পায় না এই সাতজন।

আদা লিখ্‌তে মাথা ফাটে।

আঙুল দিয়া জল গলে না।

আঙুল ফুলে কলাগাছ হওয়া।

আঙুল মটকে গাল দেওয়া।

আঁচলে সোনা থাকলে বচনে বোঝা যায়।

আচারে রাঁধে, বিচারে খায়,
শাশুড়ী বউয়ের কাজ না ফুরায়।

আচারে লক্ষ্মী বিচারে পণ্ডিত।

আছাড় খেয়ে পড়ে গেল জন পাঁচ সাত।
যার যেখানে ব্যথা, তার সেখানে হাত।

আছি ঘরে, নেই দেশে।

আছে কাজ ত সকালে সাজ।

আছে গরু, না বয় হাল, তার ছুঃখ সর্বকাল।

আছে এক কাঁঠাল কুশি,
রাত পোহালে তারে তুষি।

আছে মানুষ, আছে কাজ,
নেই মানুষ, নেই কাজ।

আছে স্পষ্ট, নেই অদৃষ্ট।

আছোলা বাঁশ।

আজ আছি, কাল নেই।

আজ আমাদের রাঁধন-বাড়ন, কাল আমাদের খাওন।
আজও থাকন, কালও থাকন, পরশু আমার যাওন।

আজও রাতদিন আছে।

আজ কেন গো মামী, আমার পাতে দুধের সর?

আজ খেয়ে নেড়া নাচে, কাল গোবিন্দ আছে।

আজগাম যদা লক্ষ্মী নারিকেলফলাম্বুবৎ,
নির্জগাম যদা লক্ষ্মী গজভুক্তকপিত্থবৎ।

আজগুবি কথা।

আজ নাহি হ'ল যাহা,
কাল হ'তে পারে তাহা।

আজ বুঝ্‌লি না, বুঝ্‌বি কাল,
মাথা চাপ্‌ড়াবি, পাড়বি গাল।

আজ বেনে, কাল পোদ্দার।

আজ মরে লক্ষ্মণ,
ওষুধ দেবে কখন?

আজিমার কাছে মামা বাড়ীর গল্প।

আজ রাজা কাল ভিখারী,
　　ফুটানি করে দিন দু'চারি।

আজ রেঁধেছে কে? এড়ানে।
　　তবে যে ভাল হয়েছে? বড় বউয়ের নাড়ানে।

আজ রোজে কাল ঠিকে।

আজালা গাছের বাড় বেশী।

আঁটকুইড়ার ব্যাটা।

আঁটকুড়ো হয়ে থাকা।

আঁট নেই নায়ের ঠাট বেশি।

আঁটুনি সার।

আট আনার ফলার ক'রে দুটাকার ঘটি হারানো।

আট খানার পাটখানাও হয়নি।

আটঘাট বেঁধে বসা।

আটার মধ্যে ঘুণ পোষা।

আটাশে ছেলে।

আঁটি চোষাই সার।

আঁটুনি-কসুনি সার।

আটে-কাটে দড়, তবে ঘোড়ায় চড়।

আটে-কাটে দড় শক্ত মেয়ে যেই,
　　পাড়া পড়্শির বুকে বসে ঘর কর্‌ছি তেঁই।

আঠার মাসে বছর।

আঁতে ঘা দেওয়া।

আঁধারের বাতি।

আঁধার ঘরের মাণিক।

আঁধার ঘরে সাঁপ, সকল ঘরে সাপ।

আঁধারে ঢিল ছোঁড়া।

আতরওয়ালীর বাঁদী ভাল,
তবু মেছুনির পদ্মিনী নয়।

আতর নিতে বোক্না আনা।

আতা চুরি পাতা চুরি,
দিনে দিনে ঘর চুরি।

আতি চোর, পাতি চোর,
দিনে দিনে সিঁধেল চোর।

আতুরে নিয়মো নাস্তি।

আতে তেতো, দাঁতে নুন, পেট ভরে তিন কোণ।
এবেলা-ওবেলা শৌচে যায়, তার কড়ি কি বৈদ্যে পায়?

আঁতে পড়্ল ঘা, ড্যামডেমিয়ে চা।

আত্মকোন্দলে পর-সেয়ানা।

আত্মছিদ্রং ন জানন্তি পরছিদ্রানুসারিণঃ,
আত্মছিদ্রং ন জানাতি পরছিদ্রং পদে পদে।

আত্মপর ভেদ নেই।

আত্মবন্মন্যতে জগৎ।

আত্মরক্ষা ধর্ম—
তবে পিতৃলোকের কর্ম।

আত্মসুখ পরবৈরাগ্য।

আত্মানং সততং রক্ষেৎ।

আত্মার্থে পৃথিবীং ত্যজেৎ।

আথালি-পাথালি।

আদর কাজের বেলা,
তার পর অবহেলা।

আদর বিবির চাদর গায়,
ভাত পায় না, ভাতার চায়।

আদরমণি সাধের ঝি, ঝাজ্না হল না,
তিন কাহারে তুলে নে গেল, দেখ্তে পেলাম না।

আদরে গায়ে দরদ।

আদরে বাঁদর।

আদার ভোজন, কি করে ব্যঞ্জন।

আদরের কলা, তা খোসাটাও ভালো।

আদা আন্‌তে মুড়ি ফুরায়।

আদা, ওষুধের আধা।

আদা খেলে গাঁটটা তো রইল।

আদা জল খেয়ে লাগা।

আদার ব্যাপারীর জাহাজের খবরে কাজ কি?

আদায় কাঁচকলায়।

আদাড় গাঁয়ে শিয়াল রাজা।

আদা শুকালেও ঝাল যায় না।

আদি অন্ত পাওয়া ভার।

আদুরে গোপাল।

আদেক্‌লায় দেখ্‌ছে, পুঁটী মাছ লেক্‌ছে।

আড্ডি কইলে দেবতা তুষ্ট,
    আড্ডি কইলে মানুষ রুষ্ট।

আধ গাগরী জল
    করে ছলছল্‌।

আধা খায় নিরামিষ,
    তারে কয় হবি্যষ।

আন্‌ কথায় কানভার।
    ভেজাল কথায় মন বেজার॥

আন্‌ কাপাস্‌, নে তুলা।

আন্‌ মাগীর আন্‌ চিন্তা,
    হুয়ো মাগীর ভাতার চিন্তা॥

আন্‌লায় কাপড়, টেনাও সাজে।

আন্‌ সতীনে নাড়ে চাড়ে।
    বোন সতীনে পুড়িয়ে মারে॥

আনারস বলে কাঁঠাল ভাই, তুমি বড় খস্‌-খসে।

আনাড়ির ঘোড়া নিয়ে বুদ্ধিমানে চড়ে।
    ধনবানে কেনে বই জ্ঞানবানে পড়ে॥

আপদে পড়্‌লে বিদ্যাবুদ্ধির আবশ্যক হয়।

আপ ভালো, জগত ভালো—To the pure all things are pure.

আপন আপন, পর পর—যে না চেনে সে বর্বর।

আপন কথা সাত কাহন।

আপন কুচ্ছ আপনি গাওয়া।

আপন কুকুর পথ্যি পায় না।

আপন কোটে কুকুরও বড়।

আপন গাঁয়ে কুকুর রাজা।

আপন ঘরে সবাই রাজা।

আপন ঘরের ধোঁয়ায় আপন চোখ কানা।

আপন ঘোল কেউ টক বলে না।

আপন চরকায় তেল দাও।

আপন চেয়ে পর ভাল, পর চেয়ে বন ভাল।

আপন চোখে সোনা বর্ষে, পরের চোখে রূপা।
যত লোকে কথা কয় গাপা আর গুপা॥

আপন ছাগল বেঁধে রাখি' পরের ছাগল ছেড়ে দিয়ে

আপন ছিদ্র জানে না, পরের ছিদ্র খোঁজে।

আপন ছেলে নাচে যেন লাটিমূটি।
পরের ছেলে নাচে যেন ভূতটি॥

আপন ঢাক আপনি বাজায়।

আপন দোষে খেয়েছি মাটি,
বাপে পুতে কামিলা খাটি।

আপন দোষ ঝুড়ি-ঝুড়ি,
পরের দোষে দিই তুড়ি।

আপন পাঁজি পরকে দিয়া
দৈবজ্ঞ বেড়ায় মাথায় হাত দিয়া।

আপন ধন পরকে দিয়ে মর্ এখন পাত কুড়িয়ে।

আপন ধান বিশ পস্থুরি,
পরের ধান এক পস্থুরি।

আপন পাঁঠা লেজে কাটি।

আপন নাক কেটে পরের যাত্রাভঙ্গ।

আপন পায়ে কুড়ুল মারা। To dig one's own grave.

আপন পাগল বেঁধে রাখি,
পরের পাগলকে হাততালি দি।

আপন বুদ্ধিতে ফকির হই।
পরের বুদ্ধিতে বাদসাহী নই॥

আপন পোলা খায়, ঘর পানে চায়।
পরের পোলা খায়, বন-পায়ে ধায়॥

আপন বুদ্ধি ছিল ভাল, পরবুদ্ধিতে পাগল।
বাঁচাতে গিয়ে হাঁসের ডিম, গলায় প'ড়্‌ল ছাগল॥

আপন বুদ্ধিতে তর, পর বুদ্ধিতে মর।

আপন বুদ্ধিতে ভাত,
পর বুদ্ধিতে হাভাত।

আপন বুদ্ধিতে রাজা,
পর বুদ্ধিতে খাজা।

আপন বেলা আঁটি-সাঁটি।
পরের বেলা দাঁত-কপাটি॥

আন বেলা চাপন-চোপন।
পরের বেলা ঝুরঝুরে মাপন।

আপন বোন ভাত পায় না, শালীর তরে মোণ্ডা।

আপন ভাল পাগলেও বোঝে।

আপন মন দিয়ে পরের মন জান।

আপন মান আপন ঠাঁই।

আপন মান আপনি রাখি,
কাটা কান চুল দিয়ে ঢাকি।

আপন মুখ আপনি দেখ।

আপন শাশুড়ী সেলাম না পায়,
নানীর শাশুড়ীর পীঁড়া বায়।

আপন হাত জগন্নাথ,
পরের হাত এঁটো পাত।

আপনাকে আগে সামাল কর,
পরে গিয়ে পরকে ধর।

আপনার আছে তো খাও।
নইলে ফ্যালফেলিয়ে চাও॥

আপনার আঁটে না, পরকে দেবে!

আপনার আপনার কিছু নয়।
জগৎ কেবল মায়াময়॥

আপনার আপনি,
ডোর আর কোপ্‌নি।

আপনার কথা পরকে কই,
সাধ ক'রে কি পথে রই!

আপনার কথা পাঁচ কাহন।

আপনার কামার, আপনার খাঁড়া।
যেখানে পড়াবি, সেখানেই পড়া ॥

আপনার ছায়া দেখে ভয় পাওয়া।

আপনারটা ষোল আনা,
পরেরটা কিছুই না।

আপনারটিতে খোদার দোহাই,
পরেরটিতে আন্ খাই।

আপনার ঢাকা থাক্,
পরেরটা বিকিয়ে যাক্।

আপনার নয় ঠাকুর,
পরে করবে কি ?

আপনার বগলে গন্ধ নেই,
পরের বগলে গন্ধ।

আপনার বেলায় পাঁচ কড়ায় গণ্ডা।
পরের বেলায় তিন কড়ায় গণ্ডা ॥

আপনার মত জগৎ দেখা।

আপনার মান আপনার হাতে।

আপনার মন্দ, পরের ভালা।
তারে কয় বোকার শালা ॥

আপনার মা রাঁধুনী, বারোমাস খাওয়ার সুখ।

আপনার রান্না ভাল তিনজনের।—
আপনার, কুকুরের, ঠাকুরের।

আপনার হাতে পড়লে হাঁড়ি, ভাত রেখে আমানি বাড়ি।

আপনি করেন না ভাতার ঘর,
পরকে দেন কান-ভাঙানি।

আপনি কর্‌লে লীলা-খেলা।
পাপ লিখ্‌লে পরের বেলা।

আপনি গেলে ঘোল পায় না,
বেঁশোকে পাঠায় দুধের তরে।

আপনি বাঁচ্‌লে বাপ-মায়ের নাম। (বাপের নাম)
Self preservation is the best law

আপনি থাক্‌তে নেই ঠাঁই।
বউয়ের সঙ্গে সাতটা ধাই॥

আপনি না করে পূজা,
জগৎকে করে মানা।

আপনি ভাল তো জগৎ ভাল।

আপনি নিঙোই, পরকে ভাঙাই।

আপনি পাগল, ভাতার পাগল, পাগল তার চেলা।
এক পাগলকে রক্ষা নাই, তিন পাগলের মেলা॥

আপনি পায়না জা'গা, কুত্তা আনে বাঘা।

আপনার মুখ আপনি পোড়ানো।

আপনি পড়ে আপন ফাঁদে।

আপনি বড় ভাল, তাই লোককে বলে কাল।

আপনি যেমন তেমন, জগৎ দেখি কেমন।

আপনি যেমন, জগৎ তেমন।

আপনি ভেঙেছে মন, উপায় কিবা তার।
ভাঙা মন কখনো কি জোড়া লাগে আর॥

আপনি ম'রে জ্ঞাতির হাঁড়ি ফেলানো।

আপনি রইলেন ডরপানিতে, পোলাকে পাঠালেন চর।

আপনি রাঁধি আপনি খাই।
আপনি তার বলিহারি যাই॥

আপনি শুতে স্থান নাই শঙ্করাকে ডাকি। He who has nothing to spare must not keep a dog.

আপ্তচ্ছিদ্রং ন জানাতি, পরচ্ছিদ্রং পদে পদে।

আপ্ত রেখে ধর্ম,
তবে পিতৃলোকের কর্ম।

আপ্ ভালা তো জগৎ ভালা।

আপ্ রুচি খানা, পর রুচি পর্‌না।

আবর তাঁতী গোবর খায়।
বউয়ের কথায় মর্‌তে যায়।

আবাতিকালে অনন্তের ব্রত।

আবাদের ধানে ধন।

আবালে না নোয়ালে বাঁশ,
পাক্‌লে করে ট্যাঁশ ট্যাশ।

আম, আমড়া, কুজড়া ধান,
এই তিন নিয়ে বর্ধমান।

আম খেয়ে খায় পানি,
পেট বলে—আমি না জানি।

আমড়া কাঠের ঢেঁকি।

আমড়াগাছি করা।

আমড়া গাছে আম হয় না।

আমড়াতলায় আম পাই, আমতলায় কেন যাই

আমড়ায় আর আমে।

আম না পেয়ে আঁটি চোষা।

আম পড়বে বাতাসে,
কাউয়া রইল পিত্যাসে।

আম ফুরোলে আম্‌সি খাবে।

আম শুকোলে আম্‌সি,
যৌবন ফুরালে কাঁদতে বসি।

আম শুকিয়ে আমসি ; জল শুকিয়ে পাক,
বৃদ্ধা বেশ্যা তপস্বিনী ; আগুন মরে খাক্।

আম শুন্‌তে জাম শুনেছে,
চাঁদ লিখ্‌তে ফাঁদ লিখেছে।

আ মরি, তা মরি, বালাই যাই,
গুড় দিয়ে তোর গল্প চেটে খাই।

আ মরি মিন্‌সে লোক হাসালে।
গোঁফ রেখেছে তোব্‌ড়া গালে॥

আমানি খেয়ে দাঁত ভেঙেছে, সিঁদুর পর্‌বি কিসে ?

আমায় না দিয়ে ননী,

কত ধন বাঁধ্‌বে ধনী ?

আমার আমার যত কর,

চিনির বলদ বয়ে মর ।

আমার এম্‌নি হাতযশ,

এ পাড়ায় যদি ওষুধ খাওয়াই ও পাড়ায় মরে গণ্ডা দশ ।

আমার ছেলে ছেলেটি, খায় শুধু এতটি, বেড়ায় যেন গোপালটি ।

ওদের ছেলে ছেলেটা, খায় এতটা, বেড়ায় যেন বাঁদরটা ॥

আমার ঠাকুর খান কি ? ঘি-ভাত ।

না পেলে ? শুধু ভাত ।

আমার দইয়ের এমনি গুণ,

একসের দইয়ে তিন সের নুন ।

আমার ধান পায়রায় খায় ।

আমার রাম বাণিজ্যে যায় ॥

আমার নাম নিতাই, এক খাই এক থিতাই ।

আমার নাম ময়না, তবুও তো হয় না ।

আমার নাম যমুনা দাসী, পরের খেতে ভালবাসি ।

পরকে দিতে জ্বরে গা ; পরের নিতে সরে গা ॥

আমার নাম রণরঘু ; ভিটাতে চরাই ঘুঘু ।

আমার নাম রাম দত্ত, আমি জানি সকল তত্ত্ব ।

আমার পেটের ছাও, আমার ঘরে খেতে চাও !

আমার বুদ্ধি শোন, ঘর-দোর ভেঙে ফেলে নটে শাক বোন ।

আমার ভাই রাবণ রাজা, আমি শূর্পণখা।
ধরা মাঝে এমন জোড়া পারিস যদি দেখা॥

আমার হয়েছে হায়, হিতে বিপরীত।
কোঁদল করিয়া শেষে কেঁদে করে জিৎ।

আমার হ'ল বুকে ঘা,
আমায় বলে, রসুন খা।

আমি এম্‌নি দল লাগাই,—
ভেল্‌কিতে ভেড়া বানাই।
দিনের বেলা তারা দেখাই।

আমিও ফকির হলাম, দেশেও আকাল এল!

আমি করি ভাই ভাই,
দাদার কিন্তু মনে নাই।

আমি কি তেমনি চাঁপা রাই,
যমের হাতে খূর্প দিয়ে দূরে ঘাস ছোলাই।

আমি কি নাচ্‌তে জানিনে!
মাজার ব্যথায় পারিনে।

আমি কি নেড়ি ভেড়ি!
আমার পাঁচখান কাপড় ধোপার বাড়ী।

আমি ঘর ভাঙানী সই, পরের মন্দকারী নই,
কথা কই আপন রেখে, গুছি দিই দুদিক থেকে॥

আমি ছাড়ি তো কমলি ছাড়ে না!

আমি জানি না, দাদায় জানে,
বড় বড় জনকে বেঁধে আনে।

আমি জানি না চুল বাঁধতে,
আমাকে বলে আরেক বাড়ী রাঁধ্‌তে।
আমি বেহায়া পেতেছি পাত।
কোন বেহায়া না দেয় ভাত॥
আমি ভানি পরের বারা।
আমার বারা যায় দখিণ পাড়া॥
আমি মরি আমার জ্বালায়,
সবাই এসে আগুন উস্‌কায়॥
আমি মূর্খ তুমি চাষা। তোমার আমার সমান দশা।
আমি মূর্খ, তুমি মূর্খ। তোমার আমার সমান দুঃখ॥
আমি যদি বড় লোক হইতাম,
মিঠাই দিয়াই ভাত খাইতাম।
আমি যার করি আশ, সেই করে সর্বনাশ।
আমি যে ভেবে মরি, তুমি কার না'য়ে চড়ি!
আমি যে মেয়ে, হিসাব দিলাম ক'য়ে!
আমে বান, তেঁতুলে ধান।
আমে দুধে এক হয়,
আদাড়ের আটি আদাড়ে খায়।
আয় বুঝে ব্যয়।
আয়ুর্যাতি দিনে দিনে।
আয়ে ছুতার, ব্যয়ে কামার।
আয়েস লুকোবি, বয়েস লুকোবি।
গালভাঙা তোর কোথায় থুবি?

আর আটটা গরু মেলে, হারানো গরুটি মেলে না।
আর কাঠে আগুন নেই, মাদার কাঠে আগুন।
আর কাজে নয় দড়, লাউ কুট্‌তে ফালা দেন।
আর কি আছে সেদিন? এখন একখিলি পান তুদিন!
আর কি নেড়া বেলতলায় যায়!
আর কি পাগল গাছে ধরে!
আর গাব খাব না, গাব-তলা দিয়া যাব না।
গাব খাব না তো খাব কি, গাবের মত আছে কি।
আর যেন নাহি লাগে তোমার বাতাস।
ফেলেছি ঘাড়ের বোঝা হয়েছি খালাস॥
আর রাজ্যে বামুন নেই, কাশী ঠাকুর চিঁড়ে খাও!
আর গুণ নেই, বারগুণ আছে।
বারবাড়ী নেই, ভিতরবাড়ী আছে॥
আরসির মুখ, পড়্‌শীর মুখ।
আর্শুলা আবার পাখী!
আর সওদা যেমন তেমন, চাই খোঁপাবাঁধা দড়ি।
আরে আমার তুমি,
তোমার জন্যে চাল ভিজিয়ে চিবিয়ে মরি আমি।
আরের মন আর দিকে,
চোরের মন বোঁচকার দিকে।
আরের সঙ্গে যেমন তেমন।
পীরের সঙ্গে মস্করী করণ।
আল্‌নে আদর, ঢ্যাপের খই। তোমরা এলে তারা কই?

আল্‌গা পেলে সন্ন্যাসীও মাতে।

আল্‌গা বেতের বাঁধন, নড়ে চড়ে খসে না।

আলস্য হেন ধন থাক্‌তে দুঃখের অভাব কি ?

আলস্যের ঢেঁকি।

আলা এলে, ডালা এলে, মুই পুতের মা।
পাইক এলে, পেয়াদা এলে, মুই কিছু না

আলালের ঘরে দুলাল।

আলাপে কি পেট ভরে ?

আলি ছো বাঁশপাতা,
বিয়ের রাতে কইলি কথা।

আলুনা আলুনা খাও,
ফোঁটাপানে চাও।

আলো চাল দেখে ভেড়ার মুখ চুলকায়।

আলো চাল আর বাস্কের গুড়ি,
আপন গরবে ফাঁপাটুরি।

আলোর নীচেই আঁধার।

আলো হাওয়া বেঁধো না।
রোগ ভোগে সেধো না॥

আশা আর ফুঁ আছে, দুধ আর বাটী নেই।

আশ আর বাসা—
ছোট করে মরে চাষা।

আশা আশা পরম দুখ।
নিরাশাই পরম সুখ॥

আশা করেছেন কাউয়া,—
পাকলে খাবেন ডাউয়া।

আশাবধিং কো গতঃ।

আশা বৈতরণী নদী।

আশায় পুড়ালাম বাসা, আশায় মুড়ালাম দাড়ি।
ভিক্ষা দাও গো, কাঙাল আমি, যাচ্ছি বাড়ী বাড়ী॥

আশায় যে ভর করে, অনাহারে সেই মরে।

আশার অর্ধেক ফল।

আশার শেষ নেই।

আশী বছরেও গয়লা সাবালক হয় না।

আশে পাশে কড়ি, তবে ব্যাটার বিয়ে জুড়ি।

আশ্বিন মাসে কুঠে পাঁঠাতেও কড়ি।

আষাঢ়ান্ত বেলা।

আষাঢ়ে গল্প।

আষাঢ়ে হল না স্থৃত, হা স্থৃত যো স্থৃত।
ষোলতে না হল পুত, হা পুত যো পুত॥

আষাঢ়ে পান চাষাড়ে খায়।
গুয়াবনে পান গড়াগড়ি যায়।

আষাঢ়ে মাটি—চাষাড়ে ঘরের বেটী।

আসন্নকালে বিপরীতবুদ্ধিঃ।

আসর ঘরে মশাল নেই, ঢেঁকিশালে চাঁদোয়া।

আসলের খোঁজ নেই, সুদের খবর।

আসলের চেয়ে সুদ মিষ্টি।

আসল থেকে সুদের আদর বেশী।

আস্‌বেন জামাই নেবেন ঝি,
তার বেশী আর কর্‌বেন কি !

আসরে নেমে ঘোমটার টান।

আসি বললেই বাসি হয়।

আসুক না আসুক বর,
তবু সীঁথি পরে মর।

আস্‌কে খায়, তার ফোঁড় গণে না।

আস্‌তেও একা, যেতেও একা,
কার সঙ্গে কার দেখা।

আস্‌তে যেতে গলা কাটা।

আস্‌তে যেতে হল বেলা,
তোমার কাজে কি আমার হেলা ?

আসেন লক্ষ্মী যান বালাই।

আস্তাকুঁড় ঘু'রে এসে বিছানায় পা তোলা।

আস্তাকুঁড়েও চাঁদের আলো।

আস্তাকুঁড়ের পাতা স্বর্গে যায় না।

আহাম্মক যে হয়, পেছনে কথা কয়।

আহার-নিদ্রা-ভয়,—
যত বাড়াও, ততই হয়।

আহ্লাদী যায় মরতে, তিনকুল যায় ধর্‌তে।
ও আহ্লাদী মরিস্‌ নি, লোক-হাসানি করিস্‌ নি

আহ্লাদী পুতুল।

আহ্লাদী লো ঢেঁপের খই!
　　এত আহ্লাদ পেলি কই?
আহ্লাদে আটখানা,
　　ল্যাজা মুড়ো দশখানা।
আহ্লাদে ফুটকড়াই।
আহ্লাদের প্রহ্লাদ।

ই

ইঁচড়ে পাকা।
ইচ্ছা আছে যার, উপায় আছে তার।
Where there is a will, there is a way.
ইচ্ছার বোঝা ভার নয়।
ইজ্জতের কুঁকড়ী,
　　আণ্ডা পাড়ে ছকুড়ি।
ইটটি পড়্‌লে পাট্‌কেলটি পড়ে।
ইটটি মার্‌লে পাট্‌কেলটি খেতে হয়।
ইটের বদলে পাটকেল।
ইটা ছুনিয়ার মিঠা।
ইটে নেই ভিটে নেই, চৌধুরীর পুত।
ইটে নেই ভিটে নেই, বাইরে মর্দানি।
ইতি করা।
ইতি দেওয়া।
ইতি কর্তব্য বিমূঢ়।
ইতোভ্রষ্ট স্ততো নষ্টঃ। না এ কূল, না ও কূল।

ইণ্ডি পিণ্ডি পুড়িয়ে দেয় লাউ গাছের গোড়ে।

ইঁদুর গর্ত খুঁড়ে মরে, সাপ এসে দখল করে।

ইঁদুর জানে না যে কাঠের বেরাল।

ইঁদুর বড় সাঁতারু তার মাথা ভরা জট।

ইঁদুর মার্‌বার জন্য ঘর পোড়ানো।

ইঁদুরের কলে পড়া।

ইঁদুরের কাছে কোরাণ আর পুরাণ!

ইঁদুরের গোলাম চামচিকে, তারে বলে ঘর নিকে

ইঁদুরের গোলাম চাম্‌চিকে, তার মাইনে চৌদ্দ সিকে।

ইয়ারের টেক্কা।

ইল্লত যায় না ধুলে, স্বভাব যায় না মলে।

ইষ্টকালয়, শ্যামা নারী,

বটচ্ছায়া, কূপবারি।

ইস্তক গরুচুরি নাগাদ বৈষ্ণব-বন্দনা।

ইস্তক জুতা সেলাই নাগাদ চণ্ডীপাঠ।

ইহ কালও নাই, পরকালও নাই।

ঈ

ঈদের চাঁদ।

ঈশ্বর অলক্ষ্যে সব দেখেন।

ঈশ্বর যা করেন, মঙ্গলের জন্যই করেন।

ঈশ্বর যদি করেন, কর্তা যদি মরেন,

তবে ঘরে বসেই কেত্তন শুনব

উ

উই, ইঁদুর, থল ডাল ভাঙে তিন জন,
    সুচ, সুতা, সুজন ভাল করে তিন জন।
উইয়ের পাখা হয় পুড়ে মরতে।
উইয়ের পিছনে ডানা গজালে আকাশ ছুঁতে চায়।
উইড়্যা আইসা জুইড়া বসা।
উকিলের দালাল, ঘাপটি মেরে ফেলে জাল।
উকুনের তাপে মাথা মুড়ানো।
উচল বলিয়া অচলে চড়িনু পড়িনু অগাধ জলে।
উচান বারি বড় ভয়,
    পড়লে বারি সয়ে যায়।
উচিত কথা কইতে গেলে, তেলে বেগুণে ওঠে জ্বলে।
উচিত কথায় দেবতা তুষ্ট, উচিত কথায় আহাম্মুখ রুষ্ট।

উচিত কথায় মানুষ রুষ্ট।
উচিত কথায় বন্ধু বেজার।
উচিত কথায় বন্ধুও বিগড়ায়।

উচিত বক্তা।
উচিত মূল্যে সবই বিকায়।
উঁচু মাথা নীচু করা।
উচ্চ বাচ্য না করা।
উচোট খেয়ে প্রণাম করা।
উচ্ছের কচি, পটলের বীচি, শাকের ছা, মাছের মা—
    এইগুলি বেছে খা।

উঁচু নজর, কাজে ভারি, লোকের কথা তুচ্ছ করি।

উঁচু হবে তো নীচু হও।

উচ্ছিষ্ট ভোজী।

উজান জলে মছ্‌লি চলে, বহি যায় গজরাজ।

উজাড় বনে শিয়াল রাজা।

উঞ্ছবৃত্তি গ্রহণ করা।

উজানের কই।

উজো কথায় গুঁজো বেজার।

    গরম ভাতে ঠুঁটো বেজার॥

উট্‌কপালী চিরুণ দাঁতী,

    গোদা পায়ে মারবে লাথি।

উঠ্‌তি-পড়্‌তি।

উঠ ছেলি তোর বিয়া

    কাপড় চোপড় নিয়া।

উঠন্ত বৃক্ষ পত্রেই চেনা যায়। The child shows the man.
Morning shows the day.

উঠন্তি মূলো পত্তনেই চেনা যায়।

উঠ্‌ল বাই তো কটক যাই।

উঠ্‌লে ঢেঁকি, বস্‌ল পাত,

    সাত পাথর আমানি যত পায় ভাত।

উঠ্‌সার কিস্তিতে মাত।

উঠে ধান্‌ খুঁটে খায়।

উঠে ধানের পথ্যি হয় না।

উঠে পড়ে লাগা।

উটের পিঠে কুঁজ উট জানে না।

উড়কি ধানের মুড়কি আর সরু ধানের চিঁড়ে।

উড়তে না পেরে পোষ মানা।

উড়তে না পেরে ফর্‌ফর্‌ করা।

উড়তে পারে না ফুরফুর করে।

উড়ন চণ্ডী।

উড়ো খৈ গোবিন্দায় নমঃ।

উড়িয়ে পুড়িয়ে দেওয়া।

উড়ু উড়ু করা।

উড়ুক্কু বয়েস।

উড়ে এসে জুড়ে বসা।

উড়ে যায় পাখী,

তার ডানা গুণে রাখি।

উড়ো পাখীকে পোষ মানানো।

উতল পাতল করা।

উৎপাত কেতু।

উত্তম মধ্যম দেওয়া। To beat black and blue.

উত্তরে বাগ, দক্ষিণে রাখ।

উত্তরে যেয়ে পূবে নেয়ে।

উত্তমে উত্তমে মিলে অধমে অধমে।

কোথায় মিলন হয় অধমে উত্তমে॥

উত্থায় হৃদি লীয়ন্তে দরিদ্রাণাং মনোরথাঃ।

উদ্‌ খেতে ক্ষুদ নেই, নেউলে বাজায় শিঙে।

উদর চিরলে ক বেরোয় না।

উদরটি গণেশের মত।

উদর পূর্ণ করা।

উদরে বিষ মুখে মধু, এ যে মাকাল ফল।

উদরসর্বস্ব।

উদরী, বাতুড়ী, যক্ষ্মা,—
এই তিনে নাই রক্ষা।

উদারচরিতানাস্তু বসুধৈব কুটুম্বকম্।

উতুখলে ক্ষুদ নেই, চাটগাঁয়ে বরাত।

উদে মাছ ধরে, খাটাশে তিন ভাগ করে।

উদোর পিণ্ডি বুদোর ঘাড়ে।

উদীরমানের পূজা।

উত্তমধুনী।

উদ্যোগিনং পুরুষসিংহ মুপৈতি লক্ষ্মীঃ।
দৈবেন দেয়মিতি কাপুরুষা বদন্তি।

উননে উথলে ভাত, চল চল চল।

উনন-মুখো দেবতা, তার ঘুঁটে ছাই নৈবেদ্য।

উন-পাঁজুরে।

উনো ভাতে দুনো বল।

উনি উনি করো না, উনী হ'য়ে যাবে।
তিনি তিনি করো না, তেনী হ'য়ে যাবে।

উপকারীকে বাঘে খায়।

উপকারের চেয়ে অপকার বেশি মনে রাখে।

উপদেবতার ভাগ্য সর্বত্রই সমান।

উপদেশ অপেক্ষা দৃষ্টান্ত ভাল।

উপদেশোহি মূর্খানাং প্রকোপায় ন শান্তয়ে।

উপরি-পয়সা।

উপরি মরে ফাঁপরে,
    ভাতার মেরে দেশান্তরে।

উপরে চিকণ-চাকন, ভেতরে খড়ের নুড়ো।

উপরোধে ঢেঁকি গেলা।

উপায়ং চিন্তয়েৎ প্রাজ্ঞ স্তথাপায়ং চ চিন্তয়েৎ।

উপস্থিত ত্যাগ করা ঠিক নয়।

উপস্থিত অন্ন ত্যাগ করতে নাই

উপুড় করেই নেট, আর চিৎ করেই কাট।

উপুড় হস্ত হয় না।

উপোস করলে যাবে দিন।
    ধার করলে হবে ঋণ।

উপোসী ছারপোকা।

উপোসের কেউ নয়, পারণের গোঁসাই।

উপোসের চেয়ে চিড়াও ভাল।

উভয় সঙ্কট।

উরৎ বেয়ে রক্ত পড়ে, চোখ গেলরে বাবা।

উলুই চণ্ডে।

উলুবনে খাটাশ বাঘ।

উলুবনে মুক্তা ছড়ানো।

উলুবনে সাঁতার দেওয়া।

উলোর মেয়ের কুলজী, অগ্রদ্বীপের খোঁপা।
শান্তিপুরের হাতনাড়া, গুপ্তিপাড়ার চোপা।

উল্টা জলে মছলি চলে, বহি যায় গজরাজ।

উল্টা বুঝিলি রাম।

উল্টে চোরা গৃহস্থকে বাঁধে।

উল্টে চোরা মশান গায়।

উস্থলে আবার দণ্ড কি।

উনপঞ্চাশ বায়ু।

উনপাঁজুরে বরাখুবে। (অলক্ষণযুক্ত গরু-দুরন্ত ছেলে)

উনপাঁজুরে লক্ষ্মীছাড়া।

উনো ভাতে দুনোবল।
দুনো ভাতে রসাতল॥

উনো বর্ষার দুনো শীত।

উনিশ-বিশ।

উর্ধ্বপুচ্ছ হয়ে ছোটা।

উর্ধ্বশ্বাসে দৌড়ান।

ঋ

ঋণং কৃত্বা ঘৃতং পিবেৎ।

ঋণ ছেড়ে ঋণে হাসে ঋজু মন।

ঋণের শেষ, আগুনের শেষ, রোগের শেষ রাখতে নেই।

ঋণ ছেঁচড়া।

ঋষির শ্রাদ্ধ!

ঋষ্যশৃঙ্গ মুনি এলেন যেন কৃষ্ণের দূত।

এ

এ আমার মূলা ক্ষেত, না বেগুণ ক্ষেত।

এ আমার বেগুণ ক্ষেত, মূলো ক্ষেত নয়।

এ আলে পাণি, ও আলে যেতে পারে না।

এই ক'রে পাকালাম কেশ,
    জলে ভাসে জোড়া সন্দেশ।

এই দিন দিন নয়, আরো দিন আছে।
    এই দিন নিয়ে যাব সেই দিনের কাছে॥

এই দিনও যায়,
    খ্যাড় দিয়ে যে চুল বাঁধে সেও ভাতার পায়।

এই পিণ্ডি জনম শোধ।

এই ফুরালে খাবে কি, ঘরে আছে আইবুড়ো ঝি।

এই বিড়ালই বনে গেলে বনবিড়াল হয়।

এই মানুষই বনে গেলে বনমানুষ হয়।

এই বেড়া ঘেরা কার লাগি? ঝিয়ের লাগি।
    তারে গিয়ে দেখ হাটখোলা।

এই বৃষ্টি, এই রোদ।

এও জানি, সেও জানি, কিছু নেইক বাকি।
সতীনে দিল সোনার গয়না মারে দিল ফাঁকি ॥

এক আঁচড়ে চেনা যায়।

এক আঁচড়ে বুঝে নেওয়া।

এক আঙুলে তুড়ি বাজে না।

এক একাদশী ছাড়াই ;
ত্রিশ রোজা বাড়াই।

এক ওয়াকিবহাল, আর সাত নবীশদল।

এক কড়ার মুরদ নেই,
ভাত মারবার গোঁসাই।

এক কড়ার মানুষ নয়, লাখ টাকার স্বপ্ন দেখে।

এক কলসী দুধে এক ফোঁটা গোচোনা !

এক কথায় এত কি, আহ্লাদের ঢেঁকি।

এক কাটে ধারে, আর কাটে ভারে।

এক কাঠি বাজে না।

এক কাঠা ধানের, নয় কাঠা বোনা।

এক কান কাটা যায়, পথের পাশ দিয়ে যায়।
দুই কান কাটা যায় পথের মাঝ দিয়ে যায় ॥

এক কান কাটা যায়, সে যায় বাড়ীর বাহির দিয়ে।
দুই কান কাটা যায়, সে যায় বাড়ীর ভিতর দিয়ে ॥

এক কান কাটা যায় সহরের বার দিয়ে।
দুই কান কাটা যায় সহরের ভিতর দিয়ে ॥

এক কানে শোনে, আর কানে বেরিয়ে যায়।

এক কিল দিলে শ কিল খায়,
ছুঁচ চুরি করলে কুড়ুল হারায়।

এক কে আর, দেখবে বেগার।

এক কিস্তিতে মাৎ।

একক্রিয়ং ভবেন্মিত্রং।

এক খুরে মাথা মুড়ানো।

এক গঙ্গা জল।

এক গলা ভাব।

এক গাছের ছাল অন্য গাছে লাগে না।

এক গাছ ডাব।

এক গালে চড় খেলে অন্য গাল ফিরিয়ে দাও।

এক গালে চুণ, এক গালে কালি।

এক গাঁয়ে বাস, এক গাঁয়ে চাষ।

এক গাঁয়ে ঢেঁকি পড়ে,
অন্য গাঁয়ে টনক নড়ে।

এক গাঁয়ে ঢেঁকি পড়ে,
আর গাঁয়ে মাথা ধরে।

এক গুণ আদার তিন গুণ ঝাল।

এক গুণ ছেলের তিন গুণ বিক্রম।

এক গৃহস্থের দুই পুত,
একটা দানব, একটা ভূত।

এক গুলিতে দুই বাঘ মারা।

এক গোয়ালের গরু।

এক করে পাপে চল্লিশ ঘর শাপে।

এক পায়ে জুতো।

একচক্ষু হরিণ :

এক চন্দ্র সহায় যার,
শতেক তারায় কি করে তার !

এক চাকায় রথ চলে না।

এক চাঁদে জগৎ আলো।

এক চায় আর পায়,
ভাঙা নৌকো তুহাতে বায়।

এক পা এগুই ত সাত পা পিছুই।

একচির পান তুচির হল।
সোনার সিংহাসনে ভাগ বসৃল।

এক চুমুকে সমুদ্র পান।

এক চোখ কানা যার, বিরাশী বুদ্ধি তার।

এক চোখে কাঁদা, এক চোখে হাসা।

এক চোখে তেলে-ভাজা, আর চোখে ঘি-ভাজা।

এক চোখো হরিণ।

এক ছিলিমে যেমন তেমন, তু ছিলিমে মজা।
তিন ছিলিমে উজীর আমীর, চার ছিলিমে রাজা॥

এক ছেলে—ছেলে নয় ;
একশ টাকা—টাকা নয়।

এক ছেলে, তার ফুলের শয্যা,
পাঁচ ছেলে, তার কাঁটার শয্যা।

একজন ধর্‌লে গান, সবাই তার ধরে তান।
একজন সহিলে কোন্দল হয় দূর।
এক জন্মে দিলে, আর জন্মে মিলে।
এক জায়গায় থাকলে হাঁড়িতে হাঁড়িতে ঠোকাঠুকি হয়।
এক ঝড়ে বর্ষা যায় না।
এক ঝাড়ের বাঁশ, কোনটায় দুর্গার কাঠাম
কোনটায় বা হাড়ির ঝুড়ি।
একটা ভাত টিপলে হাঁড়ি শুদ্ধ ভাতের খবর মেলে।
একটা মিথ্যা ঢাকতে মিথ্যার মাত্রা বেড়ে যায়।
একটা বাঁধনের কাছে আর একটা বাঁধন পড়লে আগেরটা ঢিল
হয়ে যায়।
একটি গেরোর উপর আর একটি গেরো দিলে আগেরটা আল্গা হয়।
একটি ঢাকাই জালা।
একটি হাতী একটি ঘোড়া,
থৈ থৈ করে গাছের গোড়া।
একটু হলুদ নিতে এসে, এখন বলে—আমি বাড়ীর গিন্নি।
এক ঠোকরে মাছ বেঁধে না, সেই বা কেমন বড়্শী।
এক ডাকেতে সাড়া দেয় না, সেই বা কেমন পড়্শী॥
এক ঢিলে দুই পাখী মারা।
একতাই শক্তি।
একতাই বল।
এক তেলে কচু শাক, আর তেলে পানি।
বাপে পুতে সলা করে পেয়েছ রাঁধুনী॥

একদিনকার জ্বরে গা দেখ্‌ল পরে।

একদিন ঘি রুটি, একদিন দাঁত ছিরকুটি।

একদিন মদ খেয়ে সাত দিন মাথা ঘোরে।

এক দুখের দুখী আমি, গাঙের কূলে বাড়ী।
এক দুখের দুখী আমি, ছেলে বয়সে রাঁড়ী॥

এক দুয়ার বন্ধ, হাজার দুয়ার খোলা।

এক দেশের বুলি, আর এক দেশের গালি।

এক দেহ এক প্রাণ।

এক নদী বিশ ক্রোশ।

এক নিঃশ্বাসে সাত কাণ্ড রামায়ণ।

এক পন্থ. দো কাম।

এক পয়সা না আনতে,
লাফিয়ে বেড়ান গণতে।

এক পয়সা নেই থলিতে,
লাফিয়ে বেড়ায় গলিতে।

এক পয়সার বিয়ে. তার পাঁচসিকের তেজপাতা।

এক পাগলে রক্ষা নেই, সাত পাগলের মেলা।

এক পা জলে, এক পা স্থলে।

একটা পাঁঠা তিনবার কাটা।

এক পা পথে, এক পা রথে।

এক পা, দু পা, বামুন বাড়ী কদ্দুর?

এক পারে না, আরেক চায়,
হেলে ধর্‌তে পারে না, কেউটে ধর্‌তে যায়।

এক পালি ধানে মহাভারত।

এক পুত পুত নয়, এক চোখ চোখ নয়, এক কড়ি কড়ি নয়।

এক পুত যার, বাপের ঠাকুর তার।

এক পোলা যার, চাঁদের ঠাকুর তার।

এক পুত অন্ধের নড়ি।

এক পুতের আশা আর নদীতীরে বাসা।

এক পুতের আশ, নদীকূলে বাস, ভাবনা বারমাস।

এক পুতের আশা,—বালুচরে বাসা।

এক পো দুধের পরমান্ন গাঁ সুদ্ধ নেমন্তন্ন।

এক পোলা যার, বালাই নেই তার।

একবরে ভাতারের মাগ কমলানেবুর খোসা।
দোজবরে ভাতারের মাগ নিত্যি করেন গোঁসা॥
তেজবরে ভাতারের মাগ সঙ্গে বসে খায়।
চারবরে ভাতারের মাগ কাঁধে চড়ে যায়॥

এক বরের মাগ হেলাফেলা,
দোজবরের মাগ গলার মালা।

এক বল্‌তে দুবোল বলে, স্বামীর শয্যা পায়ে টালে।
কিছু বল্‌তে পাড়ে গালি, তার স্বামী কেন নয় ভিখারী॥

এক বর্ষণে কি চিরকাল তৃষ্ণা যায়?

একবার থালায়, একবার মালায়।

একবারকার রোগী, আরবারকার ওঝা।

একবার যায় যোগী, দু'বার যায় ভোগী, তিনবার যায় রোগী।

এক বিছানায় শোয়, গায়ে গায়ে লাগে না।

এক বিয়েই দেবতার বরে,
আরেক বিয়ে কি গাছে ধরে ?
এক বিয়েন না দিলে লজ্জা যায় না।
এক বুঝা যায় পড়্‌লে, আর বুঝা যায় মর্‌লে।
এক বুড়ী আর এক বুড়ীকে বলে, "খুদ খাস্‌ নে, পরে মর্‌বি।"
এক বুড়ীর নানান দোষ, নাকের আগায় বিষ ফোট।
এক বুদ্ধি ভাল, দুই বুদ্ধি আরো ভাল।
এক বেজারে সাত বেজার,
পান্তা ভাতে বিলাই বেজার।
এক বেলা ভাগে, এক বেলা ঠিকে।
এক বেঁড়ে যার, সকল গাঁ তার।
এক ব্যঞ্জন ভাত, তাও নুনে বিষ।
এক ভরি সোনা, ত্রিশ জন সেকরা।
এক ভস্ম আর ছার, দোষ গুণ কব কার ?
একভাবে কিছুই যায় না।
এক মন হলে সমুদ্র শুকায়।
এক মনে সেবা কর্‌লে সাপও সদয় হয়।
এক মাঘে শীত যায় না।
এক মাণিকে সাত সাগর আলো।
এক মায়ের এক পুত, খায় দায় যমের দূত।
এক মুখ সোনা দিয়েও ভরা যায়,
পাঁচ মুখ ছাই দিয়েও ভরে না।
একমুখী রুদ্রাক্ষ হয়ে ওঠা।

এক মুখে দুই কথা।

To blow hot and cold in the same breath.

এক মুরগী কবার জবাই !

একমেবাদ্বিতীয়ম্।

এক যাত্রায় পৃথক ফল।

এক রত্তি দড়ি,

সকল ঘর বেড়ি।

এক রত্তি বিষ নেই, কুলো পানা চক্কর।

এক রাজা যাবে, অন্য রাজা হবে।

বাঙ্‌লার সিংহাসন শূন্য নাহি রবে॥

এক রাস্তায় অনেকে হাঁটে; কেউ ভালয় যায়,

কেউ হোঁচট খায়।

এক রৌদ্রে ধান শুকায়।

একলাই একশ।

এক লাউয়ের বীচি—

কেউ বা করে কচর-কচর, কেউ বা আছে কচি।

একলা ঘরে সেকলা, খেতে বড় সুখ।

মর্‌তে গেলে ধর্‌তে নেই, এই ত বড় দুখ॥

একলা ঘরের গিন্নি হব,

চাবি কাঠি ঝুলিয়ে যাব।

এক লাঠিতে দুই সাপ মারা।

একলা মায়ের ঝি,

গরব করব না তো কি ?

এক শালের দুই নাম,
গায়ে দিলে বদ্‌নাম।
একসাথে কাল পেঁয়াজ বেচলাম,
মোল্লা হইলে কবে ?
এক সান্‌কির ইয়ার।
এক সিউনি জল সেঁচে কাঁকালে দিলে হাত।
এই মুখে খাবে তুমি বাগ্‌দিনীর ভাত॥
এক সূর্যে ধান শুকিয়ে খাওয়া।
এক সের চালে পাঁচখান পিঠে।
যার কথা শুনি, তার কথা মিঠে॥
এক হাত গাছে সাত হাত লাউ।
এক হাটে কিনতে পারে, আর এক হাটে বেচতে পারে।
এক হাত নড়ে না, দু হাত নড়ে।
এক হাত নেওয়া।
এক হাত লাফাতে পারে না, সে ডিঙ্গুবে লঙ্কা !
এক হাতে তালি বাজে না। It takes two to make a quarrel.
এক হাতে ঢাল, এক হাতে তলওয়ার,
দু হাত জোড়া লড়্‌ব কিসে।
এক হেঁসেলে তিন রাঁধুনি, Too many cooks
পুড়ে মরে তার ফেনগালুনি। spoil the broth.
একাই একশ।
একাগ্নী বাণ।

একা ছিলাম ঘরের মাঝে মাথার ঠাকুর।
সতীন এল আস্তাকুঁড়ের হলাম কুকুর॥

একাদশে বৃহস্পতি।

একা দুধে ক্ষীর, ছানা, ননী।

একা নদী বিশ ক্রোশ।

একা, না বোকা।

একান্ন পাপও পাপ; বাহান্ন পাপও পাপ।

একা রামে রক্ষা নেই, সুগ্রীব দোসর।

একার কাজ দোকার করা।

একি ছেলের হাতে মোয়া!

এ কি পাখী হয়ে উড়ে গেল?

একুল ওকুল দুকুল গেল—He who hunts two hares
leaves the one and loses the other.

একুশ কোড়া গুণে খান।
ফুলের ঘায়ে মূর্ছা যান॥

একুল ওকুল দুকুল নষ্ট।
ইতো নষ্ট স্ততো ভ্রষ্টঃ।

একে আম পাড়ে, অন্যে খায়।
One sows, another reaps.

একেই তো থড়ফড়ে বুড়ি,
তার উপর কোলের ছুঁড়ি।

একেই নাচুনি বুড়ি,
তার মধ্যে ঢোলের বাড়ি।

একেই নাচুনি বুড়ী,
তায় নাত্নীর বিয়ে।

একে গুন্ গুন্ দুয়ে পাঠ।
তিনে গোলমাল চারে হাট।

একে চায়, আরো পায়,
এক খায়, এক থিতায়।

একে ছেঁড়া, তায় কালো,
বাঁচার চেয়ে মরণ ভালো।

একে তো উনা, তাতে তুষের ধূনা।

একে তো মধুপর্কের বাটি, তাতে আবার কাত্।

To add fuel to the fire.

একে তো মনসা, তাতে আবার ধূনার গন্ধ।

একে তো হনুমান,
তাতে আবার রামের বাণ।

একে ধরে যারে,
দশে বেড়ে তারে।

একের পাপ, শতের পাপ।

একে বউ নাচনি,
তায় খেমটার বাজনি।

একে বল তুষ কাঁড়ানা।

একে বাধা, দুয়ে বিধি ;
তিনে হয় কার্যসিদ্ধি।

একে বাপ, তায় বয়সে বড়।

একে বাবা সত্যপীর,
    পরকে তরাবেন কোথা, নিজেই অস্থির।
একেবারে চক্ষুস্থির।
একেবারে চাঁপাফুল করে খোঁপায় রাখে।
একে বেরাল কালো,
    পাঁশ গড়াগড়ি দিয়ে আরো রূপ বেরিয়ে প'লো।
একে মরে জেদে, আর মরে বাদে।
একে রামানন্দ, তায় ধূনার গন্ধ।
একের খাদ্য অপরের বিষ।
এখন জান্‌লে না, জান্‌বে পরে।
    গাঁতিজালে মর্‌বে ঘরে।
এখানেও ঘাসজল, সেখানেও ঘাসজল।
এখানে নয়, ওখানে ছয়।
এখানে বাড়ী, ওখানে বাড়ী ;
    বুড়োবুড়ীর ঠারাঠারি।
এগুলে রাম, পেছুলে রাবণ।
এগুলেও নির্বংশের ব্যাটা,
    পেছুলেও নির্বংশের ব্যাটা।
এঙ্‌ উধায়, বেঙ্‌ উধায়,
    খলসে বলে—আমিও উধাই।
এঙ্‌ যায়, বেঙ যায়, খলসে বলে আমিও যাই।
এঁচোড়ে পাকালে গোল্লায় যায়—
    Soon ripe, soon rotten.

এটা ধরি, না ওটা ধরি,
হাতের পাঁচ ছাড়তে নারি।
এঁটে ধর্‌লে চিঁ চিঁ করে,
ছেড়ে দিলে লম্ফ মারে।
এঁটে সেঁটে ধর,
তবে ঘোড়ায় চড়।
এঁটো পাতা ধোয়া জল স্বর্গে যায় না।
এঁটো কুঁড়ের পাত স্বর্গে যায় না।
এঁটো খাই মিঠের লোভে।
এড়-এড় ছাড়-ছাড় ভাব।
এড়ায় পর্বত, বেঁধে সরষে।
এঁড়ে আন্‌তে বেঁড়ে পালায়।
এড়েও দেয় না, বেড়েও মারে।
এঁড়ে গরু, না টেনে দো'।
এঁড়ে ডাক ডাকা।
এঁড়ে দিয়ে বেড়ে ধরা।
এঁড়ে লাগা।
এত করে করি ঘর,
তবু মিন্‌সে বাসে পর!
এত ক'রে পুষিলাম, না মানিল পোষ।
মানিলাম এ আমার কপালের দোষ॥
এত কথাও বউ কয়, ঢেঁকিশালে গলা লয়।
এত কলাই ভাতে, ছোট্‌ঠাকুরের পাতে।

এতকাল পরে ঘাস দিলাম,
এখন জাবর কেটে চলে গেল।
এত টাকাই যদি ঋণং
আর এক পয়সার ঘি কিনং।
এত ডাল দিয়েছি ভাতে,
তবু নেই বট্‌ঠাকুরের পাতে।
এতো মূলা বাড়ী নয়, এ যে বেগুণ বাড়ী।
এ যদি ছিল তোর মনে,
তবে সাগর বাঁধিলি কেনে?
এত যদি সুখ কপালে,
তবে কেন কাঁথা বগলে?
এদিন দিন নয়, আরো দিন আছে।
খড় দিয়ে যে চুল বাঁধে, তারও ভাতার আছে
এত রঙ্গ দেখিলাম আমি বলাইয়ের ঘরে এসে।
মেনী বেরাল তুলো পেঁজে কলা বনে বসে॥
এদিক নেই ওদিক আছে।
এঁদো পেটা খায়,
নেঁদো পেটার দোষে যায়।
এ ধর্ম তোমার ভায়া, ধর্মে নাহি সবে।
লোকশিক্ষা হ'য়েছে তো, শেষটা নরক হবে॥
এনে দাও কাছে সারি,
বাপের পুণ্যে নড়তে নারি।
এ বলে—আমায় দেখ্, ও বলে—আমায় দেখ্।

এবে বুড়া তবু কিছু গুঁড়া আছে তাতে।

এমন কথার মুখে ছাই,
আমি কি কারো মাথা তামাক খাই ?

এমন করলে শেষে,
রইতে দিল না দেশে।

এমন কুটুম কোথা বা পাই,
কাঁটাখান থুয়ে লেজখান খাই।

এমন ছাইও ভালমানুষে খায়,
পান্তাভাতে ঘি ভেসে যায়।

এমন ছেলের ছেলে, যার মা না খেলে খায় না।

এমন ঠাঁই বসবে, কেউ না বলে—উঠ।
এমন কথা বলবে, কেউ না বলে—ঝুট॥

এমন দেখি নি বাপের বাপে,
মেয়ে হয়ে বলদে চাপে !

এমন পদার্থ ছেড়ে
মালা জপে কোন্ ভেড়ের ভেড়ে।

এম্‌নি করেছে বিধি,—
ঘোল খাবেন রামকৃষ্ণ, কড়ি দেবেন নিধি।

এ মা, ও মাসী, তবে কেন উপবাসী।

এ যে গঙ্গায় আবার যমুনা এসে পড়্‌লেন।

এয়সা দিন নেহি রহেগা।

এয়োর না পড়্‌ল সিঁথায় পানি,
রাঁড়ীর হ'ল চাল-চাপানি।

এর কথা ওরে, ধরা পড়লে মরে।

এর চেয়ে সে ভাল।

এরণ্ডোহপি দ্রুমায়তে।

এর মুণ্ড ওর ঘাড়ে।

এ রোগের এ ভিন্ন আর ওষুধ নেই।

এ রোগের ওষুধ নেই।

এলো চুলে তেল দেয় না।

এল শ্রাদ্ধে শুঁতো দক্ষিণা।

এল শ্রাদ্ধের শুভা দক্ষিণা।

এসে যায় শিক্ষায় নীত, তারে বলি পুরোহিত।

এস, লক্ষ্মী ; যাও, বালাই।

ঐ

ঐশ্বর্যে কদাকার কুমারকান্ত হয়।

ঐ রোগে ঘোড়া মরে। Dandyism has been the death of many fops.

ও

ওক্ত বুঝে হাত মারা।

ওগো চাচি কিয়ত বা আছি।

ওঝা আন্‌লাম মাকে ভাল করতে,
ওঝা চায় মাকে বিয়ে করতে।

ওঝার ঘাড়ে বোঝা।

৫

ওঝার ব্যাটা বনগরু ।

ওঠ্‌ ছুঁড়ি তোর বিয়ে, ন্যাকড়ায় আগুন দিয়ে ।

ওঠ্‌সার কিস্তিতেই মাৎ ।

ওড় গাঁয়ের ডাঙ্গা ।

ওড়ন কাড়ে, বল সানে,
    তারে লয়ে ঘর কেনে ।

ওদের বউ নথ পরেছে, সাত সখীতে কয় ।
    নাকে কেমন রয়, না, ওরাই শুধু কয় ?

ও ভাই থম্‌ থম্‌,
    উলুবনে আছে যে, সেই বা কিসে কম ?

ওর বুঝি মামা নেই !

ও রসে বঞ্চিত গোবিন্দ দাস ।

ওরে আমার অক্রুর খুড়ো ।

ওরে তোরে যমরাজা ভুলে গিয়েছে ।
    চিত্রগুপ্ত পাঁজি পুথি উল্‌টে ধরেছে ॥

ওরে নোলা, ভাজ না খোলা ।
    এটা, নোলা পরের ঘর, ওরে নোলা সামাল কর্‌ ॥

ওরে পাগল খাবি নে ? না, হাত ধোব কোথা ?

ওল কচু মান, তিনই সমান ।

ওল খেয়ে গোলকায় ।

ওল ধরেছে নিজের গুণ ।

ওল বলে মানকচু ভায়া, তুমি নাকি লাগ । The saucepan calls the kettle black.

ওলো আমার কল্‌মিলতা !
    জল শুকোলে রইবি কোথা ?
ওলো গোদী, গোদের পানে চেয়ে কথা ক' !
ওলো রঙ্গী, তোর ঘর পুড়েছে, ।—পুড়ুক্ গিয়ে ঘর ।
    আমার তো রঙ্গ পুড়্‌বে নাকো, তাতে কিবা ডর ॥
ওষুধ ফেলে খলে কামড় ।
ওষ্ঠাগত প্রাণ ।
ওস্তাদের মার শেষ রাত্রে ।

ঔ

ঔষধার্থে সুরা পান,
    পান না বাড়ালেই থাকে মান ।

ক

'ক' অক্ষর গোমাংস ।
কইতে কইতে মুখ বাড়ে,
    খাইতে খাইতে পেট বাড়ে ।
কইতে জানলে খাটি না,
    বসতে জানলে উঠি না ।
কইতে জানলে ঠকে না,
    রইতে জানলে ওঠে না ।
কইবার কথা নয়, না কইলেও নয় ।
কইতেও পারি না, সইতেও পারি না ।

কই মাছের প্রাণ, অল্পেতে না যান।
কই মাছের শক্ত প্রাণ।

কঃ জপঃ কঃ তপঃ কঃ সমাধিবিধিঃ॥

কখনো খেও না, ওলে আর ঘোলে॥
কখনো ভুল না ঢেম্‌নার বোলে॥

কখনো নরম, কখনো গরম।

কখনো বা লাল গামছা, লোকে দেখে ফিরে।
কখনো বা ছেঁড়া গামছা, গণ্ডা দশ গিরে॥

'ক'-'খ'র সঙ্গে কোমরা-কোমরি।

কচি খুকী তুলায় শুয়ে তুলায় দুধ খান।
কচি পাঁঠা বৃদ্ধ মেষ, দধির অগ্র, ঘোলের শেষ।
কচুপোড়া খাওয়া।
কচু কাটতে কাট্‌তেই ডাকাত।
কচুবনের কালাচাঁদ।
কচুর নামেই গলা চুলকায়।
কচুর ব্যাটা ঘেঁচু, যদি বাড়তো মান।
কঞ্চিতে বংশলোচন জন্মায়।
কচ্ছপ জলে থেকেও ডাঙার ডিমের উপর নজর রাখে।
কচ্ছপের কামড়।
কড়ায় গণ্ডায় বোঝাপড়া।
কড়ার যোগ্যতা নেই।
কড়িকাঠ গোনা।

কড়ি কৃষ্ণ কড়িময়, কড়ি হলে সব হয়।

কড়ি কৃষ্ণ দুই ভাই, কড়ি হলে কৃষ্ণ পাই।

কড়িতে বুড়ার বিয়া
কড়ির লোভে মরে গিয়া।

কড়ি তোমার, ভোগ আমার।

কড়ি থাক্‌লে বেয়াইর বাপের শ্রাদ্ধ হয়;
না থাক্‌লে নিজের বাপের শ্রাদ্ধও হয় না।

কড়ি দিয়ে কানাগরু কেনা।

কড়ি দিয়ে কিন্‌ব দই, গয়লানী মোর কিসের সই?

কড়ি দিয়ে চিনি নারী,
নারী দিয়ে ঘর।

কড়ি দিয়ে বিয়ে কর্‌লাম, জুড়ে রইল ঘর।
আমার পুত, আমার ক্ষেত, আমিই হলাম পর॥

কড়ি দিয়ে হেঁটে নদী পার হওয়া।

কড়ি ধুয়ে কড়ির জলও দেয় না।

কড়ি ফট্‌কা চিঁড়ে দই, কড়ি বিনে বন্ধু কই!

কড়িতে বাঘের দুধ মেলে।

কড়ির মাথায় বুড়ার বিয়ে।

কড়ি লবে গুণে, পথ চলবে জেনে।

কড়ির জিনিস পড়িস না।

কড়ির লোভে কুড়েরও আঙ্গুল চোষে।

কণ্টকেনৈব কণ্টকম্। (1) One nail drives out another.
(2) Set a thief to catch a thief.

কণ্টক বিনা কমল নাই।

কণ্ঠশ্বাস উপস্থিত।

কণ্ঠাগত প্রাণ।

কণ্ঠায় তেঁতুল দিলে দই হয়।

কতই বা দেখ্‌ব আর
ছুঁচোর গলায় চন্দ্রহার।

কতক্ষণ জলের তিলক রহে ভালে।
কতক্ষণ রহে শিলা শূন্যেতে মারিলে॥

কত গণ্ডা এল গেল, বাকি রয়েছে ধনা।

কত জলে কত মসুর ভেজে।

কত দুঃখের নীলমণি, জানে তা দিদি রোহিণী।

কত ধানে কত চাল জান না ত।

কত ভাত কে দুধ দিয়ে খায়।

কত রঙ্গ দেখালি মাসী।

কত রবি জলে রে,
কেবা আঁখি মেলে রে।
ধীরে ধীরে কথা কহ বায়ু পাছে নড়ে রে॥

কত রম্ভা ভবিষ্যতি,
আরো কিবা আছে গতি।

কত শত গেল রথী
শেওড়াতলায় চক্কোত্তী।

কত সাধ যায়রে চিতে,
বেগুন গাছে আঁকশি দিতে।

কত সাধ যায়রে চিত্তে,
মলের আগে চুট্‌কি দিতে।
কত সাধ হয় রে চিত্তে,
ফোগ্‌লা দাঁতে মিশি দিতে।
কত সাধের নীলমণি, তা জানে সেই নন্দরাণী।
কথা কয় যেন মা গোঁসাই,
পদ পুরাণ কিছু নাই।
কথাটা কইলে ব্যথাটা সরে,
বিনয়েতে কি না করে।
কথা টলা চেয়ে পা টলা ভাল।
কথাতে হাতী পায়, কথাতে হাতীর পায়।
কথা বেচে খাওয়া।
কথা ভেসে যাওয়া।
কথায় কারো ঘটে না অভাব।
কথায় কথা বাড়ে, জলে বাড়ে ধান।
বাপের বাড়ী থাকলে মেয়ের বাড়ে অপমান
কথায় কথা বাড়ে, ভোজনে বাড়ে পেট।
কথায় কথা বাড়ে, মথনে বাড়ে ঘি।
বাপে পুত বাড়ায় মায়ে বাড়ায় ঝি॥
কথায় গুছি দেওয়া।
কথায় চিঁড়ে ভেজে না।
কথায় মোড়ল চিনি, দাতা চিনি দানে।
গোঁয়ার চিনিতে পারি কর্কশ বচনে॥

কথায় পেট ভরে না।

কথায় ঠাকুর তুষ্ট।

কথায় শুধু হাতে চাঁদ।

কথার কথা, কাজের নয়।

কথার গুণে বার্তা নষ্ট।

কথার চোটে খাদের কেঁচো মোড় দিয়ে ওঠে।

কুথার চোটে গা পুড়ে ওঠে।

কথার জাহাজ।

কথার তুবড়ি।

কথার ধোকড়।

কথার নাম মধুবাণী, যদি কথা কইতে জানি।

কথার নেই মাথা, ব্যাঙে চিঁড়ে দই।

কথার পেঁচাপেঁচি, কাজের আঁচাআঁচি।

কথার মারপেঁচ।

কথার হাত-পা বাহির করা।

কথা শুধু কথা, টাকায় চিনে মাথা।

কথা শুনে কান জুড়ায়।

কথা শুনে হরিভক্তি উড়ে যায়।

কথা শুনে পেটের ভাত চাল হয়ে যায়।

কদমে পুণ্ডরীকাক্ষ।

কদম গাছের কানাই।

কনের আশা, হবে বিয়ে ;
  তিথির লাগি থাক্‌গে শুয়ে।

কনের মা কনে বাখনায়—আমার মেয়েটি ভাল।
　　ধান-সিজানো হাঁড়ির চেয়ে একটু কিছু কালো॥
কনের মা কাঁদে, আর টাকার পুঁটলি বাঁধে!
কন্যে মাছি, যেখানে থাক সেখানেই আছি।
কপট প্রেমে লুকোচুরি, মুখে মধু হৃদে ছুরি।
কপালং কপালং কপালং মূলং
　　কপালমূলং খলু সর্বত্থঃখং।
কপাল গুণে গোপাল ঠাকুর।
কপাল গুণে গোপাল মেলে।
কপাল ছাড়া পথ নেই।
কপাল ঠুকে কাজে নামা।
কপাল ফিরে যাওয়া।
কপাল ভাঙলে জোড়া লাগে না।
কপাল সঙ্গে যায়।
কপালিয়ার কপাল,
　　যত বাজে শৈল আর গজাল।
কপালে আছে বাঁদী, সুখের লাগি কাঁদি।
কপালে আছে বিয়ে, কাঁদলে হবে কি।
কপালে ছিটেফোঁটা তুম্বঝুলি হাতে।
কপালে দীর্ঘ ফোঁটা, দর্শনী চৌদ্দ টাকা।
কপালে নেইক ঘি, ঠক্ঠকালে হবে কি।
কপাল পুরুষ।
কপালে বিয়ে নেই সুতো হাতে সার।

কপালে যার মৃত্যুলেখা,
তার ঘরে বাঘ দেয় দেখা।
কপালের এমনি ফের—
যাব বিয়ে করতে, তা নয়, কাটি শঙ্কর ঘোষের খেড়
কপালের দোষে ভাত না মিলে,
ভিটার দোষে রাত পোহাইলে।
কপালের লিখন না হয় খণ্ডন।
কফিন্‌চোরের ব্যাটা ম্যাকামারা।
কবিতা-বনিতা-লতা,—
নিরাশ্রয়ে শোভা কোথা।
কম্বলের লোম বাছ্‌লে থাকে কি।
কমলিনী মলিনী দিবসাত্যয়ে—
কম্‌লি নেহি ছোড়্‌তা হ্যায়।
কমলেও কাঁটা আছে।
কম্প দিয়ে যেন জ্বর এল।
কয়লা ধুলেও ময়লা যায় না।
কয়লা না ছাড়ে ময়লা।
কয় শুভঙ্কর মজুদ গোন।
কয়েদির আবার বালাখানা।
কর গোবিন্দ বাপের শ্রাদ্ধ, আরো বামুন আছে।
করতলগত আমলকবৎ।
করতে এসেছেন কোলাকুলি।
কাজ নেই আর খোলাখুলি।

ক'র্‌তে লজ্জা নেই, বল্‌তে লজ্জা পাই।

করব কি গুরুর পদসেবা ?
পদ দেখে বলি,—আর না বাবা !

কর যদি তাড়াতাড়ি,
ভুলের হবে বাড়াবাড়ি।

করলে যতন, মেলে রতন।

করিস্‌ না আর মিছে জাঁক ;
যেমন মানুষ তেমনি থাক।

করে হাট, ঘরে গিয়ে নাট।

করিনি তো ডর কেন !

কর্জ করে খাওয়া, আর ভাঁটায় নাও বাওয়া।

কর্জ করে যেই, কষ্ট পায় সেই। Who borrows, suffers sorrows.

কর্জ নাই যার কষ্ট নাই তার—One who is out of debt, is out of danger.

কর্তব্যো নাতিসঞ্চয়ঃ।

কর্তব্যো মহদাশ্রয়ঃ।

কর্তাই ঘরের চাকর।

কর্তা পান না, তাই খান না।

কর্তা যা ঘি খান, তা এক আঁচড়ের মালুম।

কর্তার ইচ্ছায় কর্ম, উলুবনে নাট। The master's will is all in all.

কর্তার ইচ্ছায় কর্ম, নাড়াবনে কীর্তন। Who pays the piper has the right io call for the tune.

কর্তারও সময় সময় অন্ধ ও বধির হতে হয়।

কর্তার পাতে মাছের মুড়া।

কর্ম পড়্‌লে যবনও বাপের ঠাকুর হয়ে ওঠে।

কর্ম-কুড়ে ভোজনে দেড়ে।
বাক্যে মারে পুড়ে পুড়ে ॥
কর্মের গতিকে ঝোল বৃদ্ধি।
কর্মের মধ্যে দুই, খাই আর শুই।
কল্‌কাতার ছিষ্টি, গুড়ে নেই মিষ্টি।
তেঁতুলে নেই টক্, কল্‌কাতার ঢপ।
কলম বাজি।
কলমে কায়স্থ চিনি, গোঁফে রাজপুত।
বৈদ্য চিন্‌তে পারি, যার ওষুধ মজবুত ॥
কলমের মার প্যাঁচ।
কলসীর জল গড়াতে গড়াতে আর কত থাকে।
কলসের জল সম্বন্ধে সন্দেহ থাক্‌লে 'বড়ঘট' লেখ।
কলা খেলে যত বান্দর,
রাজ্য পেল রামচন্দর।
কলাগাছের সঙ্গে বিয়ে।
কলা দিয়ে পোলা-ভোলানো।
কলা দেখানো।
কলাপত কাঠের আঁটি,—
এই নিয়ে বৈদ্যবাটি।
কলাবউয়ের মত নাক-ঘোম্‌টা দেওয়া।
কলায় দলা, হলুদে ছাই,
বউরে সেবিলে পুতেরে পাই।
কলার ভেলায় সাগর পার।

কলা রোপে নিজের জন্য,
তাল রোপে নাতি-পুতির জন্য।

কালকালের ব্রাহ্মণ যেচে লয় দান।
আপনি তো মজে আর মজায় যজমান।

কলিকালের পোলাপান
বাপেরে কয় তামুক্ আন্।

কলিকালের মেয়ে।

কলির কথা কই গো দিদি, কলির কথা কই।
গিন্নীর পাতে টক আমানি, বউয়ের পাতে দই॥

কলির বামন ধোড়া সাপ,
যে না মারে তার বাপ।

কলিকালের মুন্সী মোল্লা, নামে হবে দড়।
না মান্‌বে কোরাণ কেতাব, হুজ্জৎ কর্‌বে বড়॥

কলির বউ ঘরভাঙানী।

কলির ভুষণ্ডী।

কলুর ছেলে, গয়লার গাই,—
গেরস্থের পুষ্‌তে নাই।

কলুর ছেলে গায় ভাল ঘানি গাছে শুয়ে।

কষ্টে পায় না।

কল্পতরু ত্যজি, হীন জনে ভজি
সেওড়া-তলে সাধ মান।

কল্পান্তস্থায়িনো গুণাঃ।

কল্লার ঘর বল্লায় ভাঙে।

কল্লায় ঘাড় বল্লায় কামড়ায়।

কল্লার শাস্তি সল্লায় দেয়।

কল্লে যত্ন মিলে রত্ন।

কষ্ট দিয়ে দান, আর পিত্তি মেরে খাওয়ান,
করা না করা সমান।

কষ্ট না করলে কেষ্ট মেলে না। No pains, no gains.
No sweat, no sweet. No cross, no crowns.

কষ্ট বই ইষ্ট নেই।

কষ্ট বিনা ইষ্ট মেলে না।

কষ্‌তে কষ্‌তে বাঁধন ছেঁড়ে।

কসাইয়ের কুকুর নাড়ীভুঁড়িতেই তুষ্ট।

কংস মামার আদর।

কাক ও কোকিল একই বর্ণ,
কিন্তু স্বরে ভিন্ন ভিন্ন।

কাকঃ কাকঃ পিকঃ পিকঃ।

কাক মনে করে, আমি বড় সেয়ানা।

কাক মরল ঝড়ে,
প্যাঁচা বলে, আমার শাপ লাগল হাড়ে হাড়ে।

কাক সকলের মাংস খায়,
কাকের মাংস কেউ খায় না।

কা কস্য পরিবেদনা।

কাঁকালে হাত দিয়ে দাঁড়িয়ে কে ? কাল মঙ্গলবার করবে যে।
ওতো বরং দাঁড়িয়ে আছে, আমার শুনে কাঁকাল
ভেঙে গেছে ॥

কাকী বকী ভস্ম নয়।
কাকে এল শেখাতে, কাঁচকলা দিয়ে কান বেঁধাতে।
কাঁকে কলসী চরক-পাক, গিন্নি হবার বড় সাধ।
কাকে খায় কাঁঠাল, বকের মুখে আটা।
কাকে নিয়ে গেল কান,
কাকের পিছে ধাবমান।
কাকেরও ডিম সাদা হয়,
বিদ্বানেরও ছেলে গাধা হয়।
কাকের ওপর কামানের চোট।
কাকের ছা, বকের ছা।
কাকের পিছে ফিঙে লাগা।
কাকের ভাত রাখা।
কাকের মাংস কাকে খায় না, জোঁকের গায়ে জোঁক বসে না।
কাকের মুখে কৃষ্ণ কথা।
কাকের মুখে সিঁদুরে আম।
কাকের বাসায় কোকিলের ছা,
জাত-স্বভাবে কাড়ে রা।
কাকের সঙ্গে গিয়ে হাতীও পাঁকে পড়ে।
কাগা-বগা ভাবে খাওয়া বা কাজ করা।
কাঙালকে শাকের ক্ষেত দেখানো।

কাঙাল গরীব গায়ে লাগে না,
ভাঙা খড়ম পায়ে লাগে না।
কাঙাল দেখে করো না হীন,
কাঙাল হতে হবে একদিন।
কাঙাল বলে—ধন পাই,
ধন বলে আশমানে ধাই।
কাঙ্‌লা আপনি সাম্‌লা।
কাঙালী মেরে কাছারি গরম।
কাঙালের কথা ভাল হলেও তিতা।
কাঙালে কর না দয়া,
কাঙাল জানে আঠারো মায়া।
কাঙালের কথা বাসী হলে কাজে লাগে।
কাঙালের কড়ি হলে কুকুর কিনে।
কাঙালের ঘোড়া রোগ। Beggars must not be ambitious.
কাঙালের ছেলের রাঙাই নাম।
কাঙালের ঠাকুর-ব্যাধি।
কাঙালের দুনো ব্যয়,
পান্তা ভাতে লবণ ক্ষয়।
কাঙালের পোলার ঘোড়ারোগ।
কাঙালের বড় ঝাল,
সাধুর নেই জঞ্জাল।
কাঙালের মরণ বিটকেল।
কাঙালের মুড়কিই সন্দেশ।

কাঙালের রাঙই সোনা,
মাচা বেঁধে শোয় বালাখানা।
কাঙালের শশাও ধন।
কাচঃ কাচো মণির্মণিঃ।
কাচ আর মন এই দুই সম প্রায়।
· একবার ভাঙে যদি জোড়া লাগা দায়॥
কাচপোকার আরশুলা ধরা।
কাচপোকার তেলাপোকা ধরা।
কাঁচা কড়ি বা কাঁচা পয়সা।
কাঁচা খাই ডাঁসা খাই, আর খাই পাকা।
কাঁচা খাই, ডাঁসা খাই, পাকার তো কথা নাই।
কাঁচাখেকো দেবতা।
কাঁচা গাঁথুনি, দুনো খাটুনি।
কাঁচা তেঁতুল যেমন তেমন, পুরানো তেঁতুল বিকারে।
কাঁচা বাঁশে ঘুণ ধরা।
কাঁচা মাটীতে পা দেওয়া।
কাঁচা শরায় পা দিয়ে বেড়ানো।
কাচে কাঞ্চনে সমান দর।
কা চিন্তা মরণে রণে।
কাঁচায় না নোয়ালে বাঁশ,
পাক্‌লে করে টাঁস্‌-টাঁস্‌। Strike the iron while it is
· hot. 2 Bend the tree when it is young.
কাছা আল্‌গা।

কাছা-খোলা।

কাছা ঢিলে।

কাছা খুলতে দেরি হয়,

কপাল খুলতে দেরি নয়।

কাছা ছাড়্লেই বৈষ্ণব হয় না।

কাছা দিতে কোঁচা আঁটে না, কোঁচা দিতে কাছা আঁটে না।

কাছা-ধরা।

কাছারিই বা কই, কান মলেই বা কই।

কাছিমে ডিম পাড়ে, গোসাপে খায়।

কাছিমের প্রাণ।

কাছিমের শুঁড়।

কাছে থাকে যতক্ষণ, আমার আমার ততক্ষণ।

পথে গেলে পোড়ে মন, বাড়ী গেলে ঢন্ ঢন্॥

কাছে ভাল বল যারে, পাছে মন্দ বল তারে।

কাজ আটকালে বুদ্ধি জোগায়। Necessity is the mother of invention.

কাজও নেই, কামাইও নেই। No work, no leisure. An idle man is often most busy.

কাজ কর যত পার,

ভাত খাও তো আমারে মার।

কাজ কর্মে আমি নেই, ঠাকুরঝি।

চেপে চেপে ভাত বেড়ো, আমায় বলিস পোয়াতী॥

কাজ করবে গোপনে, অন্যে যেন না শোনে।

যদি না পার একা, দুয়ে মিলে কর তা।
দুয়ের বেশি যদি হয়, সে কাজ আর গোপন নয়॥
কাজ নাই, কর্ম নাই, মুখ ভরা গোঁপ।
হরিনামের খোঁজ নাই ফটিক মালা ধোপ॥
কাজ না থাক্‌লে ডালে চালে মিশিয়ে বাছ।
কাজ নেই কাজ করে, ধানে চালে এক করে।
কাজ নেই প্রসাদ পেয়ে, গতর গেল পাথর ধুয়ে।
কাজ পড়্‌লে নেড়েও বাপের ঠাকুর।
কাজ সেরে বসি, শত্রু মেরে হাসি।
কাজীর কাছে হিন্দুঁর পরব।
কাজীর গাই,
কোরানে আছে, কেতাবে নাই।
কাজীর বিচার।
কাজী সাহেব ধরেছেন হাত, জাত কোন্ ছার!
কাজে এড়ে, ভোজনে দেড়ে।
কাজে কম খেতে যম।
কাজে কম, ভোজনে ভারি, বাস তার ঠাকুর-বাড়ী।
কাজে কুড়ে, ভোজনে দেড়ে,
বচন মারে তেড়ে ফুঁড়ে। বাক্যে মারে পুড়ে পুড়ে।
কাজের কাজী।
কাজের গুরু কামাই।
কাজের নাম নেই, বউ কিলানোর যম।
কাজের নামে নাই কাজী, অকাজেই সবাই রাজী।

কাজের বেলায় কাজী, কাজ ফুরুলে পাজী—When up the tree, the ladder is kicked down. When danger over, God is forgotten.

কাজের বেলা গলায় মালা,
কাজ ফুরালে পালা পালা।

কাজের বেলা ভাগে,
খাবার বেলা আগে।

কাজের বেলায় পায় না খুঁজে, খাবার বেলায় আগে।

কাজের মধ্যে চাষ,
রোগের মধ্যে কাস।

কাজের মধ্যে দুই,
খাই আর শুই।

কাঞ্চন দিয়া কাচ কেনা—To pay too dear for a thing of no value.

কাঠ খোট্টার কথা কড়া।

কাটকুটা আনে চুলার মুখ, শাশুড়ী আনে বউয়ের মুখ।

কাটলেও রক্ত নেই, কুটলেও মাংস নেই।

কাটা কইয়ের মত ছট্‌ফট্ করা।

কাটা কান চুল দিয়ে ঢাকা।

কাটা ঘায়ে নুনের ছিটে। To add insult to injury.

কাঁটা গাছের তলায় বাস।

কাঁটা দিয়ে কাঁটা তোলা। Set a thief to catch a thief (See কণ্টকেনৈব কণ্টকম্)

কাঁটা বিনা কমল নেই, কলঙ্ক বিনা চাঁদ নেই।

কাটি পাঁশ পেড়ে, ভুঁয়ে রক্ত না পড়ে।

কাঠ কাটুনে, লোহাপিটুনে, আছে বিষম জাত্।
তাদের সঙ্গে পিরীত কর্‌লে ঘর পোড়ে রাতারাত॥

কাঠকুড়ানির মেয়ে রাজা আন্‌ল ঘরে।
খাটপালঙ্ক দেখে দেখে হেসে হেসে মরে॥

কাঠগড়ার আসামীর মত।

কাঠবিড়ালের বাগান ভাগ।

কাঠবিড়ালের সাগর-বাঁধা।

কাঠবিড়ালের যুক্তি।

কাঁঠালটি আমায় দাও,
বীচি গুণে কড়ি নাও।

কাঁঠালের আমসত্ব।

কাঠের পোকা কাঠেই চরে।

কাঠের বিড়াল হোক না,
ইঁদুর মার্‌লেই হল।

কাঠের ভিতর পিঁপ্‌ড়ে বলে—চিনি নইলে খাবুনি।
চিন্তামণি চিন্তা করে যোগান তারে আপুনি॥

কাঁড়ান চালে তিন ঘা পাড়।

কাঁথখান, কাঁথখান, বট্‌ঠাকুর কি পাঁকাল মাছখান?
খান খান খান, খান পাঁচ ছয় খান,
এখন একটু তেল পেলে নাইতে যান॥

কাঁথা মুড়ি দিয়ে ঘি-ভাত খাওয়া।

কাঁদি কাঁদি মন করেছে, কেঁদে না আত্মি মিটেছে।
রাজাদের হাতী মরেছে, একবার তার গলা ধরে কেঁদে আসি।
কাঁধে কুড়ুল বনময় খোঁজা।
কান আট্কালেই বুদ্ধি আসে।
কান কাঁদেন সোনা রে,
সোনা কাঁদেন কান রে।
কানকথা শোনা।
কান ঝালাপালা করা।
কান টান্‌লে মাথা আসে।
কান পাতা ভার।
কান পাত্‌লা।
কান ভাঙানি দেওয়া।
কান ভারি করা।
কানা কুঁজো খোঁড়া,
তিন অসৎ-এর গোড়া।
কানা কড়ায় লাউ হারায়।
কানাছেলের নাম পদ্মলোচন।
কানা গরু বামনকে দান।
কানা পুতের নানা রোগ।
কানা পুতের নাম পদ্মলোচন।
কানা মেঘের বৃষ্টি,
সর্বত্র নহে
কানার

কানকাটা কই তালগাছ বায়,
কালামুখ নিয়ে দরবারে যায়।
কান ঘুরিয়ে নাক-দেখানো।
কানে আঙুল দেওয়া।
কানে না তোলা।
কান যায় কথায়,
মন যায় তথায়।
কান-পাতলা, ভিতর বুঁদে, দীঘল-ঘোমটা নারী।
পানা-পুকুরের শীতল জল, বড় মন্দকারী॥
কানা কড়ির কেনা সেলাম।
কানা কবার নড়ি হারায়!
কানা কলসীর জল।
কানা, কালা, কুঁজো, খোঁড়া, গোদের অন্ত নাই।
তিন শো বিরাশী বুদ্ধি, যার এক চোখ নাই॥
কানা কুকুর মাড়েই তুষ্ট।
কানা, খোঁড়া, কুঁজো,
তিন চলে না উজো।
কানা, খোঁড়া, একগুণ বাড়া।
কানা গরুর ভিন্ন গোঠ।
কানা ঘোড়া বলে কিছু কম খায় না।
কানা চোখে কুটো পড়ে,
খোঁড়ার পা খানায় পড়ে।
কানা চোখে ঘুমও যা, চেতনও তা।

কানা দেখতে পায় না,
কাঙাল দেখতে চায় না।
কানা বক শুকনো গেড়ে,
খায় না খায়, আছে পড়ে।
কানা, মনে মনেই জানা।
কানামাছি।
কানায়ে ভাগ্নে।
কানার হাতে লাঠি।
কানি মুড়ি দিয়ে চিনি খাওয়া।
কানু ছাড়া কীর্তন নেই।
কানু ছাড়া গীত নেই।
কানে কচু চোখে তেল, তার বাড়ি না বৈদ্য গেল।
কানে কলম গুঁজে দুনিয়া খোঁজা।
কানে কলম গুঁজে হলেন মুন্সী।
কানে তেল দিয়ে ঘুমানো।
কানে দিয়েছি তুলো, পিঠে বেঁধেছি কুলো।
কানে মন্ত্র দেওয়া।
কানের গুরু, নাকের কে!
কানের জল জল দিলেই বেরোয়।
কানের পোকা বাহির করা।
কানের সোনা কান কাটে।
কানে শুনে কালা হত, চোখে দেখে কানা হত।
কানে হাত না দিয়েই বলে—কান নিয়ে গেল চিলে।

কাপড় দিয়ে আগুন ঢাকা।

কাপড় নেই, আবার কাছা।

কাপড় হলে পচা, আঙুল হয় খোঁচা।

কাপড়ের দাগ যায় ধুলে,
 মনের দাগ যায় মলে।

কাবলী দাওয়াই।

কাম্‌লা, আপনি সাম্‌লা।

কামাখ্যার মেয়ে।

কামাতে না পারে নাপিত, ধামাভরা ক্ষুর।
 কামাতে কামাতে যায় রঘুনাথপুর ॥

কামানো মাথায় ক্ষুর বুলানো।

কামার, কুমার, দরজী,
 তিন ব্যাটার এক মরজি।

কামার বুড়া হলে লোহা শক্ত হয়।

কামার বুড়ীর বিড়াল, ঠক্‌ঠকিতে ভয় নাই।

কামার গড়বে যা, মনে মনে জানে তা।

কামারকে ছুঁচ বেচা।

কামারেরও দোষ আছে, অঙ্গারেরও দোষ আছে।

কামারের কাছে লোহা চুরি।

কামারের কাছে লোহা জব্দ।

কামারের কুমোর বৃত্তি।

কামারের কাজ কুমোরের সাজে না—Different trades have different duties.

কামারের দা, কামার খারাপ বলে না।

কামিখ্যের মেয়ে ভেল্কিতে ভুলিয়েছে।

কামের বড় ভক্ত, পয়সার বেলা শক্ত।

কায়েতের ঘরের বেড়ালটাও আড়াই অক্ষর পড়ে।

কায়েতের ঘরের ঢেঁকি।

কায়েতের ছেলের কলমের আগায় ভাত।

কায়েতের ছোট, বেদের বড়।

কায়েতের বুড়া হীরার ধার,
নাপিতের বুড়া ছারের ছার।

কায়েতের বুদ্ধি আঁতে,
বাঁদরের বুদ্ধি দাঁতে।

কায়েতের বুদ্ধি, ঘণ্টার বাড়ি।

কায়েতের মড়া কাকেও ঠোকরায় না।

কায়েতের মূর্খ কলুর বলদ।

কায়ারূপে কারাবাসে,
কালে কালে আয়ু নাশে।

কার আগুনে কে বা মরে, আমি জাতে কলু,
মা আমার পুণ্যবতী,—বল্‌ছে দে উলু॥

কার আঙিনায় কে-বা নাচে।

কার কপালে কে-বা খায়।

কার বা গোয়াল, কে-বা দেয় ধোঁয়া।

কার ঘরের সোনা, কার ঘরে গড়াগড়ি যায়।

কার বাপের সাধ্য।

কার বা মাথাব্যথা, আর কেই বা দেয় ওষুধ।

কার ঘাড়ে দুটো মাথা।

কারণ বই কার্য নেই। No cause, no effect.

কারবারি লোক না হ'লে কারবারের কথা বোঝে না।

কার দুঃখ কে বা বোঝে,
যার যার সে পেটে গোঁজে।

কার মনে কি আছে, কে জানে!

কার মাথাব্যথা পড়েছে।

কার শ্রাদ্ধ কে বা করে, What is everybody's business
খোলা কেটে বামুন মরে। is nobody's business.

কার সাধ্য কেবা মারে, খোদা থাকে রাজি যারে।

কার সোনা কেবা পরে।

কার হাঁড়িতে আছে কি, সে খবরে কাজ কি!

কারো ঘর পোড়ে, কেউ বা আগুন পোহায়!

কারে এলি কি শেখাতে,
কাঁচ কলা দিয়ে কান বেঁধাতে!

কারে পড়ে সাধু সাজা।

কারো জন্য কিছু ঠেকা থাকে না।

কারো ধোপে ধোপে বারো; কারো রয়ে বসে তের।

কারো পাতাচাপা কপাল, কারো পাথরচাপা কপাল।

কারো পৌষ মাস, কারো সর্বনাশ।

কারো ভাগ্যে লক্ষ্মী, কারো ভাগ্যে পেত্নী।

কারো শাকে বালি, কারো দুধে চিনি।

কার্যং বা সাধয়েৎ, শরীরং বা পাতয়েৎ।

কার্যকালে বিপরীত বুদ্ধি।

কার্যের সাক্ষী করণ

পুণ্যের সাক্ষী মরণ।

কাল কাজলের মাটী, তার লাগি ছমাস হাঁটি।

সুন্দর ধুতুরার ফুল, তার নাই এক কড়া মুল।

কাল কাপড় মাথায় চুল,

বাড়ী কোথায়, না, ভাটাকুল।

কাল কাপড়, রুক্ষ মাথা,

লক্ষ্মী বলেন, থাকবো কোথা!

কাল কল্লি রে দিদি, অম্বলে দিলি আদা!

কাল কাল বর্ষাকাল, সাপে চাটে বাঘের গাল।

কাল ছিলাম বসে স্বর্ণ পিঁড়ে,

আজ বসে আস্তাকুঁড়ে।

কাল নয়নে কেলে সোনা,

ইচ্ছে করে কত জনা।

কালনেমির লঙ্কা ভাগ।

কাল বল্‌ব ধার কাল।

কালবৈশাখী।

কালরাত্রি।

কাল কোথা রাম রাজা হবে,

না আজ রামের বনবাস!

কাল যায় না জল যায়।

কালস্য কুটিলা গতিঃ। Time moves in a mysterious
away.

কাল হলেই কয়লার খনির লোক হয় না।

কাল হাঁড়ি, কেয়াপাত,
তবে দেখ্‌বি জগন্নাথ।

কালাচাঁদ।

কালাপাহাড়।

কালা পুরুত, তোৎলা যজমান।

কালা বলে—গায় ভাল, কানা বলে—নাচে ভাল।

কালা বলে—হাত-পা নাড়ে, ঢাকী তো বাজায় না।

কালার কানে শোলার বুজো,
কালা বলে—মোর লক্ষ্মী পুজো।

কালা শুনে কাড়ার বাদ্যি,
বলে আমার বিয়ের আদ্যি।

কালি কলম পাত,
যেমন-তেমন হাত।

কালি, কলম, মন,
লেখে তিন জন।

কালি নেই, কলম নেই, বলে আমি মুন্সী।

কালিদাস আর কি!—
যে ডালে বসে, সে-ডাল কাটে!

কালির অক্ষর নেইক পেটে,
চণ্ডী পড়েন কালীঘাটে।

কালীঘাটের কাঙালী,
কালীঘাটের চণ্ডী পাঠ।
কালে জন্মায়, তুলে বেচে,
তার বাড়া কি ফসল আছে!
কালে কালে কতই হল,
পুলিপিঠার লেজ বেরুল।
কালে কালে কত হবে,
জলে শিলা ভেসে যাবে।
কালে কত দেখ্‌ব আর,
ছুঁচোর গলায় চন্দ্রহার।
বিড়ালের কপালে টীকে,
বাঁদর বেড়ায় হলুদ মেখে॥
কালে কালে কতই হবে,
কিছুই এমন নাহি রবে।
কালে কালে কোলা ব্যাঙ্‌ সাপ ধরে খায়।
কালে কালে বাঁদী বেটী মাথায় চড়ে যায়।
কালে কালে গুড়েরও তার গেল।
কালে ধর্‌লে হাত নেই।
কালে বাণও পণ্ডিত হল।
কালের আবার কলিকাল।
কালের ধর্ম।
কালো জগতের আলো।
কালোয় কালোয় ধলো হয় না।

কালোর উপর বড় নেই।

কাশীতে ভূমিকম্প।

কাশীধামে কাক মরেছে, কুমিল্লাতে হাহাকার।

কাশীর কোশল।

কাশী না ফাঁসী!

কাশীবাস খুড়োর উচ্ছিষ্ট।

কাষ্ঠহাসি।

কাস্তে ভেঙে করতাল গড়ায়।

কাহারও চৈত্রমাস, কাহারও সর্বনাশ।

কি অপূর্ব সৃষ্টি, মা তেতো ছা মিষ্টি।

কি কথা বল্‌লে হায়, শুনে হাসি পায়।
লেজকাটা কুকুর হয়ে বাঘ হতে চায়॥

কি করবে কীর্তনীয়া, লয়েছে বেতন।
কর্তার ইচ্ছায় কর্ম, তাই উলুবনে কেত্তন॥

কি করবে ঝালে তেলে,
কি না হয় দমকা জ্বালে!

কি কর্‌বে ভাল গরু, কি করবে সারে!
দেবতা না দিলে চাষা কি করতে পারে॥

কি করলাম, ভাই রে, রামায়ণ গেয়ে,
বার আনা কামালাম তিন টাকা খেয়ে।

কি গুণ জানে কালার বাঁশী।

কি খেতে কি নেই,
ব্যন্নন খেতে ঝাল নেই।

কি ছাই বেড়ালে খেয়েছে।

কিছু আপন, কিছু পর,
তার সঙ্গে বসত কর।

কিছু কিছু পেটো, কিছু কানে খাটো।

কি জানি লেখাজোখা,
এক এক পোঁছ এক এক টাকা।

কি জ্যেষ্ঠ, কি কনিষ্ঠ,
যেই বুঝে সেই শ্রেষ্ঠ।

কিঞ্চিৎ লিখনং বিবাহেরি কারণং।

কি দিব কি দিব খোঁটা, গয়াতে মরেছে বাপব্যাটা।

কি দিব কি দিব ছুতা, ভাশুরে মেরেছে গালে গুঁতা।

কিন্‌তে পাগল, বেচ্‌তে ছাগল।—Necessity never makes a bargain.

কি না পায়, মুগডাল খায়।

কিনি তো হাতী, লুটি তো ভাণ্ডার।

কি বল্‌ব ভাশুর ঘরে, নইলে তোর ছেলে মোর ছেলে মারে!

কি-বা আল্লার কুদ্‌রতি, পথে যেতে পেলাম রুটি।

কিবা ছেলের মুখে হাঁই, তবু হলুদ মাখেন নাই।

কি-বা দেশের গুণ,
একই গাছে পান-সুপারী, একই গাছে চূণ।

কিবা বাবুর আশা, শিয়রে ঘুঘুর বাসা।

কিবা বিয়ার বিয়া, সাতটা জ্বেলেছে দীয়া।

কিবা মেয়ের ছিরি, বাঁশবনের পরী।

কি-বা মেঘের মেয়ে, রূপ পড়ে বেয়ে।

কিবা রঙ্গের একাদশী, তাতে আবার মুগের রাশি।

কিবা রোগ, তার আবার ধনে-পল্‌তা !

কিমার্দ্রকবণিজোর্বহিত্রচিন্তয়া।

কিমাশ্চর্যমতঃপরম্।

কিম্ভূতকিমাকার।

কি রে আমার সোহাগী।

কি যাতনা বিষে, বুঝিবে সে কিসে,
  কভু আশীবিষে দংশেনি যারে।

কিল আর তেল, পড়্‌লেই গেল।

কিল খায়, গুতা খায়, গালে খায় ঠোনা।
  ঘরে কোণে বসে খায়, তবুও বাসনা॥

কিল খেয়ে কিল চুরি।

কিল খেয়ে গেলাম আমি দাদার ঘর,
  দাদা কিলায় বেলা আড়াই প্রহর।

কিল-দগ্‌ড়ী ওঠ্‌ ওঠ্‌, জামাই এল কিল কোট্।

কিলিয়ে কাঁঠাল পাকানো।

কিলের চোটে বিলের মাছ ওঠে।

কিলের ডরে বাঁদর নাচে।

কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ড।

কিসে আর কিসে, তামায় আর সীসে।

কিসে সেই কি, পান্তা ভাতে ঘি।

কিসের মাসী, কিসের পিসী, কিল ছাড়া কি ভাতে বসি !

কিসের মাসী, কিসের পিসী, কিসের বৃন্দাবন।
মরা গাছে ফুল ফুটেছে, মা বড় ধন॥
আজ জানি বুঝিলাম মা বড় ধন॥

কিস্তিমাৎ।

কি হবে আর লোকের শাপে,
পুড়ে মরবে নিজের পাপে।

কিংখাপ কেটে ছুরির ধার পরখ।

কীচক বধ করা।

কীর্তনীয়ার গুঁড়া, কবিরাজের বুড়া।

কীর্ত্তির্যস্য স জীবতি।

কুকাটনী খড়ি খাবার যম।

কুকথা বাতাসের আগে ধায়।

কুকাষ্ঠ যদিও থাকে চন্দনের বনে।
কখনো সুগন্ধি হয় চন্দনের গুণে॥

কুকুর কাঁধে করে শিকার করা।

কুকুরকে চায় তেল চাটাতে, কুকুর ধায় কাঁটাকুটাতে।

কুকুরকে দিলেও পিঠে পায়েস, ছাড়ে না তবু ময়লার আয়েশ।
কুকুরকে পীঁড়েয় বসালেও ময়লা খায়।

কুকুরকে নাই দিলে মাথায় চড়ে।
কুকুরকে নাই দিলে পাতে বসে খায়।

কুকুর মারে তো হাঁড়ি ফেলে না।

কুকুর যখন ডাকে তখন কামড়ায় না।

কুকুর রাজা হলেও জুতা খায়।

কুকুর খাবে যজ্ঞের ঘি !

কুকুরে পীরিত।

কুকুরে ঘি-ভাত দিলে বমি করে মরে।
গাবুরে পিঁড়া দিলে চিৎ হয়ে পড়ে॥

কুকুরে মানুষ কামড়ায়, মানুষে আর কোন্ কুকুর কামড়ায়।

কুকুরের কামড় হাঁটুর নীচে।

কুকুরের ঘুম।

কুকুরের পেট কিছুতেই ভরে না।

কুকুরের পেটে ঘি সয় না।

কুকুরের বিয়েয় লাখ টাকা খরচ।

কুকুরের মার আড়াই প্রহর।

কুকুরের মুগের পথ্যি, কুকুর বলে কি বিপত্তি।

কুকুরের লেজে ঘি ডললেও সোজা হয় না।

কুচা নৈবিদ্যি।

কুজনের নাই লাজ, নাই অপমান।
সুজনের এক কথা মরণ সমান॥

কুঁজোরও সাধ যায় চিত হয়ে শুতে।
গামছারও সাধ যায় ধোপা বাড়ী যেতে॥

কুঞ্জবনে বাজ্‌ল বাঁশী, ঘরে রয় না মন।
শ্যাম রাখি, কি কুল রাখি, রাধা ভেবে উচাটন॥

কুটকচাল লোক।

কুটুমের মধ্যে শালা, গয়নার মধ্যে বালা।
সাজের মধ্যে মালা, বাসনের মধ্যে থালা॥

কুটোও নড়ে না।

কুটোতে কুটো টানে।

কুটোর আগুন।

কুঠে পাঁঠায় কড়ি।

কুঠে মুরগীর ঠোঁটে বল।

কুঠের পাতে না খেয়ো, বেওর কাছে না যেও.

কুড়িয়ে নিতে রত্নচয়, সকলেই নত হয়।

কুড়ি পেরোলেই বুড়ী।

কুড়ুলটা একটু দেবে কি? ঘরে নেই, তার দেব কি।
না কেন, ওই তো দেখি। তোর গরজে দেব নাকি?

কুড়ুলের পরখ বন কেটে।

কুঁড়ে কৃষান অমাবস্যা খোঁজে।

কুঁড়ে গরু অমাবস্যা চায়।

কুঁড়ে গরুর এঁটুলি সার!

কুঁড়ে গরুর রাঙা পালনী।

কুঁড়ে ঘরে বাস, খাটপালঙের আশ।

কুঁড়ে ঘরেই ভগবানকে পাওয়া যায়।

কুঁড়ে ঘরে ডাকাত পড়ে না।

কুঁড়ে পাটুনীর মুখে আঁটুনি।

কুঁড়ে বচনে যায় পুড়ে।

কুঁড়ের অন্ন হয় না—

কুঁড়ের বাক্যে মরি পুড়ে।

কুঁড়ের বাথান বৈদ্যনাথ।

কুঁড়ের বাদ্‌শা।

কুঁড়ে যোগী ধ্যানে দড়।

কুড়ে বে বায় রয়, দোরটা দিলে ভাল হয়।

কুড়ো খেয়ে ভুঁড়ো।

কুঁতিয়ে মল দৈবকী, নাম করল যশোদা রাণী।

কুঁদুলী, কড়াইশুঁটি, চুল নেইক দড়ির ঝুঁটি।

কুঁদুলে নাড়ী কোঁ কোঁ করে, কোঁদল নইলে থাকতে নারে।

কুঁদের মুখে বাঁক থাকে না।

কুন্‌কী হাতী।

কুনো বিড়াল।

কুনো ব্যাং।

কুপুত্র যদিও হয়, কুমাতা কখনো নয়।

কুপুত্রেণ কুলং যথা।

কুপোর মত মোটা।

কুবুদ্ধির হাঁড়ি বা ঢেঁকি।

কুব্জার মন্ত্রণা।

কুমড়ো-কাটা বট্‌ঠাকুর।

কুমড়ো গড়াগড়ি।

কুমোরের ঠুকুর ঠুকুর, কামারের এক ঘা।

কুমীরের সঙ্গে ঝগড়া করে জলে বাস।

কুমীরের পিঠে চড়ে বাঁদরের পুকুর পার হওয়া।

কুমোরের হাপরে কত কি পোড়ায়।

কোনোটা বা থাকে ভাল, কোনটা ফেটে যায়॥

কুম্ভকর্ণের আহার তলপেটে যায়।
কুম্ভকর্ণের নিদ্রা।
কুম্ভকর্ণের নিদ্রাভঙ্গ।
কুম্ভকর্ণের ন্যায় নিদ্রা যাওয়া।
কুল নিয়ে কি ধুয়ে খাব!
কুলোপানা চক্কর।
কুলপ্রদীপ কুমার।
কুলকাঠের আগুন।
কুলগাছ থাক্‌লে অনেকেই নাড়া দেয়।
কুল নয় তো কুলের আঁটি,
নরম নয় দাঁতের কাটি।
কুল পাড়ে, পরে খায়,
কাঁদ্‌তে কাঁদ্‌তে ঘরে যায়।
কুলে কালি দেওয়া।
কুলে কাঁটা দেওয়া।
কুলের কণ্টক।
কুলায় শুয়ে তুলায় দুধ খান।
কুলোর বাতাস দিয়ে তাড়ানো।
কুশিক্ষা শীঘ্র অভ্যাস হয়।
কুশো, কেশে, বেনা, অভাবে সন্না।
টাকা পয়সা কড়ি, অভাবে গড়াগড়ি।
কুসুমে কীট।
কুস্থানাদপি কাঞ্চনম্‌।

কূপমণ্ডুক।

কৃপণ ও কৃপাণ এ দুয়ের মুষ্টিই কঠিন।

কৃপণের ধন কুমারপাণি।

কৃপণের ধন ক্ষয়, চুরি না হয় তো ডাকাতি হয়।

কৃপণের ধনক্ষয়,—রাজা, বহ্নি, তস্কর হয়।

কৃপণের ধন তস্করের অধিকার।

কৃপণের ধন তেরথের ফল।

কৃপণের ধন বর্বরে খায়।

কৃপণের ধন বাটপাড়ে খায়।

কৃপণের যেন কড়ি, অন্ধের যেন নড়ি।

কৃষ্ণ কেমন, যার মন যেমন।

কৃষ্ণ ভক্তিসিদ্ধ বস্তু, সাধ্য কভু নয়।

কে আছে এমন হিতু,
অদিনে খাওয়াবে ছাতু।

কে আছ গো পুষন্তী, স্নান কর গে রটন্তী।

কেউ করে দান-ধ্যান, কেউ করে হাঁতা।
হাড়ির কোদালে তার কাটা যায় মাথা॥

কেউ গাড়ী চড়ে, কেউ হেঁটে মরে!

কেউ চুরি করে সেরে যায়, কেউ দেখ্‌তে গিয়ে সাজা পায়।

কেউটে সাপের লেজ মাড়ানো।

কেউ ঠেকে শেখে, কেউ দেখে শেখে।

কেউ ভেনে কুটে মরে,
কেউ ফুঁ দিয়ে গাল ভরে।

কেউ মরে, কেউ হরি-হরি বলে।

কেউ মরে বিল ছেঁচে, কেউ খায় কই।

কেহ মরে বিল ছেঁচে, কেহ খায় কই।

কেউ যায় বিয়ে করতে, সঙ্গে যায় কেউ।

কেউ শশা খায়, কেউ মশা মারে।

কেঁকাপেটী খায় দায়, নাদাপেটীর আসে যায়

কেঁচো খুঁড়তে সাপ বেরিয়ে পড়া।

কেঁচো দিয়ে কাতলা ধরা।

কেটে জোড়া দেওয়া।

কেতাব নেই, কোরাণ নেই, মস্তু খন্দকার।

কেত্তনের পরে দশা।

কেঁদে কি মাটী ভিজান যায়?

কেঁদে কেটে এক করা।

কেঁদে মাটী ভেজানো।

কেঁদে হাট বসানো।

কেঁদে কেটে ম'রবি, না কাটনা কেটে পরবি?

কেঁদে কেটে পীরিত আর ঘসে মেজে রূপ,—
দুদিন পরে চুপ।

কেঁদে জেতা।

কেঁদো কোঁৎকা।

কেবলই অরণ্যে রোদন সার।

কেবল ওষুধগেলা গোছ।

কেবল কথার কথা।

কেবল কাঠের মালার ঠক্‌ঠকি।
কেবল গোবধ করা।
কেবল চাট্‌নি খেয়ে পেট ভরানো।
কেবল চিতেন কেটে বাহবা নেওয়া।
কেবল দাঁও মার্‌বার ফিকির দেখা।
কেবল দাঁত কড়্‌মড়ি সার।
কেবল নসিবের ফের।
কেবল নাম সই করা।
কেবল বাঁশবনে রোদন করা।
কে বলে ডাক নির্বুদ্ধি,
    মরণ-কালে বিপরীত বুদ্ধি।
কেবা কইছেন কি, পান্তাভাতে ঘি!
কেশে ডাকে, আবার ধনুক কাঁড়!
কেষ্ট বিষ্টু হওয়া।
কেহর ভাগ্যে পত্নী, কেহর ভাগ্যে পেত্‌নী।
কেহর ভাগ্যে পুত, কেহর ভাগ্যে ভূত।
কেহ খায় শশা, কেহ মারে মশা।
কোকাই কার্ত্তিক।
কোকিলবধু, ছেলে ধর্‌তে জানেন না।
কোথাকার কে, আমড়া ভাতে দে।
কোথাকার জল কোথায় দাঁড়ায়।
কোথাকার শ্রাদ্ধ কোথায় গড়ায়।
কোথা থেকে এল শাঁখ, শাঁখের মেক্‌মেকানি দেখ্‌।

কোথায় গাঁ, তার আবার ভাগ !

কোথায় ধানহাটা, কোথায় মাসকাটা !

কোথায় হরিদ্বার, কোথায় গঙ্গাসাগর !

কোথায় বিষয় তার আবার বিচার ।

কোথা রানী ভবানী, কোথা পাড়ার শেজউঠানী ।

কোথা রাম রাজা হবে, না কোথা রাম বনবাসে যাবে ।

কোঁদল আর ফেন ক্রমে ঘন হয় ।

কোঁদলে জাত নষ্ট, রোগে রূপ নষ্ট ।

কোন কর্মই মনের অগোচর থাকে না ।

কোন কালে নাইকো গাই, চালুনী নিয়ে দুইতে যাই ।

কোন গুণ নেই তার কপালে আগুন ।

কোন্ কালে ঘি খেয়েছি, হাতে শুঁকে দেখ ।

কোন্ কালে বউ রূপসী ?

জাড়কালে বউয়ের জাড়-কাঁটা, গরমকালে ঘামাচি ।

কোন্ কালে হরে পো,

ন্যাকড়াকানি তুলে থো ।

কোন্ পুরুষকে কুমীরে খেলে, ঢেঁকি দেখ্‌লে ভয় !

কোন্ ছুঁচো তেরাত্তির করে,

তার উঠানে দোয়া গাই ।

কোন্ বা বিয়ে, তার দুপায়ে আল্‌তা !

কোমর-আছুড়ের মাথায় পাগ্‌ড়ী ।

কোম্পানিকা মাল, দরিয়ামে ডাল ।

কোয়লা ময়লা ছুটে, যব আগ্‌ করে প্রবেশ ।

কোয়লা ধোয়ে না উজরৈ, আগুন তজৈ না রোয় ;
কুরকুরাই না তজৈ কি বৈঠে ঘর খোয়।
কোল-আঁধার।
কোল না পেলে বোল ফোটে না।
কোল-পাত্‌লা, ডাগর গুছি,
লক্ষ্মী বলেন, ঐখানে আছি।
কোল-পোছা ছেলে।
কোল পায় না পিঠ চায়।
কোল-সোহাগী।
কোলে ছেলে, সহরে ঢেঁড়রা।
কোলে মরে, তবু পোষানি দেয় না।
কোলের ছেলে গলে, মাটীর ছেলে বলে।
কোলের ছেলে ফেলে দিয়ে পেটের ভরসায় থাকা।
কোলে মারে তো পোষ্য দেয় না।
কৌপীনবন্তঃ খলু ভাগ্যবন্তঃ।
ক্যাংলা, ভাত খাবি ? না—হাত ধোব কোথায় !
ক্রোধ চণ্ডাল।
ক্রোধ হিংসা যেবা করে,
আপনা আপনি কেঁদে মরে।
ক্রোধাদ্ভবতি সম্মোহঃ, সম্মোহাৎ স্মৃতিবিভ্রমঃ।
স্মৃতিভ্রংশাদ্বুদ্ধিনাশঃ, বুদ্ধিনাশাৎ প্রণশ্যতি॥
ক্ষণজন্মা মহাপুরুষ।
ক্ষণমপি ন নীচেষ্বভিরুচি ঃ—

ক্ষময়া, দয়য়া প্রেম্না সুনৃতেনার্জ্জবেন চ
বশীকুর্যাৎ জগৎসর্বং ; বিনয়েন চ সেবয়া।
ক্ষময়া কিং ন সিধ্যতি।
ক্ষমার চেয়ে ধর্ম নেঁই।
ক্ষমার বড় গুণ নেই,
দানের বড় পুণ্য নেই।
ক্ষিদে পেলে কি দুহাতে খায় ?
ক্ষিদেয় না খেলে, খাওয়াবে কে ?
ক্ষিদের চেয়ে টাক্‌না নেই।
ক্ষিদের চোটে পাট্‌কেলে কামড়।
ক্ষিদের নেই চাট্‌নি, ঘুমের নেই শয্যা।
ক্ষিদে, রুচি, লবণ—সাজ তিন ব্যঞ্জন।
ক্ষীণজনাঃ নিষ্করুণাঃ ভবন্তি।
ক্ষীণে কস্যাস্তি গৌরবম্।
ক্ষীরের মধ্যে হীরের ছুরি।
ক্ষুদ খেতে মুখ নেই, টুপিতে জরির কাজ।
ক্ষুদ খেয়ে পুঁজি করে,
দুপুরুষ তার খরচ করে।
ক্ষুদ খেয়ে বাঁধলে দুধ খেয়ে ফুরায় না।
ক্ষুদ্ গলে না বউয়ের ডরে।
বেবাক ক্ষুদই উথ্‌লে পড়ে।
ক্ষুদে ক্ষুদে হবু হুজুরেরা।
ক্ষুদে ননদ।

ক্ষুদে নবাব।

ক্ষুদে পীঁপড়ের কামড়ের মত ঠাট্টা।

ক্ষুদের জাউ পায় না, ক্ষীরের জন্যে কাঁদে।

ক্ষুদে রাক্ষস।

ক্ষুধা থাকলে শুধ্ নূন ভাতও ভাল লাগে।

ক্ষুধা পেলে দুহাতে খেতে চায়।

ক্ষুধা পেলে বাঘও ঘাস খায়।

ক্ষুধা পেলে পাটকিলে কামড়। Hunger is the best sauce.

ক্ষুধায় চায় না সুধা, পীরিতে চায় না জাতি।
ঘুমে চায় না খাট-পালং, বাহ্যে চায় না বাতি॥

ক্ষুধায় রাগ বাড়ে।

ক্ষুঁয়া তাঁতির তসরে হাত।

ক্ষুঁয়া তাত বেয়াল্লিশ হাত।

ক্ষুরে দণ্ডবৎ।

ক্ষুরের ধার ছুঁতে কাটে মাছি।

ক্ষেত তুষ্ট মইয়ে, ভোজন তুষ্ট দইয়ে।

ক্ষেতে আউজে, কপালে ফলে।

ক্ষেতের চাষে, দুঃখ নাশে।

ক্ষেতের কোণা, বাণিজ্যের সোনা।

ক্ষেত্রে কর্মবিধীয়তে।

ক্ষেপই হারে, জনম হারে না।

খ

খইয়ে বন্ধনে পড়া।

খইয়ে রাড় বা খইয়ে রাঁড়ের দেশ।

খচ্চরের বড় জাঁক যে পূর্বপুরুষ ঘোড়া ছিল।

খঞ্জনের নাচ দেখে চড়ুইয়ের নাচ।

খট্‌মটায়ে হাঁটে নারী, কট্‌মটায়ে চায়।
মাসেকখানের ভিতর তার সীথির সিঁদুর যায়॥

খটর-মটর জুতা পায়, দেখ্‌লো দিদি, কেবা যায়।

খড়ম পায়ে দিয়ে গঙ্গাপার।

খড়ে কুটায় আগুন দিয়ে
পেত্নী বস্‌ল আলগোছ হয়ে।

খড়ের আগুন, যেমন জ্বলে তেম্‌নি নেভে।

খড়ো ঘরে ঝাড়-টাঙানো।

খয়ের খাঁ-গিরি করা।

খরানদীতে চড়া পড়ে।

খল পড়শী, শতান ভাই, তার সাথে বসতি নাই॥

খল যায় রসাতল।

খল্‌সে মাছ দিয়ে আজ রাঁধ্‌লাম ঝোল।
সতীন আমার রাগ করেছে, মাথা ধরে তোল॥

খলের বচন কিবা, যেন কূর্মের গ্রীবা,
প্রবেশয়ে ভিতরে বাহিরে।

সুকৃতিজনের অস্ত্র, যেমন কুক্কুর দন্ত
বাহির হইলে না যায় অন্তরে।

খট্টা ভাঙিলে ভূমি-শয্যা।

খড়ের গাদায় সূচ খোঁজা।

খণ্ড প্রলয়।

খনির মণি।

খপ্ পরে পড়া।

খলের পীরিতি বালির বাঁধ,
    ক্ষণে হাতে দড়ি, ক্ষণেকে চাঁদ।

খাইতে বসলে মারতে ধায়,
    রাগীর ধন এইরূপে যায়।

খাই দাই, কাঁসি বাজাই, রাগের ধার ধারি না।

খাই দাই ভুলিনি, তত্ত্বকথা ছাড়িনি।

খাইয়া না জিরায়,
    মরণ তার পিছে ধায়।

খাইয়ে পরিয়ে রাখ্ লাম দাসী,
    তবু সে হল পাড়া-পড়্ শী।

খাই-না-খাই, বিনা দায়ে বাঁধা যাই।

খাও দাও আমোদ কর মনের সুখে,
    কোনদিন বা খেতে হবে সিঙ্গা ফুঁকে।

খাও-না-খাও, নিজের কুঁড়ে জুড়ে থাক।

খাওয়া-দাওয়ার গন্ধে, জামাই আসে আনন্দে।

খাওয়া-লওয়া চিমৃড়ীর, নাম পড়ে টিপ্ সীর।

খাওয়াবে হাতীর ভোগে,
    দেখাবে বাঘের চোখে।

খাওয়ার জন্যে বাঁচা নয়, বাঁচার জন্যে খাওয়া।

খাঁচায় পুরে খোঁচা মারা।

খাঁচার ইচ্ছা খাঁচা আছে, বাছা আমার উড়ে গেছে।

খাচ্ছিল তাঁতি তাঁত বুনে,

কাল ক'রল এঁড়ে বাছুর কিনে।

Much greed, much grief.

খাজনার চেয়ে বাজনা বেশী।

খাট ভাঙলে খুরা আছে, তার ভাল আরো আছে।

খাট ভাঙল ভূমিশয্যা।

খাটলে পাই, না খাটলে নাই।

খাটা খাটুনি করলে শরীর ভাল থাকে, মনও ভাল থাকে।

খাঁটি টাকার মাকু চালিয়ে রোজগার করা।

খাঁটি সোনা হলে আগুণ উস্কতে হয় না।

খাটে খাটায় পুরো পায়, বসে খাটায় আধা পায়।

খাটে খাটায় লাভের গাঁতি, তার অর্ধেক মাথায় ছাতি।

ঘরে বসে পুছে বাত, তার না ছাড়ে 'হা ভাত'॥

খাটো কাপড় বেড়ে আঁটে না।

খাটো পেটে আই ঢাই, মোটা পেটে দিলেই নাই।

খাটো দুর্বা পূজার সাজ, লম্বা দুর্বা ঘোড়ার ঘাস।

খাটো মানুষ পয়গম্বরের শত্রু।

খাড়া কুমড়ায় বিবাদ।

খাণ্ডব দাহন করা।

খাতায় নাম লেখানো।

খাতির নদারৎ।

খাদ্ দিতে পারে না, পুকুরের নিন্দা।

খাদের জল খাদেই যায়, দুদিন কেবল চোখ পাকায়।

খাঁদা নাকে তিলক পরা বা নোলক ঝোলানো।

খাঁদা নাকে নথ আর গোদা পায়ে মল।

খাদ্য খাদক সম্বন্ধ।

খান যদি ডাল-খিঁচুড়ি, গল্প মারেন, "খাসা দই"।
ভাঙা হুঁকায় তামাক খান, বলেন, "গুড়গুড়িটা কই"?

খানা থেকে খালে পড়া।

খাব তো খাব, পেট ভরে খাব,
যাব তো যাব, রাজ্য ছেড়ে যাব।

খাব না, খাব না, অনিচ্ছে, তিন রেতে চাল এক উচ্ছে।

খাব না, খাব না পেটে বিষ,
খেতে বস্‌লে না পায় দিশ।

খাবার আছে, চাবার নেই, দেবার আছে নেবার নেই।

খাবার কুটুম।

খাবার বেগুণ আর বেচবার বেগুণ।

খাবার বেলায় আগে বসে,
কাজের বেলায় সবার শেষে।

খাবার বেলায় নবার মা, ছেলে ধরতে কেউ না।

খাবার বেলায় মস্ত হাঁ,
উলু দেবার বেলায় মুখে ঘা।

খাবার সময় কুড়ে পাথর।

খাবার সময় বারো ভাই,
ছেলে নেবার সময় কেহ নাই।
খাবার সময় শোবার চিন্তা।
খাবি খাওয়া।
খাম খেয়ালি লোকের মত দণ্ডে দণ্ডে ফেরে।
খায়, আর জুলজুলুতে চায়।
খায় ছুতা-নতা, বড় মানুষি কথা।
খায় দায় আর বনের দিকে চায়।
খায় দায় করে বড়াই, সে কুটুমে কাজ নাই।
খায় দায় পাখীটা, বনের দিকে আঁখিটা।
খায় দায় ভোলে না, তত্ত্বকথা ছাড়ে না।
খায় ধান উছড়ায় পিঠে।
খায় না, করে পুঁজিপাঁটা, তার কপালে মারি ঝাঁটা।
খায় না, কেবল নাকের তলে গোঁজে।
খায়, না খায়, সকালে নায়,
হয়, না হয়, তিনবার যায়,
তার কড়ি বৈছে না পায়।
খায় না, দেয় না, সঞ্চয় করে, তার ধন খায় চোরে আর পরে।
খায় না ধন সঞ্চয় করে,
তার মুখে ছাই দিয়ে নিয়ে যায় পরে।
খায় না, শোঁকে!
খায়, মেয়ের গলা বেশী,
না খায়, মেয়ের ফোঁপানি বেশী।

খায় মাল্‌সাট মেরে, ওঠে হাঁটু ধরে।
খাল কেটে কুমীর আনা। To court one's death.
খাল পার হয়ে কুমীরকে কলা দেখানো।
খাল শুকোলেও ভেক্ মরে না।
খালি খুয়ে সারাবাড়ী, সীমার গোড়ে বাড়াবাড়ি।
খালি হাড়িতে পাত বাঁধা।
খালে জল তো নালায়ও জল।
খাস্ বাগানে আলকুশী।
খাসী করা কলাগাছ।
খিচুড়ি পাকানো।
খুঁচিয়ে ঘা করা।
খিড়্‌কি দিয়ে হাতি গলে, সদরে বাধে ছুঁচ।
খিড়্‌কির দোর দিয়ে হাতি চড়া।
খুচরা কাজের মজুরি নেই।
খুঁজি খুঁজি নারি, যে পায় তারি।
খুঁট আঁখুরে গাঁয়ের বলাই।
খুটী না থাকলে ঘর পড়ে।
খুঁড়িয়ে বড় হওয়া।
খুঁটার জোরে মেড়া কাঁদে (বা লড়ে)।
খুড়ি যদি বড় হতো, তবে আমার খুড়ো হত।
খুদের জাউ পায় না, ক্ষীরের জন্যে কাঁদে।
খুন করলে খুনে, পরের কথা শুনে।
খুন গোপন থাকে না।

খুলিলে মনের দ্বার, না লাগে কপাট।

খুলে দে মা চোখের ঠুলি।

খেউড় গাওয়া।

খেউড় জেতা।

খেউড়ের উতোর।

খেঁকশেয়ালী যুদ্ধের সময় বাঘ।

খেঁকি কুকুরের ঘেউ ঘেউ সার।

খেজুরগাছ তেলপানা হ'য়েছে।

খেতাবী খুড়ো।

খেতে আন্‌লাম মূলো, পেটে হল শূলো।

খেতে আহ্লাদ, পর্‌তে আহ্লাদ, বাঁদরামিতে কিসের আহ্লাদ।

খেতে খেতে গলা বাড়ে, হাঁট্‌তে হাঁট্‌তে নলা বাড়ে।

খেতে খেতে লোভ বাড়ে, কাঁদ্‌তে কাঁদ্‌তে শোক বাড়ে।

খেতে গেলে ছাড়িস্‌নে, বাঁচ্‌তে গেলে নড়িস্‌ নে।

খেতে গো হাঁসফাস, দিতে গেলে সর্বনাশ।

খেতে দিতে ছল-বল, দিন দিন যায় পায়ের তল।

খেতে দেয় না পেটে ভাত, ঠেলা দেয় চৌদ্দ-হাত।

খেতে না জান্‌লে মরে, বস্‌তে না জান্‌লে নড়ে।

খেতে না পার্‌লেও হাঁকাই আছে।

খেতে পায় না পচা পুঁটি, পেতে যায় ঘি-রুটি।

খেতে পায় না পচা পুঁটি, হাতে পরে হীরার আংটি।

খেতে পায় না শাক-সজ্‌না, ডাক দিয়ে বলে ঘি আন্‌না।

খেতে পারি না, শকে না, মুখে দিলে থাকে না।

খেতে পেলে শুতে চায়।

খেতে বল্‌লে মারতে ধায়, রাগীর লাভ এইরূপে যায়।

খেতে বস্‌লে কিসের দায়,
পাকা ধান কি জলে যায়।

খেতে ভাল ভাজা চাল, দেখতে ভাল মুড়ি।
রসকে ভাল এক ছেলের মা, দেখতে ভাল ছুঁড়ি॥

খেতে যদি হয় সাধ, সকলই হয় পরসাদ।

খেদাই, না তার উঠান চষি।

খেয়া পার হলে পাটুনি শালা।

খেয়ার কড়ি দিয়ে ডুব দিয়ে পার।

খেয়ালী খেয়ালে চলে।

খেয়ে খেয়ে কুমীর।

খেয়ে মুখ মোছা।

খেয়ে দেয়ে পড়্‌ল মনে, হুঁকাটা রয়েছে বাঁশবনে।

খেয়ে দেয়ে বাঁচলে তার নাম ধন,
মরে ধরে বাঁচলে তার নাম জন।

খেয়ে দেয়ে যায় শুতে, বিধি নে'যায় মুলো চুরি কর্‌তে।

খেয়ে বাঁচলে কামাই, ঝি বাঁচলে জামাই।

খেয়ে মাগীর গলা বাড়ে,
বসে বসে ডাল ঝাড়ে।

খেয়ে হাগে, শুয়ে জাগে, তার গত্তি কভু না লাগে।

খেল্‌তে জানলে কাণাকড়ি দিয়েও খেলা যায়।

খেল্‌বার তাসের মত।

খেলাম তো চার বার, না খেলাম তো দিন চার।
খেলাম ভাত, ফেললাম পাত।
খেলাম বা না খেলাম, মাল্‌সা তো একটা ভাঙলাম।
খেলে-দেলে বাঁধলে পুঁড়া,
    কলা দেখালে বাদলা বুড়া।
খেলেন দই রমাকান্ত, বিকারের বেলা গোবর্ধন।
খেলে বিষ, না খেলে নির্বিষ।
খেলে শালা, না খেলে বোনাই।
খোঁজার চেয়ে সোজা ভাল।
খোঁজে খোঁজে চৌকিদারী।
খোঁটার জোরে মেড়া লড়ে।
খোটা দিয়ে পোটা গালা।
খোঁড়াকে খড়ম।
খোঁড়া না পা মোড়া।
খোঁড়া ভাতার বুড়ো বেয়াই,
    কোন দিকে সুখ নাই।
খোঁড়ার পা খানায় পড়ে।
খোদ হুজুর ভিন্ন নদের রাজা এলেও খাতির নদারত।
খোদাকে না দেখা যায়, আক্কেলে তাঁরে চেনা যায়।
খোদা যারে দিতে চান, তারে ছাপ্পর ফাড়্‌কে দেন।
খোদার উপর খোদ্‌কারি।
খোদার এমন কল, নারকেলের ভিতর জল।
খোদার খাসী।

খোদা রাখলে, খোদার নাও দোয়ায় চলে।

খোঁয়াড়ে পড়লে হাতী, চামচিকেও মারে লাথি।

খোলা ভাঁটী।

খোশ্ খবরের ঝুটোও ভাল।

মোটে তেল নেই, কলাবড়ার সাধ।

খৈয়ে বন্ধনে পড়া।

খৈয়ে রাঁড়।

খ্যানখেনে জ্বরে আর ঘ্যানঘেনে ভাতারে।
আর কিছু না করুক, জ্বালিয়ে পুড়িয়ে মারে

গ

গগনের চাঁদ ভূতলে উদয়।

গঙ্গাজল গঙ্গায় রইল, পিতৃলোক উদ্ধার হইল।

গঙ্গা গঙ্গা, না জানি কত রঙ্গা চঙ্গা।

গঙ্গা জলে গঙ্গা পূজা।

গঙ্গা জল ছুঁয়ে শালগ্রামের সামনে দিব্যি করা।

গঙ্গা জলে গোবর গোলা।

গঙ্গাতে ময়লা ফেললে গঙ্গার মাহাত্ম্য যায় না।

গঙ্গায় ভাসিয়ে দেওয়া।

গঙ্গাযাত্রার ফিকির।

গঙ্গায় সারি গাইলে গঙ্গা হয় না তুষ্ট।
দুষ্টের গুণ গাইলে দুষ্ট হয় না শিষ্ট।

গঙ্গার দিকে পা।
গঙ্গামুখো পা। } with one foot in the grave.

গজ-কচ্ছপের যুদ্ধ।

গজ-ঘণ্টা।

গজপতি বিদ্যাদিগ্‌গজ।

গজপৃষ্ঠে যেবা খায়,
ফেউ দেখে সেই ডরায়।

গজভুক্ত কপিত্থবৎ।

গরজায় কিন্তু বর্ষায় না।

গজালে বেটী।

গড় করি পিঠে, দাঁত ছেড়েছে।

গড় করি মেয়েদের পায়, ধান-ভানা চাল ঠাকুরে খায়।

গরজ বড় বালাই—Necessity has no law.

গড়তে চায় ঠাকুর, হয়ে বসে কুকুর।

গড়তে পারে না একখানা, ভেঙে করে সাতখানা।

গড়া ডিঙ্গিয়ে ঘাস খাওয়া (ঘোড়া নয়)—To give one's boss the go-by and gain an advantage.

গড়ার চেয়ে ভাঙা সোজা।

গড্ডালিকা প্রবাহ।

গণক যদি গণে ঠিক,
তবে কেন মাগে ভিখ?

গণ্ডায় এণ্ডা দেওয়া।

গণ্ডগ্রাম।

গণ্ডমূর্খ।

গণ্ডার এণ্ডায় সায় দেওয়া।

গণ্ডারের চামড়া।

গণ্ডুষজলমাত্রেন সফরী ফর্ফরায়তে।

গণ্ডুষে সমুদ্রপান।

গতর থাকলে ভাত কাপড়ের অভাব কি!

গতর নেই, চোপায় দড়, মেঙে খায় তার পালি বড়।

গতরখাকী।

গতরকুড়ী।

গড়বে ছমাস।

গতর পোষা।

গতরে মাওড়া পোকা-ধরা।

গতরের মাথা খাওয়া।

গতর নড়ে না।

গতরের নাম পরশমণি।

গতস্য শোচনা নাস্তি।

গত্যন্তর নাস্তি।

গদাই লস্করি চাল।

গদির উপর বসা।

গণেশের বেঁটে পা আটকেছে।

গন্ধমাদন আনা।

গব্য থাক্‌লে আগে পাছে, কী করে তার শাকে মাছে!

গবো মুদী, ছিরু বেনে আর পুঁটে তেলি রাজা হ'লো।

গভীর জলের মাছ।

গয়ং গচ্ছ করা।

গয়লার দুধের রংটুকুই আছে, সারটুকু নেই।

গয়ার পাপ বিদায় করা।

গরজ বড় বালাই।

গরজ ভারি, খরচ কম।

গরজে গয়লা চেলা বয়। To make a virtue of necessity.

গরজে ধান ভানে মরদে।

গরজে লোহা বয়, অগরজে সোনাও বয় না।

গরজের নৌকা তীর দিয়ে চলে।

গরব কর যৌবনভরে, কাঁদতে হবে অঝোর ঝরে।

গরবিনী রাই।

গরবে মাটিতে পা পড়ে না।

গরবের গরবিনী, এই পরেন নাকে নথ, এই পরেন কানে।

গরীবকে দিলে তোলা থাকে।

গরীব মানুষ ফড়িং খায়, পাল্কী চড়ে বাহ্যে যায়।

গরীবের কথা বাসি হলে কাজে লাগে।

গরীবের পরিশ্রমে ধনীর দৌলত।

গরীবের বাড়ী হাতীর পাড়া।

গরীবের রাংতাই সোনা—A poor man's tinsel is gold to him.

গরু কালো বলে কি দুধও কালো হবে!

গরু কেটে জুতা দান ধার্মিকতা।

গরু-খোঁজা করা।

গরু চোর।

গরু, জরু, ধান—রাখ বিদ্যমান।

গরুতে না চিনে হাল, মানুষে না চিনে কাল।

গরু তোরে বেচ্‌ব না, এখানেও ঘাসজল, সেখানেও ঘাসজল।

গরু মেরে বামুনকে জুতা দান।

গরু পিটিয়ে ঘোড়া হয় না।

গরু যার গোবর তার।

গরুর ইচ্ছায় হাল চযে না।

গরুর বাঁটে গোবর দেওয়া।

গরুর পীরিত চেটে, মানুষের পীরিত সেঁটে।

গরুর শোকে শকুনি কাঁদে।

গরু হাবড়ে পড়ে যার, দুনো বল হয় তার।

গরু হারালেও গরু পাওয়া যায়।

গরু হাল বেচে ভাতার, গড়ায় মাগের গলার হার।

গর্জন নেই, বর্ষণ সার।

গর্তের সাপ খুঁচিয়ে বের করা।

গর্ভ-বকাটে।

গর্ভ-যন্ত্রণা।

গলাখানি যেন কাঁসির মত খ্যান্ খ্যান্ করে।

গলা নেই গান গায়, মাগ নেই শ্বশুরবাড়ী যায়।

গলা নেই গান গায়, বিনা সম্বলে পথ বায়।

গলা ধ'রে বলতে যাওয়া।

গলাবাজী করা।

গলা টিপ্‌লে দুধ বেরোয়।

গলা-ফুলো পায়রা।

গলার নীচে নামলে আর মনে থাকে না।

গলার মাদুলি ক'রে রাখা।

গলায় আঙুল দিয়ে বমি করা।

গলায় কাঁটা বাধলে দড়, বিড়ালে গিয়ে গড় কর।

গলায় মাছের কাঁটা বিঁধলে বেড়ালের পায়ে পড়া।

গলায় গলায় পীরিত।

গলায় গলায় ভাব।

গলায় গামছা দিয়ে টেনে আনা।

গলায় ছুরি দেওয়া।

গলায় দড়ি দিয়ে মরাই ভাল।

গলায় দড়ে জাত, অন্ত পাওয়া ভার।

গলায় পরেছে ঢোল, বাজালেই সিদ্ধি।

গলায় প'ড়ে বেজায় সিদ্ধি।
    বিপদে যায় বুদ্ধি-শুদ্ধি॥

গল্প মারেন দই, মেটে হুকায় তামাক খান, গুড়গুড়িটা কই।

গল্পের পথ অল্প।

গল্পহাজারীর বাড়ী, টাকায় ষোলখান সাড়ী।

"গহ কারক দিট্ঠোসি গেহং পুন না কাহসি"—
    ঘরামী তোমায় দেখেছি (চিনে ফেলেছি)
    নতুন ঘর আর বাঁধতে পারবে না।

গাং মাছ ধরা।

গাইও বুড়া, বিয়ানও শেষ।

গাই কিন্‌বে ছুয়ে, বলদ কিন্‌বে বেয়ে।

গাঁইটকাটা, চোরের সাক্ষী।

গাইতে গাইতে গায়েন, বাজাতে বাজাতে বায়েন—Practice makes perfect.

গাই না বিয়তেই ঘিয়ের দর।

গাই নেই তো বলদ দো।

গাই-বাছুরে পীরিত থাক্‌লে মাঠে গিয়ে দুধ দেয়।

গাইয়ের বেটী, বউয়ের ব্যাটা ;
তবে জান্‌বে কপাল গোটা।

গাঁ-গড়ানে ঘন পা, যেমন মা তেমনি ছা।

গাঙ্‌ পার হয়ে ভেলায় লাথি।

গাঙে গাঙে দেখা হয় তো, বোনে বোনে হয় না।

গাঙের মধ্যে ঢেউ দেখে নৌকা ডুবায় কূলে।

গাছ-গাছালি ঘন সবে না,
গাছ হবে তায় ফল হবে না।

গাছ পড়বার আগেই বাঁদরের চম্পট।

গাছ রুইলে বড় কর্ম, মণ্ডপ দিলে বড় ধর্ম।

গাঁ ছাড়েনা কুকুর, মাছ ছাড়েনা পুকুর।

গাছে উঠতে পারে না, বড় ছানাটি আমার।

গাছে উঠ্‌লে অম্‌নি দেখায়।

গাছে ওঠে পড়তে, জামিন দেয় মরতে।

গাছে কাঁঠাল গোঁফে তেল।

Don't count your chickens before they are hatched.

গাছে না উঠ্‌তেই এক কাঁদি।

গাছে গরু চরান্‌, মুখে ধান শুকান্‌।

গাছে চড়িয়ে আছাড় দেওয়া।

গাছে তুল্‌তে সবাই আছে।

গাছে তুলে দিয়ে বঁধু, কেড়ে নিলে মই।

গাছে তুলে মই কেড়ে নেওয়া।

গাছের ফলে ভর ধরে, না, ফলে গাছের ভর ধরে?

গাছে ফুল শ্রীকৃষ্ণায় নমঃ।

গাছে বসে কাক হাগে; কাক মনে করে কেউ জানে না।

গাছেরও খাবে, তলারও কুড়াবে।

গাছের চেয়ে ফল ভারি।

গাছের পাতা তলায় কুড়ানো।

গাছের পরিচয় ফল।

গাছের ফল গাছের কাছে ভারি হয় না।

গাছের শত্রু লতা, মানুষের শত্রু কথা।

গরুর শত্রু কা, খুঁচিয়ে করে ঘা।

গাজনে উঠলে বাপকে শালা বলে।

গাজনের নেই ঠিকানা, শুধু বসে ঢাক বাজানা।

গাজুনে সঙ্‌।

গাঁজা খেলে পাঁজা বাড়ে, গর্দানে বাড়ে জোর।
বাপ দাদার নাম ডুবিয়ে ডাকে গাঁজাখোর॥

গাঁটের কড়ি দিয়ে মদ খাই, লোকে বলে মাতাল।

গাড়ীর ওপর নৌকো ওঠে, নৌকোর ওপর গাড়ী।

গাঁ ঢুকতে ভেটে রায়, একগুন ব্যাপারে দুগুণ পায়।

গাতে আঁটে না গুই সাপ, তার লেজে বাঁধা কুলো।

গা থম্‌-থম্‌, গা থম্‌-থম্‌, গা থম্‌-থম্‌ করে।
কে নেবে মোর শাকের পেতে, কে নেবে গো ঘরে॥

গাধা পিটিয়ে ঘোড়া হয় না।

গাধার টুপি মাথায় দেওয়া।

গাধা সকল বইতে পারে,
ভাতের কাঠি বইতে পারে না।

গান জানি না, মান জানি না, খাই এক পাত দোক্তা।
পড়ে আছি শিমুল গাছের তক্তা॥

গান শুনবে অক্রুর-হরণ, পয়সা দেবে একটি।

গাঁ নেই, তার সীমানা!

গানের আগে গুন্‌গুনি, ঝড়ের আগে সুন্‌সুনি।

গাব খাবনা, খাব কি!
গাবের তুল্য আছে কি?

গাঁ বড় তার মাঝের পাড়া!
নাক বড় তার নথ নাড়া॥

গাঁ বেড়ায়, ধোপানী-তোলা জলে নায়।

গা মাটি-মাটি করা।

গায়ে ওড়ে খড়ি, কলপ দেওয়া দাড়ি।

গায়ে গায়ে শোধ।

গায়ে গু মাখলেও যমে ছাড়ে না—Death is deaf and hears no denial.

গায়ে থুথু দেওয়া।

গায়ে না-মাখা।

গায়ে নেই চাম, রাধাকৃষ্ণ নাম।

গায়ে নেই ছাল-বাকলা, মদ খায় আকলা-আকলা।

গায়ে নেই রস, কাঁধে গণ্ডা দশ।

গায়ে ফুঁ দিয়ে বেড়ানো।

গায়ে বাতাস লাগিয়ে বেড়ানো।

গায়ে জ্বর আসা।

গায়ে পড়ে ভাব করা বা ঝগড়া করা।

গাঁয়ে মানে না আপনি মোড়ল।

গায়ের কালি ধুলে যায়, মনের কালি ম'লে যায়।

গায়ের গন্ধে ভূত পালায়, মাথায় ফুলেল তেল।

গাঁয়ের গুণে গ'ড়ে গরুও বিকায়।

গায়ের জ্বালা মেটানো।

গায়ের জোরে হার যথা, মনের জোরে জয় তথা।

গাঁয়ের নাম কে ধ'রে তার আবার উত্তরপাড়া, দক্ষিণপাড়া।

গায়ের মলা ঝিনুকে চাঁছে,
মাথার উকুন বাঁদরে বাছে;
মাকে বলো ভাল আছে।

গাঁয়ের মেধো, ভিন গাঁয়ের মধুসূদন।

গাঁয়ের মেয়ে সিকনিনাকী।

গালকে মাল হারে, বোঁচা কানে ছুরি হারে।

গালগল্প কোঠা বাড়ী, বাজার খরচ চৌদ্দ বুড়ি।

গাল টিপ্‌লে দুধ বেরোয়।

গাল ফুলো গোবিন্দর মা, চাল্‌তা তলায় যেয়ো না।

গাল বাড়িয়ে চড় খাওয়া।

গাঁ সুবাদে মুচি মিনসে মামা।

গিন্নীর ওপর গিন্নীপনা, ভাঙা পিঁড়েয় আল্‌পনা।

গিন্নীর গায়ে গন্ধ নেই।

গিন্নীর পাপে গেরস্থ নষ্ট।

গিন্নী ভাঙ্‌ল ঝাইড়, হল খান চাইর ;
বউ ভাঙ্‌ল মুচি, হল কুচি কুচি।

গিন্নী ভাত পায় না, কুকুরে নাড়ে ঘাড়।

গিন্নী হবার বড় সাধ, কাঁখে কলসী বড়ই বাধ।

গিন্নী হয়ে রূপে ভোলে, স্বামীর পিঁড়ী পায়ে ঠেলে।
প্রভাতকালে নিদ্রা যায়, বাসি শয্যা সূর্য না পায়।
উদয়ে ছড়া, সাঁঝে ভাড়া, সে গিন্নীর মুখ পোড়া॥

গিন্নীর হাতে রাঙা পলা, বউয়ের হাতে সোনার বালা।

গিয়ে তিন কাল শেষে এই হাল !

গিলটি কাজে পালিস করা।

গিল্‌তেও পারে না, ছাড়্‌তেও পারে না।

গীত গায় কে লো রাই ? আমার দেওরের ভাই।
গায় কেমন ? আপনা রস, পরের বেরস, ভেড়া থেকে কিঞ্চিৎ সরস॥

গীত গায় রবা, বক্‌শিস্‌ পায় ভবা।

গুটী পোকা গুটী করে, নিজের ফাঁদে নিজে মরে।

গুড় অন্ধকারেও মিষ্টি লাগে।

গুড় ঢাল্‌লেই মিষ্টি।

গুড় দিয়ে খেলে গুটিও মিষ্টি লাগে।

গুঁড়া লোহা পাঁজা কর্‌লেই অনেক দেখায়।

গুড়ে বালি।

গুড়ের গন্ধেই পিঁপড়ে আসে।

গুড়ের ঘরে ডেঁয়ে কর্তা।

গুণ করে ভেড়া বানানো।

গুণজ্ঞান ছ'মাস, কপালের ভোগ বারমাস।

গুণ থাকে তো কাঁদি,
নুন থাকে তো রাঁধি,
চুল থাকে তো বাঁধি।

গুণবানের জ্যেঠা।

গুণ যার আছে পেটে, সে কখনো চটে ওঠে?

গুণ হয়ে দোষ হল বিদ্যার বিদ্যায়।

গুণী গুণং বেত্তি, ন বেত্তি নির্গুণঃ।

গুণে কড়ি জলে ফেলা।

গুণে ঘাট নেই।

গুণের আদর গুণীতে, ফুলের আদর ভোম্‌রাতে।

গুণের আর সীমা নাই,
আয়ে মোর ভাগ্নে কানাই।

গুণের বালাই নিয়ে মরি।

গুণের মধ্যে চোখ-ঠারা।

গুপ্ত বৃন্দাবন।

গুমরে যেন গড়িয়ে পড়েন।

গুয়াপানের জন্যে দুর্গোৎসব বন্ধ থাকে না।

গুয়া বনে ঢিলমারা।

গুয়ে বলে, গোবর দাদা, তোর গায়ে বড় গন্ধ!

গুয়ের এপিঠ আর ও-পিঠ!

গুরবো বহবঃ সন্তি শিষ্যবিত্তাপহারকাঃ।

গুরু ক'রবে জেনে, জল খাবে ছেনে।

গুরু ঘাঁটায়ে বিদ্যা পায়,
    মূর্খ ঘাঁটায়ে মার খায়।

গুরুচণ্ডালী ভাষা।

গুরু ছেড়ে গোবিন্দ ভজে, সেজন নরকে মজে।

গুরু তুষ্টে কৃষ্ণ তুষ্ট।

গুরু বোবা, শিষ্য কালা।

গুরুমারা বিদ্যা।

গুরু মিলে লাখ লাখ,
    শিষ্য না মিলে এক।

গুরুর কথা না শোনে কানে,
    প্রাণ যায় তার হেঁচ্‌কা টানে।

গৃহস্থ বলে প্রাণে মলাম,
    ছাতালে বলে, আলুনি খেলাম।

গৃহস্থেরে লক্ষ্মী পায়.
চাল কুটে পিঠা খায়।
গৃহিণী গৃহমুচ্যতে।
গৃহিণী লক্ষ্মীরূপিনী,
বাম হলে কালভুজঙ্গিনী।
গৃহীত্বা ইব কেশেষু মৃত্যুনা ধর্মমাচরেৎ।
গেছে গেছে টাকাটা, শিখ্‌লাম তো টোকাটা।
গেঁয়ো যোগী ভিক্ পায় না।
গেরস্থ কাওরার শূয়রে কড়ি।
গেরণের চাঁদ সবাই দেখে।
গেরোর উপর গেরো, আগের গেরো আল্‌গা।
গেল গেল দাঁতটা, তবু তো আছে ঠোঁটটা।
গোকুলের ষাঁড়।
গোছ কাট্‌লে জমি খালাস।
গো-জন্ম ঘুচে গন্ধর্ব-জন্ম।
গোঁজামিল দেওয়া।
গোড়া কেটে আগায় জল।
গোড়া কেটে জলের ধারা,
মাথায় পা দিয়ে পায়ে ধরা।
গোড়ায় কোপ দেওয়া।
গোড়ায় গলদ।
গোডিম এখনো ভাঙে নি।
গোদা পায়ে মল, আল্‌তা পাশুলি।

গোদা পায়ের লাথি।

গোদাবেড়ি, ছাঁদন-দড়ি, এখন তুমি কার!
যখন যার কাছে থাকি, তখন আমি তার।

গোদের উপর বিষ-ফোঁড়া।

গোদেরে কয়ো না গোদ,
পীরিতে কয়ো পাণিফোট।

গোনা গরু বাঘে ধরে না।

গোনের নেয়ে, বেগোনে মরে বেয়ে।

গোঁপখেজুরে।

গোপাল সিংহের বেগার।

গোঁপ দেখ্‌লেই শিকারী বিড়াল চেনা যায়।

গোঁপ নেইকো কোন কালে,
দাড়ি রেখেছেন তোবড়া গালে।

গোঁপ রাখ্‌তেও ইচ্ছে, ঝোল খেতেও ইচ্ছে।

গোঁপে চাড়া দেওয়া।

গোঁপে তা দেওয়া।

গোঁপে তা দিয়ে উপর চাল চেলে বেড়ানো।

গোঁপে তা দিয়ে বুদ্ধি পাকানো।

গোঁপে আঠা, মুখে তেল।

গোঁপে তেল গাছে কাঁঠাল।

গোঁপে তেল দেওয়া।

গোবর-কুড়ে পদ্মফুল।

গোবর গণেশ।

গোবর গাদা উঁচু হলেই কি, রাজবাড়ী নীচু হলেই কি!
গোবর দিয়ে ঘাস এলান্।
গোবরে পদ্মফুল।
গোবরে পোকা গোবর খোঁজে।
গোবরে পোকা পদ্মমধু খেতে সাধ।
গোবরে পোকা পিদ্দিম নেভাবার আঁধি।
গোবেচারী।
গোভাগাড়েই শকুনি পড়ে।
গোভাগ্য নেই, এঁটুলি ভাগ্য আছে।
গোমড়কে মুচির পার্বণ।
গোমুখো বাঘ।
গোমুর্খ।
গোঁয়ার গোবিন্দ।
গোয়ালপাড়ার নৌকা হাটখোলার নীচে ডোবে।
গোয়ালার দই গোয়ালায় বাখ্নায়।
গোয়ালার চোঙা উপুড় কর্লেই নেই।
গোয়ালার দুধ, দুধে হাত পড়ে না,
জলের উপর দিয়েই যায়।
গোয়ালার ধর্ম কেঁড়ের বাইরে।
গোয়ালা ষাট বছরেও সাবালক হয় না।
গোঁয়ারের মরণ খোঁয়াড়ে।
গোলক-ধাঁধা।
গোলমালে চণ্ডীপাঠ।

গোলা তো খা' ডালা।

গোলা নেই তার লক্ষ্মীবার।

গোলাপ জল দিয়ে ছোঁচানো।

গোলাপে কাঁটা।

গোলাভরা আছে ধান, লক্ষ্মী আজও ফেরে নি।

গোলাম যদি বাদ্‌শা হয়,
    রাত্রিকালেও ছাতা বয়।

গোলামের লাথি, বাঁদির কিল,
    দাঁতে বালি, কুড়ুলে শিল।

গোলে হরিবোল।

গোলে হরিবোল দিয়ে গণ্ডায় এণ্ডা ব'লে সায় দেওয়া।

গোলমালে চণ্ডীপাঠ।

গোষ্পদে সমুদ্রজ্ঞান।

গোঁসাই ঠাকুর মরে, মান-রক্ষার তরে।

গোঁসাই দণ্ডবৎ,
    গরু চুরি কর্‌লে পরে দক্ষিণমুখী পথ।

গোঁসাই পূজার কলা।

গৌর-চন্দ্রিকার প্রয়োজন নেই।

গৌর হতে বাকি কি! গৌরবং ঘোর রৌরবম্।

গৌরী লো ঝি!
    তোর কপালে বুড়ো বর আমি কর্‌ব কি?

গ্রন্থী ভবতি পণ্ডিতঃ।

গ্রহণ লাগলে সবাই দেখে।

গ্রহণের চাঁদ।

গ্রহণের শ্রাদ্ধ যতদূর হয়।

গ্রহের ফের।

গ্রাম নষ্ট করে কানায়,
    আর বিল নষ্ট করে পানায়।

গ্রাম নাই তার আবার সীমানা।

গ্রামস্থ মণ্ডকো রাজা।

গ্রামে ঢিঢিকার হয়ে গেল।

গ্রামের নাম তেঘরে, তার আবার উত্তরপাড়া, দক্ষিণপাড়া।

ঘ

ঘট্‌কালি কর্‌তে গিয়ে বিয়ে করে আসা।

ঘট গড়্‌তে পারে না, কল্‌সী বায়না চায়।

ঘটি-কেনা গঙ্গাস্নান।

ঘটি ভাঙ্‌লে কাঁসারি পায়,
    ঝি রাঁড় হলে বাপের বাড়ী যায়।

ঘটির পেছনে দিয়ে আঠা,
    কোনরূপে দিন কাটা।

ঘটিরাম ডেপুটি।

ঘটে পটে পূজা।

ঘড়ীকে ঘোড়া ছোটে।

ঘণ্টার-গরুড় খাড়া থাকেন, কাচেন কাপের কাচ

ঘণ্টা বাজিয়ে দুর্গোৎসব, ইতুপূজায় ঢাক।

ঘনদুধের কৌঁটা, বড় মাছের কাঁটা।

ঘরকন্না কর্‌তে গেলে ঘটি বাটির সঙ্গে ঝগড়া হয়।

ঘরকন্নার কথা সকলের কাছে বল্‌তে নেই।

ঘর কর্‌বে গুটি গুটি, পুকুর দেবে একটি।

ঘর কর্‌ছে দুয়ার নেই।

ঘরকী মুরগী দান বরাবর।

ঘর চোরকে এঁটে উঠা দায়।

ঘর-চোরে পার নেই।

ঘরজামাই আধা চাকর সর্বলোকে বলে।
    বাপ-দাদার নাম নেই, ফল্‌নীর জামাই বলে।

ঘরজামায়ের নাম নাই,
    লোকে বলে ফল্‌নীর জামাই।

ঘর-জামাই ভাতার যার,
    কানের সোনা নিন্দে তার।

ঘর জামায়ের পোড়ামুখ
    মরা-বাঁচা সমান সুখ।

ঘর জ্বালানে, পর-ভুলানে।

ঘর থাক্‌তে বাবুই ভেজে।

ঘর নেই তার উত্তর শিয়র।

ঘর নেই তার দুয়ার বাঁধে।

ঘর নেই দরজা বাঁধে, মাগ নেই ছেলের জন্যে কাঁদে।

ঘর নেই বাড়ীর দুয়ার দে।

ঘর পড়্‌লে ছাগলেও পাড়ায়।

ঘর পুড়িয়ে খেলে কাঠের আকাল কি,
কর্জ ক'রে খেলে টাকার আকাল কি !

ঘর-পোড়া আলোদান।

ঘর-পোড়া কাঠের হিসাব।

ঘর পোড়া গরু সিঁদুরে মেঘ দেখ্‌লে ডরায়। The burnt child dreads the five.

ঘর-পোড়ার কাঠ, যা বেয়োয়, তাই খেল।

ঘর-পোড়ার আগুনে টিকে ধরানো।

ঘর-পোড়ার কাঠে টিকের আগুন।

ঘর পোড়ে, আগুন পোহায়।

ঘর পোড়ে, ফিঙে ধেঁায়া যায়।

ঘর বাঁধবে, ছাইবে না ;
ধার দেবে, চাইবে না ?

ঘর বাঁধতে দড়ি,
বিয়ে কর্‌তে কড়ি।

ঘর বাঁধো খাটো, গরু কেনো ছোটো।
বিয়ে করো কালো, তাই গেরস্থের ভালো॥

ঘর বলে নাম হোক্‌,
টোকা মাথায় দিয়ে থাক্‌তে হোক্‌।

ঘর বাসি, দোর বাসি,
গিন্নী করেন পঞ্চগ্রাসী।

ঘর ভেদে রাবণ নষ্ট।

ঘর-মুখো বাঙালী, রণ-মুখো সেপাই।

ঘর-যাওনী সরে পড়ে,
    দুয়ার-ধরণী পড়ে মরে।
ঘর-শত্রু বিভীষণ
    ঘর-সন্ধানী বিভীষণ।
ঘর-সন্ধানে রাবণ নষ্ট।
ঘর সর্বস্ব তোমার,
    চাবি কাঠিটি আমার।
ঘর স্থির আগে করে,
    গিন্নী স্থির তার পরে।
ঘরামির ঘর আল্‌গা।
ঘরামির ভাঙা ঘর,
    বদ্যির বউয়ের নিত্য জ্বর।
ঘরামির মট্‌কা আড়ুল।
ঘরে আবে অনৃধেরী,
    বাত কহ বনায়, জানিও পূরী বৈরী
ঘরেও ঢোকে পাও কাঁপে।
ঘরে চাল যার, দুয়ারে মাছ তার।
ঘরে চেরাগ নেই মসজিদে চেরাগ দেয়।
ঘরে ঘরে চুরি, তাই প্রাণে ধরি।
ঘরে থাকৃতে নানা নিধি,
    খেতে দেয় না দারুণ-বিধি।
ঘরে নাই, তাই খাই খাই
ঘরে নাই, তাই বড় খাঁই।

ঘরে নাই অষ্টরম্ভা,
বাহিরে কোঁচা লম্বা।
ঘরে নেই ঘটিবাটি,
কোমরে মেলাই চাবিকাঠি।
ঘরে নেই চাউল-পাত,
চড়িয়েছে ঘি-ভাত।
ঘরে নেই দশটি,
পথে পথে ষষ্ঠী।
ঘরে নেই ফুটো ভাঁড়,
ছোঁড়ার নাম দুর্গারাম।
ঘরে নেই ভাজাভুজা, নিত্য করে গোঁসাই পূজা।
ঘরে নেই ভাত, কোঁচা তিন হাত।
ঘরে নেই যা, বাছা মারে তা।
ঘরে নেই ভাত, ধর্মের উপোস।
ঘরে বসিয়ে মাইনে দেয়,
এমন মনিব কোথায় পায়।
ঘরে বসে রাজা উজীর মারা।
ঘরে বসে রাজার মাকে ডাইনি বলা।
ঘরে বাইরে একজন,
তবে হয় কৃষ্ণ ভজন।
ঘরে বাইরে সমান ভাব রক্ষা করা।
ঘরে ভাত না থাকলে শালগ্রামের সোনা বেচে খায়।
ঘরে ভাত নেই, দোরে চাঁদোয়া।

ঘরে ভাত নেই,
    যত্নে খাট নেই।
ঘরের ইঁদুরে বাঁধ কাটলে ধ'রে রাখে কে!
ঘরের কড়ি দিয়ে নায়ে ডুবে মরা।
ঘরের কথা পরেরে কয়, তারে কয় পর।
    চৈত্র মাস কাঁথা গায়, তারে কয় জ্বর॥
ঘরের কথা বাহির করা।
ঘরের কাঠ উইয়ে খায়,
    কাঠ কুড়াতে বনে যায়।
ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়ানো।
ঘরের গরু ঘরের ঘাস খায় না।
ঘরের গাছা, পেটের বাছা।
ঘরের গুণে সিকায় মাটী,
    যে আসে সে বিথায় বেটী।
ঘরের পাপ বুড়ী, পেটের পাপ মুড়ি।
ঘরের ঢেঁকীই কুমীর।
ঘরের ভাত দিয়ে শকুনি পোষে,
    গোয়ালের গরু টেঁকে বসে।
ঘরের মধ্যে তিনজন,
    হেসে গেল কোন্‌জন?
ঘরের মধ্যে আধমরা।
ঘরের মা ভাত পায় না, পরের জন্যে মাথা-ব্যথা।
ঘরের লক্ষ্মী পায়ে ঠেলা।

ঘরের লোহা কামারের দোকানে।

ঘরের শত্রু কান্না,
    পুকুরের শত্রু পানা।

ঘরের শত্রু বরযাত্র।

ঘরের শত্রু বিভীষণ।

ঘরের ষাঁড়ে পেটে ফাঁড়ে।

ঘরে শাক-সজনা,
    বাইরে বাবুয়ানা।

ঘরের মধ্যে শাক সিজে না,
    বার-বাড়ীতে ফুল-বিছানা।

ঘষ্‌তে ঘষ্‌তে পাথরও ক্ষয় হয়।

ঘষে মেজে রূপ, আর ধরে বেঁধে ভালবাসা।

ঘাটে এসে নাও ডুবানো।

ঘাটে গেছ্‌ল জায়ের মা, দেখে এল বাঘের পা।
    সে দেখ্‌ল, আমি শুন্‌লাম, মরি বর্তি বাঘ দেখ্‌লাম।

ঘাটের কড়ি।

ঘাটের নাও ঘাটে, মাঝি বেটা হাটে।

ঘাটের লাথি, হাটের কিল,
    যার কপালে যেমন মিল।

ঘাড় কেন কাত? ঐ এক জাত।

ঘাড়ে ভূত চাপা।

ঘাঁতে ঘাঁতে ফেরা।

ঘাগির পাল্লায় পড়া।

ঘাটের নৌকা ঘাটে রইল,
কাণ্ডারী কোথায় পালিয়ে গেল।
ঘাটের মড়া।
ঘাড়ে দুটো মাথা নেই, যে হুকুম মান্‌বে না।
ঘাপ্‌টি মেরে জাল ফেলা।
ঘানি গাছে তেল না দিলে সে কি সহজে ঘোরে ?
ঘানি টান্‌তে গাঁ সুদ্ধ ডাকা।
ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়া।
ঘায়েই মাছি বসে।
ঘা শুকালেও চিহ্ন থাকে।
ঘাসের নায়ের কাপড়ের পাল।
ঘাসের বীচি কি আমরা খাই।
ঘি আগুনের কাছে রাখ্‌লেই উনায়।
ঘি আড়ুড়, ঘোল-ঢাকা।
ঘি খেয়ে ছেলে উনায়,
কুঁড়ো খেয়ে ছেলে দুনায়।
ঘি দিয়ে ভাজ নিমের পাত,
তবু সে না ছাড়ে আপন ধাত।
ঘি ভাত খেতে ঠোঁট পুড়ল।
ঘুঘু দেখেছ ফাঁদ দেখনি।
ঘুঁটে কুড়নীর বেটী রাজ-নন্দিনী।
ঘুঁটে পোড়ে, গোবর হাসে।
ঘুঁটে কাঠ কুড়াতে গেনু, মহীপালের গীত পেনু।

ঘুঁটে কুড়নীর ব্যাটা ভাঙা গাঁয়ের মোড়ল।

ঘুঁটে কুড়নীর ব্যাটার নাম চন্দন বিলাস।

ঘুঁটে কুড়নীর ব্যাটা সদর নায়েব।

ঘুঁটে কুড়নির ব্যাটা স্বর্গে যায়।

ঘুড়ির প্যাঁচ।

ঘুন ধরা।

ঘুনসিতে কি করে,
 মুদোয় প্রাণ হরে!

ঘুম নেই যোগীর, ঘুম নেই ভোগীর ;
 ঘুম নেই রোগীর, ঘুম নেই শোকীর ;
 ঘুম নেই ধনীর, ঘুম নেই নির্ধনীর।

ঘুমন্ত বাঘকে চিতিও না।

ঘুমন্ত বাঘে শিকার ধরে না।

ঘুম মানে না ঢেলা বাড়ি,
 ক্ষিদে বাছে না চিঁড়ে মুড়ি।

ঘুরিয়ে নাও পণের টাকা,
 এমন বিয়েতে কাজ নেই কাকা।

ঘুরে ফিরে বারো,
 ঘরে বসে তেরো।

ঘুলিয়ে খায় গাধা,
 নাম হারামজাদা।

ঘুষ পেলে আমলা তুষ্ট।

ঘুষের টাকা ফুস্।

ঘৃতাদষ্টগুণং তৈলং মর্দনাৎ ন তু ভক্ষণাৎ।

ঘৃণা লজ্জা ভয়, তিন থাকতে নয়।

ঘেঁটুপুজোতে চিনির নৈবেদ্য।

ঘেঁটুপুজোতে ঢোল সানাই।

ঘেগের উপর শুকানী।

ঘোড়াও সওয়ার চেনে।

ঘোড়া চিনি কানে, দাতা চিনি দানে।
মানুষ চিনি হাসে, মণি চিনি ভাসে॥

ঘোড়াটাগু'টা, শরাটাগু'টা,
টায়ে টায়ে টায়ে মিলিয়ে দেওয়া।

ঘোড়া ডিঙিয়ে ঘাস খাওয়া।

ঘোড়া থাকলে চাবুক আট্‌কায় না।

ঘোড়া দেখলেই খোঁড়া হয়।

ঘোড়া না হইতেই চাবুক।

ঘোড়া ভেড়ায় একদর।

ঘোড়ায় জিন দিয়ে আসা।

ঘোড়ায় নাদে, খাসিকে কিলায়।

ঘোড়ার কামড়, ছাড়তে জানে না।

ঘোড়ার ক্ষুরে উড়ে গেল পলাশী পরগণা।

ঘোড়ার গোয়ালে গোদান।

ঘোড়ার গোয়ালে ভেড়া ঢোকা।

ঘোড়ার ঘাস কাটা।

ঘোড়ার ডিম।

ঘোড়ার পেট, গাধার পিঠ খালি থাকে কদাচিৎ।

ঘোড়ার শিং।

ঘোড়া-ভেড়ার একদর।

ঘোড়া হ'লে চাবুকে আটকায় না।

ঘোমটার মধ্যে খেমটা নাচ। An amorous dance, under a timorous veil.

ঘোর কলিকাল।

ঘোরে ফেরে আওয়ালিয়া,
তার নাম ছাওয়ালিয়া।

ঘোল, কুল, কলা, তিনে নাশে গলা।

ঘোল খাওয়ানো।

ঘোল মাগ্‌তে পিছনে ভাঁড়।

ঘোলের চূড়ো।

ঘোষ, বোস, মিত্র এরা কুলের অধিকারী।
অভিমানে বালীর দত্ত যান গড়াগড়ি॥

ঘোষের ব্যাটা পাল।

চ

চক্‌চক্‌ করলেই সোনা হয় না।

চক্রবৎ পরিবর্ত্তন্তে দুঃখানি চ সুখানি চ।

চক্ষুকর্ণের বিবাদ মিটানো।

চক্ষু চড়কগাছ।

চক্ষু ছানাবড়া হওয়া।

চক্ষু থাকিতে অন্ধ।

চক্ষু মুদিলে দুনিয়া অন্ধকার।

চক্ষুর কাজল গালে হৈল।

চক্ষুর বালি।

চক্ষুশূল।

চক্ষু স্থির।

চক্ষে আঙুল দিয়ে দেখানো।

চক্ষে চক্ষে যতক্ষণ, প্রাণ পোড়ে ততক্ষণ।

চক্ষে দেখলে শুন্‌তে চায়, এমন বোকা আছে কোথায়।

চক্ষে ধুলো দেওয়া।

চঞ্চু প্রবেশ, মুষল প্রবেশ।

চটকস্য মাংসং ভাগশতম্‌।

চটকাবাজি।

চড়কের ঢাকে কাঠি পড়লে, পিঠফোঁড়া সন্ন্যাসীর পিঠ চুলকায়।

চড় মেরে গড় করা।

চড় মেরে চড় খাওয়া।

চড়ান খোলার কামাই নেই।

চড়ের ঘায়ে তুচ্ছ,
ফুলের ঘায়ে মূর্ছ।

চতুরে ফতুর।

চতুরের সাজ চতুরালি।

চতুর্ভুজ হওয়া।

চতুরের শিরোমণি।

চতুবর্গ ফল লাভ।

চতে গুরু মতে শিষ্য।

চন্দনং ন বনে বনে।

চন্দ্র সূর্য অস্ত গেল, জোনাকীর পিছে বাতি।
মোগল পাঠান হদ্দ হ'ল ফারসী পড়ে তাঁতী॥

চন্দ্র সূর্য অস্ত গেল, জোনাকীর পিছে বাতি।
বিস্তার করলে পেটের পুত, কি করবে মোর নাতি॥

চন্দ্র সূর্য পাত হল, জোনাকির পিছে বাতি।
বাঘ পালাল, বেড়াল এল ধরতে এবার হাতী॥

চন্দ্র সূর্য তারা গেল, জোনাকি ধরে বাতি।
ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণ গেল, শল্য হ'ল রথী॥

চন্দ্র হৈতে বিষ বৃষ্টি।

চন্দ্রের জ্যোৎস্নাদানে উঁচু নীচু বিচার নাই।

চন্দ্রের ভঙ্গিমা দেখে তেঁতুল হ'লেন বাঁকা।

চ বৈ তু হি।

চম্পট দেয় লম্পটে, ভালর কিসের ভয়।

চরকা আমার ভাতার-পুত, চরকা আমার নাতি।
চরকার দৌলতে আমার দুয়ারে বাঁধা হাতী।

চরকী ঘোরানো।

চরকী বাজি করা।

চরকীমাৎ করা।

চরণামৃত, চরণামৃত, না জানি কি অমৃত, খেয়ে দেখি জল!

চর্বিত-চর্বণ।

চলচ্চিত্তং, চলদ্বিত্তং।

চলতে জানে না লাফড়িংরা,
পথকে বলে, হেটাটিঙ্‌রা।

চলতে না জানলে উঠানের দোষ।

চলতে পারে না তার বন্দুক ঘাড়ে।

চল্‌তে চলন ওদের ঘোড়া,
পরের বাড়ি খেতে গেলে পেটটি ভরা।

চললেই চল্লিশ বুদ্ধি, না চললে হতবুদ্ধি।

চলা ভাল নয় এক কোশ, বেটি ভাল নয় এক,
মাগা ভাল নয় বাপের কাছে, যদি বিধি রাখে টেঁক।

চাইলেই কি পাবে ?
খাস বাগানের আম নয় তো চোকলা কেটে খাবে !

চাউল আর তেঁতুল।

চাউল কলা যোগে বামুন।

চাললেই যত আউল।

চাকরী মেঘের ছায়া, মিছে কর তার মায়া।

চাকা যত জেরবার,
তত তার শোরশার।

চাকুরী, না গুখুরী।

চাকুরে কুকুরে সমান।

চাকের মধু মিষ্টি হত মৌমাছি যদি না র'ত।

চাখতে চাখতে হল শেষ
খাওয়া কি আর হল বেশ।

চাচা আপন চাচী পর,
    চাচীর বেটী বিয়ে কর।
চাচা আপন বাঁচা।
চাচা বল, কাকা বল, কাণাটি পাঁচ কড়া।
চাচা মরে সেও ভাল, তবু পরের কাস্তে হারিয়ে না ফেল।
চাট্‌লে চিতী, কাম্‌ড়ালে বোড়া।
চাটাইয়েঁ শুয়ে লাখ টাকার স্বপ্ন দেখা।
চাড় পড়লেই ফিকির বেরোয়।
চাতক রইল মেঘের আশে, মেঘ ঝরল অন্য দেশে।
চাঁদ-কপালে দীর্ঘ ফোঁটা,
    মুখে তার সরষে বাঁটা।
চাদরের বাইরে ঠ্যাং দেখে,
    মশার কামড় ধরে ছেঁকে।
চাঁদেরও গেরণ ধরে।
চাঁদেরও কলঙ্ক আছে।
চাঁদের আশীর্বাদ, ক্ষয় বৃদ্ধি বাঁধা।
চাঁদের কাছে জোনাকি পোকা, ঢাকের কাছে টেমটেমি।
চাঁদের গায়ে ছেপ ফেল্‌লে আপন গায়ে লাগে।
চাঁদের দিন, বুধের দশা।
চাঁদের হাট বসানো।
চাপ পড়লেই বাপ।
চাপলে বোঝা বাপের ঘাড়ে।
চাষের শরীর কাজে ক্ষয় হয় না।

চামচিকাও আবার পাখী।

চার কড়ার পিঠে খেয়ে বাপকে বলে শালা।

চারদিনকা চাঁদনি, ফের আঁধারে রাত।

চার পা তুলে বক্তৃতা করা।

চারপেয়ে জন্তুর ধরণই ঐ।

চারপোতায় এক ঘর।

চার পোয়া বুক হল।

চার ফেললেই মাছ পড়ে না।

চারদিক দিয়ে বেড়া, তবে ধর চাষের গোড়া।

চারদিকে সরষে ফুল দেখা।

চারে মাছ আনা।

চারের উপর চার দিয়ে ছিপ ফেলা।

চাল আছে, চুলো নেই।

চাল-কলাখেকো বামুন।

চালকুমড়ি করা।

চাল, চিঁড়ে, গুড়, তিন নিয়ে দিনাজপুর।

চালচিত্তির চটে গেছে, কাঠামো হয়েছে সার।
    ভোলানাথ, ভজতে তোমায় ভক্তি নেইক আর॥

চাল ছড়ালে কুড়ানো যায়,
    জল ছড়ালে কুড়ানো দায়।

চাল নেই তার ধুচ্‌নি নাড়া, নাক নেই তার নথ নাড়া।

চাল নেই তার ভাতে ভাত।

চাল নেই চুলো নেই, হাটের মাঝে রাজত্ব।

চাল না চুলো, ঢেঁকি না কুলো।
বিধাতা করেছে দোর বুলো বুলো ॥
চাল নেই, ধান নেই, গোলা-ভরা ইঁদুর।
চাল্‌তা-বেচুনি দোলায় চড়ে,
কোথায় কোন্‌দেশে জিগ্যেস করে।
চাল থেকে পড়্‌ল বিছে,
এই সত্য এই মিছে।
চাল ফুঁড়ে আলো বেরুলো।
চালয়েৎ সর্ব গাত্রানি, মলভাণ্ডং ন চালয়েৎ।
চালুনি করে ঘোল বিলানো।
চালুনি বলে সূঁচ তোর গায়ে কেন ছেঁদা ?
আপন দোষ দেখেন না, যার সর্বাঙ্গেই বেঁধা ॥
চালুনির তলা ঝর-ঝর করে,
চালুনি সূঁচের বিচার করে।
চালে খড় নেই, ঘরে বাতি,
বিছানা নেই পোহায় রাতি।
চালে ফলে কুষ্মাণ্ড,
হরির মার গলগণ্ড।
চালের ছনও থাক, বাজার মনও থাক।
চালের কত দর, না মামার ভাতে আছি।
চালের জল কখনও উজান যায় না।
চালের বাথায় মাণিক থুয়ে,
উলুবনে বেড়ায় হাতড়িয়ে।

চাষ করে খাচ্ছিল আবছুল, ছিল ভাল,
    চৌকিদারি নিয়ে আবছুল পরাণে ম'ল।
চাষা কি জানে কর্পূরের গুণ,
    শুঁকে শুঁকে বলে সৈন্ধব নূন।
চাষা কি জানে মদের স্বাদ।
চাষা যদি করে হিত,
    করতে করতে বিপরীত।
চাষার কেবল এগারমাস ছুঃখ,
    আর সকল মাস সুখ।
চাষার সঙ্গি কাস্তের ঠোক্কর।
চাষার চাষ, অন্যের হল বিলাস।
চাষার চাষ দেখে, চাষ করলে গোয়াল।
    ধানের নামে খোঁজ নেই, বোঝা বোঝা পোয়াল॥
চাষার ছেলে পাশা খেলে, নিত্য বলে দশ।
চাষার মুখ না আখার মুখ।
চাষার হাতে শালগ্রাম শিলা।
চাষের কোণা বাণিজ্যের সোনা।
চিকণ মোটা একদর।
চিড়ে কাঁচকলা পিরিত।
চিড়ে দই পেকে ওঠা।
চিড়ে বল, মুড়ি বল, ভাতের বাড়া নয়।
    পিসী বল, মাসী বল, মায়ের বাড়া নয়॥
চিড়ের বাইশ ফের।

চিংড়ীমাছ খেয়ে সোমবার নষ্ট।

চিংড়ীমাছ, গায়ে রক্ত নেই।

চিংড়ীমাছ পিছে হাঁটে।

চিতা চিন্তা দ্বয়োর্মধ্যে চিন্তা এব গরীয়সী।
চিতা হইতে নির্জীব, চিন্তা হইতে সজীব॥

চিতার মুখে গীতা,
মম হরয়ে কথা।

চিৎপাতের কড়ি উৎপাতে যায়।

চিৎ হয়ে শোও আর উপুড় হয়ে শোও, সেই পৈথানে দুই পা।

চিৎ হয়ে থুথু ফেললে নিজের মুখে পড়ে।

চিৎ হতে উপুড় হয় না।

চিত্ত সুখে গীত, আর পেটের সুখে নিদ্।

চিনন্ত লোকের কোঁচায় কাজ কি?

চিনি খেয়ে মেনি হওয়া।

চিনির পুতুল।

চিনির বলদ।

চিনির ভিতর বাহির সমান মিঠে।

চিনিস না চিনিস, খুঁজে দেখে কিনিস।

চিন্তা জ্বরো মনুষ্যাণাম্।

চিন্তের মায়ের চিন্তে—হাটের লোক শেখে কোথা!

চিরকাল সমান যায় না।

চিরকালের সাথী।

চিলকে বিল দেখানো।

চিল পড়লে কুটোটা না নিয়েও যায় না।

চিলে কান নিল শুনেই চিলের পিছনে দৌড়ানো।

চিলের ছোঁ।

চীনের শূয়ারের মত শরীরটা ঘাড়ে-গর্দানে।

চুনো পুঁটী নয়, একেবারে রুই-কাতলা।

চুনো পুঁটীর ফর্‌ফরানি।

চুনো পুঁটী রাঘব-রোয়ালের খাদ্য।

চুরি তো চুরি, আরও জারিজুরি।

চুরি বিদ্যা বড় বিদ্যা, যদি না পড়ে ধরা।
যদি পড়ে ধরা তবে হাতে পায়ে দড়া।

চুল কাটলে হয় ডালে-পালে,
নাক কাট্‌লে নয় কোনও কালে।

চুক্‌লি না কাটলে চল্‌বে কেন?

চুলকিয়ে ঘা করা।

চুল চিরে বিচার করা।
চুল চিরে ভাগ করা।

চুল থাকে তো বাঁধি,
গুণ থাকে তো কাঁদি।

চুল ধরতে মূল নেই!

চুল নেই তার খোঁপাবাঁধা।

চুল নেই তার তেড়ি কাটা।

চুল নেই, মাগী চুলেরে কাঁদে
কচুপাতার টিপ্‌লা খোপা বাঁধে।

চুলার উপর ক্ষীর, মন নহে থির।

চুলের টিকি দেখা.ভার।

চুলের নামে খোঁজ নেই, তার বোঝ পাঁচ ছয় দড়ি।

চুলের পোকা বাহির করা।

চূড়ার উপর ময়ূর-পাখা।

চূণ খেয়ে গাল পুড়েছে, দই দেখলে ভয়।

চেটার পো চেটায় থাক্‌লেই ভাল।

চেতনেতে অচেতন,
 পীরিতে যারে টানে মন।

চেনা বামুনের পৈতা লাগে না। Good wine needs no bush.

চেয়ে চেয়ে চোখের ক্ষয়,
 পর-ভরসা কিছুই নয়।

চেয়েছেন জীরে, পেয়েছেন হীরে।

চেষ্টা অন্তে দুঃখ খণ্ডে।

চেষ্টার অসাধ্য কাজ নেই।

চৈতে কুয়া ভাদরে বান,
 নরের মুণ্ড গড়াগড়ি যা ।

চৈত্তে গিমা তিতা, বৈশাখে নালিতা মিঠা, জ্যৈষ্ঠে অমৃত ফল। আষাঢ়ে খই, শাওনে দৈ, ভাদরে তালের পিঠা. আশ্বিনে শশা মিঠা, কার্ত্তিকে খল্‌সের ঝোল। আগনে ওল, পৌষে কাজি, মাঘে তেল, ফাগুনে চূড়ান্ত বেল॥

চৈত্র মাসে রাস।

চোখ কাণা বলে কি ঘুমের ঘাট আছে।

চোখ ঠারে, বুড়োয় মারে।

চোখ তুলে গাল দেওয়া।

চোখ থাক্‌তে কানা।

চোখ দিয়েছেন বিধি, দেখ নিরবধি।
মন্দভাবে চাও, চোখের মাথা খাও।

চোখ বুজলেই সব আঁধার,
চোখ চাইলেই সব আমার।

চোখ বুজে অনেক দেখা।

চোখ যা দেখে না,
মন তা মানে না।

চোখা কড়ি, রোখা মাল।

চোখে অঞ্জন, দাঁতে লবণ, পেট ভরিব তিন কোন।
ভাত খাইব গুলি গুলি, তবে হয় দেহের উলী।
একেবারে না দিহ ভরা, আছুক লাভ মূল হারা॥

চোখে আঙুল দিয়ে দেখানো।

চোখে কানে ছমাসের পথ।

চোখে চোখে যতক্ষণ,
প্রাণ পোড়ে ততক্ষণ।

চোখে ঠুলি কলুর বলদ।

চোখে দেখলে শুনতে চায়,
এমন বোকা আছে কোথায়!

চোখে ধূলা দেওয়া।

চোখে ভেল্কি লাগানো।

চোখে পর্দা নেই।

চোখের আড়ালেই মনের আড়াল।

চোখের দোষে সব হলদে।

চোখের বালি।

চোখের মাথা খাওয়া।

চোখে সরষে ফুল দেখা।

চোখে মুখে কথা কওয়া।

চোদ্দ শাকের মধ্যে ওল পরমমাণিক।

চোরকে বলে চুরি করতে,
গৃহস্থকে বলে সজাগ থাকতে।

চোর খোঁজে অন্ধকার।

চোর চায় ভাঙাবেড়া।

চোর ছিনাল চোপায় দড়,
আগে বায় শীতলা মাড়।

চোর-ডাকাতের ভয়, পেট পুড়লে হয়।

চোর-দায়ে ধরা পড়া।

চোর দিয়ে চোর ধরা, কাঁটা দিয়ে কাঁটা তোলা।

চোর না ছ্যাঁচড়্।

চোর পালালে বুদ্ধি বাড়ে। Wise after the event.

চোর মজে সাত ঘর মজিয়ে।

চোর মরে কাশে,
বামুন মরে আশে।

চোর ভাল তো বেকুব ভাল না।
চোর যদি যায় সাধুর কাছে,
স্বভাব যায় তার পাছে পাছে।
চোর শূকরের একই পথ।
চোর সেবক, চোরা গাই, খল পড়্শী দুই ভাই।
দুষ্টা নারী, পুত্র জুয়াড়, বলে ডাক—কর পরিহার।
চোরা কয় বুদ্ধি দি,
বাকী আর রাখ্লি কি!
চোরা গরুর সংগে কপিলার বন্ধন।
চোরা গোপ্তা মারছেন।
চোরা না শোনে ধর্মের কাহিনী।
চোরা থুয়ে নিচোরায় ধরে,
চোরা নাচে আপনার ঘরে।
চোরার পার্বণ গলি খেয়ে খায়।
চোরার পো চোরা, কিছু কইলাম না।
কইলেও না, বাকি থুইলেও না॥
চোরে কামারে দেখা নাই, সিঁদকাঠি গড়া।
চোরে কামারের মতো সাক্ষাৎ।
চোরে চোরে আলি,
এক চোরে বিয়ে করে আরেক চোরের শালি।
চোরে চোরে মাসতুতো ভাই।
চৌরে গতে বা কিম্ সাবধানম্।
চোরের আবার পুরুত।

চোরের এক রাত, গেরস্থের শতেক রাত।

চোরের উপর বাটপাড়ি।

চোরের উপর রাগ করে মাটিতে ভাত খাওয়া।

চোরের কথায় কোথা কে করে প্রত্যয়।

চোরের কৌপীনটাও লাভ।

চোরের গরু গোয়ালে বাঁধা।

চোরের দশদিন, সাধুর একদিন।

চোরের ধন বাটপাড়ে খায়। Ill got, ill spent.

চোরের বাড়ী বালাখানা।

চোরের বুদ্ধি ঘোরে ঘোরে।

চোরের মন পুঁই আদাড়ে।

চোরের মন বোচকার দিকে।

চোরের মা কাঁদে, আর টাকার পুঁটলি বাঁধে।

চোরের মায়ের কান্না, উগ্‌রাবারও নয়, ফুক্‌রাবারও নয়।

চোরের মায়ের কুরকুটী,
অন্ধকার ঘুরঘুটি।

চোরের মায়ের বড় গলা,
খেতে চায় সে দুধকলা।

চোরের রাত্রিবাসই লাভ।

চোরের শিরোমণি।

চোরের সর্দার।

চোরের সাক্ষী গাঁটকাটা, শুঁড়ির সাক্ষী মাতাল।

চৌকিদারি ঝকমারি।

চৌঘরি মাত।

চৌদ্দ পোয়া হওয়া।

চৌদ্দ হাত কাপড়ে কাছা আঁটে না।

চৌরে গতে বা কিমু সাবধানম্—No use shutting the stable door after the steed is stolen.

চ্যাঙ্ উজায়, ব্যাঙ্ উজায়, খল্‌সে বলে আমিও উজাই।

ছ

ছকড়া নকড়া করা।

ছক্কা-পাঞ্জা করা।

ছবুড়ির ফলে অমৃতি হারানো।

ছমাসের ধনই ধন, দশ মাসের পুতই পুত

ছয় চোখে ক্ষয়।

ছয় নয় করা।

ছল করে জল আনা।

ছলে বলে কলে কৌশলে।

ছলে বলে বাসনা খায়,
পরকালের কাজ গুছায়।

ছলের যুদ্ধ পাশায়।

ছলে হোক্, বলে হোক্।

ছাই খুঁড়তে আগুন।

ছাই চাপা আগুন।

ছাইচের জলে খাবি খায়।

ছাইতে ঘি ঢালা।

ছাইতে না জানি, গোড় চিনি।

ছাই পায় না, মুড়কি জলপান।

ছাইপেতে কাটা।

ছাই ফেল্‌তে ভাঙা কুলো।

ছাই ভস্ম খাওয়া।

ছাই মাখ্‌লে যদি সন্ন্যাসী হয়, চালকুড়া কেন বাকি রয়

ছাইমুঠো ধরলে সোনামুঠো হয়।

ছাইয়ের কুকুর ছাইয়ে লুটায়।

ছাগ-বলিদানের ব্যাপার।

ছাগ দিয়ে যব মাড়ানো।

ছাগল পোষে পাগলে, হাঁস পোষে অন্ধে।
ফিরে না এলে সন্ধ্যেবেলায় দুয়ারে বসে কান্দে॥

ছাগলে কি না খায়, পাগলে কি না গায়!

ছাগলে বলে, আজুনি খেলুম্, গৃহস্থ বলে প্রাণে মলুম।

ছাগলে বিয়ায়, শেয়ালে খায়।

ছাগলের কল্যাণে মোষ বলি।

ছাগলের কাজ কি যব-মাড়া?
ছাগলের পায়ে যদি যব মাড়ে,
তবে কেন লোকে বলদ জোড়ে!

ছাগলের পাড়ায় ধান পড়ে না।

ছাগলের পায়ে যদি যব মাড়ে,
তবে কেন লোকে বলদ জোড়ে!

ছাগলের শিঙে আঁকুশি লাগানো।

ছাঁচেকাট, ভাঙ্গো মাথা,
ছাড়ব না বড়াইয়ের কথা।

ছাঁচের জলে খাবি খায়,
সমুদ্র পার হতে চায়।

ছাতা দিয়ে মাথা ঢাকা।

ছাতা বলে গাঁ আমার।

ছাতারের কেত্তন।

ছাতারের নৃত্য দেখে ময়ূর পাখী হাসে।

ছাতুর হাঁড়িতে বাড়ি পড়া।

ছাত্রানাং অধ্যয়নং তপঃ।

ছাঁদন দড়ি, গোদা বেড়ি,—
যে আমার আমি তারি।

ছায়াকে লাথি মার্‌লে সেও লাথি মারে।

ছাওয়াল কুশলে থাক্‌, করে খাব কামাই।
বিস্তর কর্‌ল পেটের পুতে, কি কর্‌বে জামাই॥

ছারপোকার কামড়।

ছারপোকার বিয়েন।

ছারে খারে দেওয়া।

ছিচঁকাঁদুনে নাকে ঘা, রক্ত পড়ে চেটে খা।

ছিঁড়ল দড়া তো ছুটল ঘোড়া।

ছিঁড়লে সুতো, না যায় গাঁথা, গাঁট দেব তার কত।
ঘুচ্‌ল আলাপ তোর সনে মোর এ জনমের মত।

ছিঁড়ি কুটি নিজের সুত,
    মারি ধরি নিজের পুত।
ছিঁড়ে ছিঁড়ে কাটুনি,
    পুড়ে পুড়ে রাঁধুনি।
ছিনালের চাল,—
    রাঁধে মোরগ, বলে ডাল।
ছিনে জোঁক।
ছিরিও নেই, ছাঁদও নেই।
ছিল ঘুঁটে কুড়ুনি, পেয়েছে রাজপুত্তুর বর।
    মুড়ি-মুড়্কি দেখে বলে, কি গাছের ফল।
ছিল ঢেঁকি, হল শূল, কাট্‌তে কাট্‌তে নির্মূল
ছিল না কথা, হল গাল,
    আজ না হয়, হবে কাল।
ছিল যত নাড়াবুনে, হ'ল সব কীর্ত্তুনে;
    কাস্তে ভেঙে গড়ায় করতাল।
ছিলাম বালুচরে, উঠ্‌লাম নায়,
    বাঁধল লট্‌পটি, যা করে খোদায়।
ছিলাম ভাল শুয়ে বসে,
    কাল করল বৈদ্য এসে।
ছিলাম রোগী, হলাম রাজা।
ছুঁচ্ কিন্‌তে শাবল হারানো।
ছুঁচ্ চলে না; কুড়ুল চালায়।
ছুঁচ্ গড়্‌তে পারে না, বন্দুক বায়না নেয়।

ছুঁচ, সোহাগা, সুজন—

ভাঙে গড়ে তিন জন।

ছুঁচ হয়ে ঢুকে, ফাল হয়ে বেরোয়।

1. Acts like the thin end of the wedge.

2. Give him an inch & he will take an eel.

ছুঁচের মুখ আর ছুচল হয় না।

ছুঁচো মেরে হাত গন্ধ।

ছুঁচো যদি আতর মাখে,

তবু কি তার গন্ধ ঢাকে।

ছুঁচোর গন্ধে রক্ষা নেই, বোট্‌কা গন্ধ কয়।

ছুঁচোর মল ওষুধে লাগে,

ছুঁচো গিয়ে পর্বতে হাগে।

ছুঁচোর কিচ্‌মিচি।

ছুঁচোর কেত্তন।

ছুঁচোর গন্ধ আতর দিলে যায় না।

ছুঁচোর গোলাম চাম্‌চিকে,

তার মাইনে চৌদ্দ সিকে।

ছুঁচোর ছেলে বুঁচো।

ছুঁচোর ঘরে আতসবাজি।

ছুঁচোর বিষ্ঠায় পর্বত করা।

ছুঁচো মেরে হাত গন্ধ করা।

ছুঁচোর সঙ্গে বাস, তার গায়ে ছুঁচোর বাস।

ছুতারের তিন মাগ ভানে কোটে খায়।

তত তার থাকে নাকো যত তার যায় ॥

ছুরি আর কাটারি।

ছেঁড়া কচুর পাত,
এক মাগকে ভাত দেয় না, আবার মাগের সাধ।

ছেঁড়া কাঁথায় শুয়ে থাকে,
লাখ টাকার স্বপ্ন দেখে।

ছেড়া কাপড়, রুক্ষ মাথা,
দুঃখ বলে যাব কোথা!

ছেঁড়া চুলে খোঁপা বাঁধা।

ছেঁড়া ন্যাকড়ার পুতুল।

ছেঁড়া পাতায় বাজ পড়ে না।

ছেড়ে দে মা, কেঁদে বাঁচি।

ছেঁদা ঘটী, চোরা গাই, চোর পড়্শী, ধূর্ত ভাই।
মূর্খ ছেলে, ভার্যা দুষ্ট, এই ছয়টি বড় কষ্ট।

ছেঁদা ভাঁড়ে জল রাখা।

ছেঁদো কথা, মাথার জটা,—
খুল্‌তে গেলে বিষম লেঠা।

ছেদ্দার ছাই, হাত পেতে খাই

ছেঁড়া ছালায় বালাম চাল।

ছেঁড়া বস্তায় খাসা চাল।

ছেড়ে কথা কওয়া।

ছেড়ে দিয়ে তেড়ে ধরা।

ছেপ্ দিয়ে লেপ ঢাকা।

ছেলে আমার তোতা পাখী।

ছেলে একবার বিগ্‌ড়ে গেলে, সুপুত হওয়া ভার

ছেলেকে নাই, বুড়োকে খাঁই।

ছেলে ধর তুমি ভাই, আমি তোমার ভাত খাই।

ছেলে নয়, পরশ-পাথর।

ছেলে নয় তো. পুতলে গাছ হয়।

ছেলে নষ্ট হাটে, বৌ নষ্ট ঘাটে।

ছেলে না হবার এক জ্বালা,
ছেলে হবার শতেক জ্বালা।

ছেলে বাড়ে না বাপ-মার দোষে,
বাপ-মা বলে,—অল্প বয়সে।

ছেলে ফোলে বাঁচ্‌তে, বুড়ো ফোলে মর্‌তে।

ছেলে মার কাপড় ছেঁড়ে, আপন ক্ষতি, আপনি করে।

ছেলে মেয়ে পুষ্যি, এতো যমের কুষ্যি।

ছেলে মুখে বুড়ো কথা ভাল লাগে না।

ছেলে যেন আটাশে, বুড়ো যেন বাতাসে!

ছেলে যেন হীরের টুক্‌রো।

ছেলের বুদ্ধি ঠোঁটে, বুড়োর বুদ্ধি পেটে।

ছেলের নামে পোয়াতি ভোজন।

ছেলের মত হাত পা, বুড়োর মত কথা।

ছেলের মুখে বুড়োর কথা, শুন্‌তে করে মাথা ব্যথা।

ছেলের হাড়ে, বুড়োর চামে, গ'ড়ে গেছে দারুণ যমে

ছেলের হাতে কলা দিলে ঝানু বুড়োর মন মেলে।

ছেলের হাতে ফল দেখলে কাকেও ছোঁ মারে।
ছেলের হাতের মোয়া নয় যে ভোগা দেবে।
ছেলের হাতের কলা।
ছোট কলসীর বড় কানা।
ছোট কাঁটাটি ফোটে পায়, তুলে ফেল, নইলে দায়!
ছোট কালে মারে মা, তার দুঃখ ঘোচে না।
ছোট চাবিতে বড় তালা খোলে না।
ছোট না থাক্‌লে বড়র আদর হয় না
ছোট মাগ পাটরাণী, বড় মাগ ধানভানানী।
ছোট মুখে বড় কথা শুনে অঙ্গ জ্বলে।
ছোটর কাছেই বড়র আদর।
ছোট লোক এক জাতই স্বতন্ত্র।
ছোটলোকের কথা,—কচ্ছপের মাথা।
ছোটলোকের ছেলে যদি জমিদারী পায়।
কানের গোড়ায় কলম গুঁজে খেম্‌টা নাচায়॥
ছোটলোকের বীজের দোষ।
ছোট লোকের সাথে সম্বন্ধ করা,—
আর গোদা পায়ের লাথি খাওয়া।
ছোট সরাটি ভেঙে গেছে, বড় সরাটি আছে,
নাচ কোঁদ কেন বউ, আমার হাতের আন্দাজ আছে
ছোঁড়া তীর ফেরে না।
ছোঁড়া, না নাটের গোড়া।
ছোলা দাঁতে গোলা মিশি

জ

জগতে কিছুই নূতন নাই।

জগতে ভাল কে? যার মনে লাগে যে।

জগৎ জুড়ে জাল ফেলেছে, পালিয়ে বাঁচবি কোথা?

জগৎ শেঠ আর কি!

জগৎ প্রাণং হরেৎ প্রাণং জীবনং জীবনং হরেৎ
 যশো হরেৎ কিমাশ্চর্যং, প্রাণদা যমদূতিকা।

জগন্নাথে গেলে, হাড়ির ঝাঁটা মেলে।

জগন্নাথের আটকে বাঁধা।

জগন্নাথের প্রসাদ।

জগাখিচুড়ি পাকানো।

জঙ্‌লা কভু পোষ না মানে, সদা মন তার
 কেওড়া বনে।

জঙ্‌লা পাখীর ডিমও লাভ।

জটায়ু পক্ষীর রথ গেলা।

জড় কাটে তলে তলে, উপরে তবু জল ঢালে।

জড়ভরত।

জড়ভরতের মত হওয়া।

জড়ের বাঁশ পড়ে না।

জন, জামাই, ভাগ্‌না, তিন নয় আপনা।

জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী।

জন-বল বড় বল, জনের সঙ্গে কি ধনের বল!

জনমদুখিনী সীতা, নাই মাতা, নাই পিতা।

জনম হারাই তবু ক্ষেপ হারাই না—I may lose life but shall miss no chance.

জন্ম গেল ছেলে খেয়ে, আজ বলে ডা'ন।

জন্ম জ্যাঠা ফচ্‌কে ছোঁড়া।

জন্মফলারে যজমেনে বামুন।

জন্মভূমি সকল দেশের সেরা।

জন্ম মাত্রে বলে ডাক, পো এড়িয়ে পোয়াতী রাখ।

জন্ম, মৃত্যু, বিয়ে, তিন বিধাতারে নিয়ে।

জন্ম হোক্ যেমন তেমন, কর্ম হোক্ মানুষের মতন।

জন্মে করেনি লক্ষ্মীপূজা, একেবারে দশভূজা।

জন্মে জোলার মাগ নেই, পুতের কিরা কাটে।

জন্মে দেখেনি লোহার মুখ, কোদালকে বলে বড় ছুঁচ।

জন্মের মধ্যে কর্ম নিমাইয়ের, চৈত্র মাসে রাস।

জন্মের সাথেই মৃত্যুর বাস।

জপ তপ কর কি! মরণে হুঁসিয়ার।

জপ তপ কর কি? মরতে জানলে ডর কি!

জপ নেই, তপ নেই, ভস্মমাখা গায়।

জপ নেই, তপ নেই, কপালজোড়া ফোঁটা!

জপ নেই, তপ নেই, ফটিকে রাঙা থোপ।

জবা ধোপা, নবা ধোপা,
সব ধোপার এক চোপা।

জব বরষতা তব গরজতা নহী,
জব গরজতা তব বরষতা নহী।

জমি অভাবে উঠান চষি।

জমি নাই তার জমিদারী।

জয়কালের ক্ষয় নেই, মরণ কালের ওষুধ নেই।

জরু, গরু, ধান, তিন রাখ বিদ্যমান।

জল উঁচু, জল নীচু।

জল উঁচু-নীচু বলনের শিরোমণি।

জল এগোয়, না তৃষ্ণা এগোয়!

জল কাটলে দুভাগ হয় না।

জল কেটে শেওলায় বাধে।

জল খেয়ে জলের বিচার।

জল খেয়ে জাত জিজ্ঞাসা করা।

জল জল বৃষ্টির জল, বল বল বাহুর বল।

জল, জোলাপ, জোচ্চুরি, এই তিন নিয়ে ডাক্তারি।

জল দিয়ে জল বের করা।

জল দেখলে মুত বারে, সতীন দেখলে রীষ চড়ে।

জল না খেয়ে থাকবে তুমি, না মরি তো দেখব আমি।

জল নেড়ে জোঁকের বল বোঝা,
বেড়া নেড়ে গেরস্থের মন বোঝা।

জলবিন্দুনিপাতেন ক্রমশঃ পূর্যতে ঘটঃ।

জলেই জল বাঁধে।

জলেই জল টানে।

জলেও নামন নাই, সাঁতারও শিখন নাই।

জলে জল মিশে যায়।

জলে তেলে মিশ খায় না।
জলে কুমীর ডাঙ্গায় বাঘ।
জলে জল দেওয়া।
জলে পাথর পচে না।
জলে বাস করে কুমীরের সঙ্গে বাদ।
জলে ভাঁসিয়ে দেওয়া।
জলের আলপনা।
জলের উপর আঁক কাটা।
জলের কুমীর ডাঙ্গায় এল।
জলের গতি নীচের দিকে।
জলের ছিটা দিয়ে চইড়ের গুঁতা খাওয়া।
জলের তিলক।
জলের বুদ্বুদ।
জলের রেখা, খলের পীরিত।
জলের শত্রু পানা, গ্রামের শত্রু কানা।
জলের উপর তেলের ফোঁটা!
জলের ছিটেয় গলে যাওয়া।
জলে শিলা ভেসে যায়, বানরে সঙ্গীত গায়,
দেখিলেও না করি প্রত্যয়।
জহুরী জহর চেনে।
জাগন্তকে জাগানো যায় না।
জাগন্ত ঘরে চুরি নাই।
জাগরণে ভয়ং নাস্তি।

জা-জাউনী আপনাউনী, ননদ মাগী পর।
    শ্বাশুড়ী মাগী গেলে পরে হব স্বতন্তর ॥

জাত আন্দাজ করা।

জাতও গেল পেটও ভরল না।

জাত কাকের ছা,
    বাসায় করে রা।

জাত খোয়ালেই বোষ্টম।

জাতগোয়ালার কাঁজি ভক্ষণ।

জাত-বেহারার ঘাড়ে চড়া।

জাত-ব্যবসা নরের ভূষা,
    আর সব ফাঁসাফুশা।

জাত ভিখারীর ভেকে কাজ কি!

জাতস্য হি ধ্রুবো মৃত্যুঃ।

জাত-স্বভাবে মৃগী-বাই,
    এ রোগের আর ওষুধ নাই।

জাতে জাত টানে, গাঁতে গাঁত টানে,
    গোদে সাত পুরুষ টানে।

জাতের মেয়ে গাঁতে মরে।

জান না তো কত ধানে কত চাল!

জান বাচ্চা এক গাড়।

জানলেই ভয়, না জানলে কিছুই নয়।

জানামি ধর্ম্মং ন চ মে প্রবৃত্তিঃ
জানাম্যধর্ম্মং ন চ মে নিবৃত্তিঃ।
ত্বয়া হৃষিকেশ হৃদিস্থিতেন
যথা নিযুক্তোঽস্মি তথা করোমি ॥

জানি নে পারি নে নেইকো ঘরে,—
এ তিন কথায় দেবতা হারে।

জানু ভানু কৃশানু শীতের পরিত্রাণ।

জানেন না কিরি-মিরি,
করতে আসেন দারোগা-গিরি।

জানে না, শোনে না মূলে, মাকে ডাকে ঠাকরুণ ব'লে।

জানে না, শোনে না বামন,
চানার ক্ষেতে বোনে আমন।

জাবর কাটা।

জামাই এল কামাই করে, বস্‌তে দাও গো পীড়েঁ।
জলপান করতে দাও গো সরু ধানের চিঁড়ে॥

জামাই কিছু মিছু খেয়ে এস।

জামাই পিঠা খাবি? না খাবি তো নাই!

জামাইয়ের গোদে শয্যা পুড়্‌ল, মেয়ে শোবে কোথা।

জামাইয়ের জন্য মারে হাঁস
গুষ্টিসুদ্ধ খায় মাস।

জামাইয়ের বড় কোঁচার ফের,
দু'কুড়ি কড়ি সুতার ফের।

জামাইয়ের ভাই গোঁজের আলো।

জামাইয়ের লাগি পিঠা বানাই,
    এসে খায় জামাইয়ের ভাই।
জামাতা দশমো গ্রহঃ।
জামাতা কদ্ বৃক্ষ।
জামাতা, ভাগিনা, যম আপনার নয়।
জামীন হয় দিতে,
    গাছে ওঠে মর্‌তে।
জায়গা জেনে বসি, জমি জেনে চষি।
জালছেঁড়া-পলোভাঙা—
    এ মাছ শক্ত তুল্‌তে ডাঙা।
জাল-জালিয়াতে প্রকৃত শুভঙ্কর।
জালে জড়িয়ে পড়া।
জাহাজী গোরা।
জাহাজের কাছে জেলের ডিঙি।
জাহাজের নিচে নঙ্গর।
জাহাজের মাস্তুলের ভর কি জেলে ডিঙ্গিতে সয়!
জিভ পুড়ল আপ্তদোষে,
    কি করবে আমার হরিহর দাসে।
জিভ্ লক্ লক্ করা।
জিভ্ সেলাই করা।
জিভের জল আসা।
জিভে দাঁতে সম্বন্ধ।
জিভের আড় ভাঙা।

জিহ্বারে দিও না নাই,
জিহ্বা বলে—আরো খাই ।
জিলিপির প্যাঁচ ।
জিলিপির ফেরে চলা ।
জিসৃকী লাঠি, উসৃকী ভৈঁস ।
জীব দিয়েছেন যিনি,
আহার দেবেন তিনি ।
জীবন কাঠি, মরণ কাঠি ।
জীবনের জোয়ার-ভাঁটা ।
জীয়ন কাঠি, মারণ কাঠি ।
জীয়ন্তে না দিলে ভুড়ি,
মলে দেবে বেনাগাছ মুড়ি ।
জীয়ন্তে না দিলে ভাত দলাটা,
মলে দেবে কীর্তন পালাটা ।
জীয়ন্তে পোকা পড়ানো ।
জীয়ন্তে মরা ।
জীর্ণমন্নং প্রশংসয়েৎ ।
জুতো মেরেছে, অপমান তো করে নি ।
জুতো শিলাই থেকে ইস্তক চণ্ডীপাঠ ।
জুড়ে বসলেন উড়ে এসে ।
জুলুমে ভাজা-ভাজা হওয়া ।
জেগে ঘুমানো ।
জেগে যে ঘুমায় তারে জাগানো দায় ।

জ্যেঠারে জ্যেঠা,
ধরেছে পেয়াদা বেটা !
কেটারে তোর জ্যেঠা ?
ভাল সাবাস্ আমার সঙ্গের ভাই-বেটা।

জেনে শুনে খেলে গু,
কাজ কি পরে সিঁটকে মু !

জেলের পরণে টেনা,
শিকারির কানে সোনা।

জৈসা দেওগে, ঐসা পাওগে।
জোঁকের গায়ে জোঁক বসে না।
জোঁকের মুখে নুন পড়া।
জেলের আগে পোট্‌কা ধায়।
জো গরজতা হৈ ওহ বরসতা নহী।
জো পেলে জোলাও বোনে।
জোড়া ভুরু, নাটের গুরু।
জোড়ের পায়রা।
জোয়ার নায়ের মাঝি।
জোয়ার মাত্রেরই ভাটা আছে।
জোয়ারের গুয়ের মত ভেসে যাওয়া।
জোয়ারের জল।
জোয়ারের জল কতক্ষণ।
জোয়ারের জলের মত বেড়ে ওঠা।

জোয়ারের পর ভাটার টান।

জোর যার মুল্লুক তার।

জোরার নাইয়া

বে-জোরায় মরে বাইয়া।

জোরের চেয়ে কৌশলে কাজ বেশী।

জোরের লাঠি নিজেরেই বাজে।

জ্যোছনাতে ফটিক ফোটে,

চোরের মায়ের বুক ফাটে।

জ্ঞাতির শত্রু জ্ঞাতি।

জ্ঞাতিশত্রু সব খান্

কুকুরেরও হয় না গঙ্গাস্নান।

জ্ঞানেন হীনাঃ পশুভিঃ সমানাঃ।

জ্বর আর পর, খেতে না দিলেই পালায়।

জ্বরকে ডরাই না, কাঁপুনিকে ডরাই।

জ্বর না ডর, কাঁপে থর-থর।

জ্বরে কিবা করে!

বাতিকে পুড়িয়ে মারে।

জ্বরে পায় না, পরে পায়।

জ্বরো ভিটায় তোলে ঘর,

যে আসে তারই জ্বর।

জ্বরো রুগীর অম্বলে রুচি।

জ্বলন্ত আগুনে ঘি পড়া। To add fuel to fire.

জ্বলন্ত আগুনে আহুতি।

জ্বালা দিতে নেই ঠাঁই,
    জ্বালা দেয় সতীনের ভাই।

জ্বালার উপর জ্বালা।

জ্বালার উপর পালার বাড়ি।

জ্যাঠাকে গঙ্গা যাত্রা।

জ্যাঠার শিরোমণি।

ঝক্‌মারির মাশুল।

ঝগড়াঝাটির হদ্দ।

ঝগড়াটে না ঝগড়া করে,
    মাদার গাছে পাছা ঘষে মরে।

ঝগড়াটে লোক যারা ঝগড়া নাহি পায়।
    বেনা-গাছে পাছা চুল্‌কে গড়াগড়ি যায়॥

ঝড় গিয়ে ঝাঁপি, বয়স গিয়ে বিয়ে।

ঝড়্‌তি-পড়্‌তি।

ঝড়ে কাক মরে,
    ফকিরের কেরামতি বাড়ে।

ঝড়ে ঘর পড়ে,
    ফকিরের কেরামৎ বাড়ে।

ঝড়ের আগে হাল ছেড়ো না—Don't hallo before you are out of the wood.

ঝড়ের মুখে শুক্‌নো পাতা।

ঝড়ের সময় খই ভাজে।

ঝাঁকে ঝাঁকে টিয়া পড়ে,
যার যা আধার সেই তা ধরে।

ঝাঁকের কই ঝাঁকে যায়। The lost sheep return to the flock.

ঝাঁঝরি বলে সূচকে,—তুমি বড় ফুটো।

ঝাঁটা দিয়ে ভূত ছাড়ানো।

ঝাড় ঝাড় উচ্ছের ঝাড়,
ঝাড়ে মূলে তেতো তার।

ঝারি চোখ, উনান ঘর,
ঝাঁদি চোর, বউ মুখর।

ঝাল মরিচের লাল চামড়া।

ঝাল মিটানো।

ঝিকে মেরে বৌকে শিখানো।

ঝিঙে নাড়া কড়া।

ঝি জব্দ শিলে, বউ জব্দ কিলে;
পাড়া পড়্শি জব্দ হয় চোখে আঙুল দিলে।

ঝি দিলেও জামাই নয়,
মা দিলেও বাপ নয়।

ঝিনুক মাত্রেই মুক্তা হয় না।

ঝি মেরে বৌ-এর শিক্ষা,
বৌ মেরে নেই রক্ষা।

ঝিয়ে চায় বর,
মায়ে চায় ঘর।
ঝিয়ের জ্বালা বুকের খোঁচা,
পুতের জ্বালা ভূতের বোঝা।
ঝির ঝি, করবে কি?
ঝুনো গিন্নী।
ঝোপ বুঝে কোপ দেওয়া। As the wind blows you must set your sails; strike the iron while it is red.
ঝোপে বাঘ দেখা।
ঝোলে অম্বলে এক করি। To make a mess of things.
ঝোলে ঝালে অম্বলে, বেগুন সব ঠাঁই চলে।
ঝোলে লাউ অম্বলে কদু। All things to all.
টক কঁজি নুনের ক্ষয়
কৃপণের দ্বিগুণ হয়।
টক্, ঝাল, কড়া ভাতার,
মাগ বলে, এই চাই আমার।
টক পালঙের শাক দুভাগ করে’ রাখ।
টক্, টেঁসো, আঁটিসারা, শস্যশূন্য, আঁস্‌ভরা,
এই আম বিলাবার ধারা।
টকের জ্বালায় দেশ ছাড়্‌লাম তেঁতুল তলায় বাস।
টস্ টস্ টস্,
আমানি পাথর দুই, ভাত গণ্ডা দশ।

টাক, প্রকৃতি, গোদ,
মরণে হয় শোধ।

টাক্, প্রকৃতি, মৃগীবাই,
এই তিন রোগের ওষুধ নাই।

টাক, প্রকৃতি, মৃগীবায়ু,
রোগ ফুরালে ফুরায় আয়ু।

টাকা আর সাড়, দুই একাকার।
তা দিয়ে না হয় কোন কার্য,
যাবৎ না ব্যবহার্য।

টাকাও দিলাম আশী,
বিয়েও কর্‌লাম দাসী।

টাকা গুণতে হাত কালি।
গর মিল হলে মুখ কালি॥

টাকা, টাকা, টাকা,
গোপলা হল গোপাল জ্যাঠা, মঙ্গলা হল কাকা।

টাকা, তুমি যাও কোথা? পিরীত যথা।
আস্‌বে কবে? বিচ্ছেদ যবে॥

টাকাতে কি না হয়!

টাকাতে বাপকেও বিশ্বাস নেই।

টাকা দিয়ে টাকা ফাঁদে,
হাতী দিয়ে হাতী বাঁধে।

টাকা না থাক্‌লে বিপদ, থাক্‌লে ভয়,
তাই বলি টাকা ভাল নয় !
টাকা পয়সা খোলার কুচি নয়।
টাকা বংশ-গৌরবকে ছাপিয়ে ওঠে।
টাকায় কি-না হয় !
টাকায় টাকা আনে। Money begets money.
টাকায় বাঘের চোখ মেলে।
টাকা যার মাম্‌লা তার।
টাকায় সকলই করে।
টাকার কথা যেথা, মুখটি বুঁজে থাক সেথা।
টাকার খাতিরেই অনেক ফেরফার হয়।
টাকার খাতিরেই মানুষের খাতির।
টাকার জন্যে বিয়ে যার,
স্বাধীনতা বিক্রীতা তার।
টাকার নামে কাঠের পুতুলও হাঁ করে।
টাকার নামে পাহাড়ের উপর দিয়ে চলে। It is money that makes a dead mare go.
টাকার আছে পাখা।
টাকা, না ফাকা ?
টাঙ্গন ঘোড়ার বাচ্চা।
টাট্‌কা কড়ির ঝট্‌কা উত্তর।
টাটের নৈবিত্তি কাঠের চিঁড়ে,
পেট ভরে খা, আমার কিরে।

টান দড়ি খাড়া ছেঁড়ে।

টান্‌বার যে, সে না টান্‌লে,
লাভ নেই, কেবল কাঁদ্‌লে।

টানা পোড়েন করা।

টিক্‌টিকি মারলে গোবধ হয়।

টিকি দেখ্‌বার জো নেই।

টিকে ধরাবার জামিন চাই।

টিটিব পাখী চায় গাঙ্‌ শুকাতে।

টিপ্‌টিপ জল পড়ে, পাথরের ক্ষয় করে।

টিপ্পনি কাটা।

টিপ বোঝে না, টাপ বোঝে না, সেই বা কেমন মেয়ে।
ধার বোঝে না, চর বোঝে না, সেই বা কেমন নেয়ে॥

টিপটিপানি, টিপাই ভাও,
কার কাছেতে টিপ লাগাও!

টিপ মারা ব'সে খায়,
বড় গলা দরবারে যায়।

টুনী কথা কস্‌নে, টুনী কথা কস্‌নে।
বরযাত্রীর জুতো কুকুরে নে' যায়,
টুনী কিসে কথা না কয়॥

টুস টাস করে চলেছে।

টুশব্দটি নেই।

টুস্কি মার্‌লে রক্ত বেরোয়।

টেঁকে পয়সা নেই।

টেকো মাথায় ক্ষুর বুলানো।

টেক্ টেক্, টেক্, নটেক নটেক একবার তো সীঁ।

টেক্কা দেওয়া।

টেনে বুন্‌তে কুলায় না।

টেরা চোখ, মাথায় টেরি, মাথায় কুঁজ, গলায় গড়গড়ি।
    দুচোখ ডাঁসা, এক চোখ কানা, বজ্জাতের এই নিশানা॥

টোটো কোম্পানী করা।

টোপ গেলা।

টোপ ফেলা।

টোপরের বদলে নরুণ।

ট্যাক খালি যার, মুখ কালি তার। A light purse, is a great curse; penniless is gleeless.

ঠ

ঠক চাচার দরবার।

ঠক বাছ্‌তে গাঁ উজাড়।

ঠকের ভাল কোন দিন নেই।

ঠন্ ঠন্ ঘণ্টা!

ঠন্ ঠন্ মদন গোপাল,
    মাগ ছেলে নেই পোড়া কপাল

ঠন্ঠনাঠন্-ঠন্ আমার নিবেদন,
    ডাকৃতে এলেও যেয়ো না,
    বাড়ীতেও খেয়ো না।

ঠাকুরও দোলে ওঠেন।

ঠাকুরকে দেখিয়ে কলা,
নৈবিদ্যি নিয়ে ছুটে পালা।

ঠাকুর ঘরে কে? আমি কলা খাই নি।

ঠাকুর ফেলে কুকুর ধরা।

ঠাক্‌রুণ গো ঠাক্‌রুণ, তুমি কোট চাল্‌তা, আমি কুটি লাউ।
আর গতরখাকী বউকে বল,—ধান কুট্‌তে যাউ।

ঠাকরুণের গর্ভ চমৎকার,
বিইয়েছেন এক বাঁদর অবতার।

ঠাকুরে কর্‌লে হেলা, রাখালে মারে ঢেলা।

ঠাকুরের চেয়ে ঠাকুরের নাম বড়।

ঠাকুরের বেলা লীলাখেলা,
যত দোষ মানুষের বেলা।

ঠাট্‌ঠমকে বিকায় ঘোড়া।

ঠাট্‌ বজায় রাখা।

ঠাট্টা খেয়ে গরম হচ্ছিলেন।

ঠাটের ঠাকুর, নাটের গোঁসাই।

ঠারে ঠারে উনিশ বিশ,
দাদার কড়ি দিদিকে দিস্‌।

ঠারে ঠারে বুঝ্‌তে নারে,
বাঙাল আর বল্‌ব কারে।

ঠায় ঠিকানায়।

ঠিক আহ্লাদের বুড়।

ঠিক যেন একটি অপ্সরা।

ঠুঁটো জগন্নাথ।

ঠুঁটোর বাঁদর।

ঠেক্‌বি যখন, শিখ্‌বি তখন।

ঠেকারে-গেদারে – ছুঁড়ী,
    পথ থাক্‌তে কানা – বুড়ী।

ঠেকে ঠকে হ'ল যেই মুর্খের ভূত,
    দেখে শুনে হ'ল সেই পণ্ডিতের পুত।

ঠেকে শেখা আর দেখে শেখা – Experience is better than wisdom.

ঠেঁটা লোকের মুখে আঁট্
    বাইরে থেকে কাটে গাঁট।

ঠেঁটার জন্যে ঝেঁটা।

ঠেলা দিয়ে গঙ্গায় ফেলা।

ঠেলায় প'ড়ে ঢেলায় সেলাম।

ঠেলার নাম বাবাজী। Nothing like push.

ঠেলার নাম মহাশয়।
    যা সওয়াও তাই সয়॥

ঠোঁট কাটা কাক।

ঠোঁটের বলও বল, দাঁতের বলও বল।

ড

ডঙ্কা বাজানো।

ডাইন হাতের ব্যাপার।

ডাইনির মায়া বুঝা ভার।

ডাইনির হাতে পুত্র সমর্পণ।

ডাইনে আনতে বাঁয়ে কুলায় না।

ডাইনে আনতে বামে নেই।

ডাইনে উঁচু, বাঁয়ে উঁচু,
লাভ হয় কিছু কিছু।

ডাইনে ফণী, বামে শিয়ালী।
দহি দহিলে বলে গোয়ালী।
তবে জানিবে যাত্রা শুভালি॥

ডাইনে বাঁয়ে চায় না।

ডাইনে পেয়েছে।

ডাকিনী যোগিনী কাল-নাগিনী।

ডাকিয়া কয় রাবণ,
কলা-কচু না রুইও শ্রাবণ।

ডাকিয়া না জিগায় সোদর ভাই,
চাইলে চণ্ডালের কাছে পাই।

ডাকে পাখী না ছাড়ে বাসা,
উড়ে বসে খাবে হেন আশা।
উড়ে পাখী খায় না,
তখনি কেন খায় না।
ফিরে যায় বাসে, না পায় দিশা।
খনা ডেকে বলে সেই সে উষা॥

ডাঙ্গায় কুমীর, জলে বাঘ।

ডান কান উভ করে মলে কাশীতে স্বর্গ হয়।

ডানপিটে ছেলে।

ডানপিটের মরণ গাছের আগায়।

ডানাকাটা পরী।

ডা'নের মাথায় সর্ষে ফোড়ন।

ডানের মায়া বোঝা-ভার।

ডালছাড়া বাঁদর।

ডালভাঙা ক্রোশ।

ডালে ডালে পাতায় পাতায় বেড়ানো।

ডালের মধ্যে মশুরী,
মানুষের মধ্যে শাশুড়ী।

ডিগরের মরণ ডালে খালে।

ডুব দিয়ে খাই পানি,
আল্লা জানে আর আমি জানি।

ডুবতে গিয়ে শ্যাওলা ধরে।

ডুবতে গিয়ে খড়-গাছটি পেলেও আঁকড়ে ধরে।

ডুব দিয়ে জল খেলে গলায় বাধে।

ডুব দিয়ে জল খেলে শিবের বাপও টের পায় না।
ডুবে জল খেলে শিবের বাবার সাধ্য নাই টের পান।
ডুব দিয়ে জল খায়, একাদশীর বাপও জানে না।

ডুব দিয়ে পানি খাই,
সারাদিন রোজা থাই।

ডুবল না', তো ডুবিয়ে বা'।

ডুবেছি, না, ডুব্‌তে আছি, তলিয়ে দেখি পাতাল কত দূর।

ডুবে ডুবেই শালুক।

ডুমুরের ফুল আর সাপের পা দেখা।

ডুমুরের ফুল হওয়া।

ডুলি পার কর্‌বি তো ঘোড়া পার কর।

ডেক্‌রার মরণ গাছের আগায়।

ডেকে বলে ভাড়ানী,
ছেলের বিয়েতে চাই আড়ানী।

ডোবা দেখ্‌লেই ব্যাঙ্‌ লাফায়।

ডোমের চুব্‌ড়ী ধুয়ে তোলা।

ডোমের পণ্ডিত।

ডোলভরা আশা, কুলোভরা ছাই।

ডোলী ন কহার,
বিবিহৈ তৈয়ার।

ডোলে গোরু, শামুকে ধান।

ডোলের উপর ডোল।

ঢ

ঢলা-লাউয়ের পাতা,
তোমার ভায়ের গোনা গাঁথা।

ঢাক্‌ ঢাক গুড়্‌গুড় করা।

ঢাক ঢোল বেজে গেল, কুলোর ডুগডুগি।

ঢাক থুয়ে চণ্ডীপাঠ।

ঢাক বাজিয়ে ইঁদুর ধরা।

ঢাক হারিয়ে মাদলে হাত।

ঢাকাই সাক্ষী।

ঢাকী শুদ্ধ বিসর্জন।

ঢাকে কাঠি দেওয়া।

ঢাকে ঢোলে বিয়ে, তায় উলু দিতে মানা।

ঢাকের কড়িতে মনসা বিকায়।

ঢাকের কাছে ট্যামটেমি।

ঢাকের পিঠে বাঁয়া।

ঢাকের বাজ্‌না থাম্‌লেই মিষ্টি।

ঢাকের মত মাদুলী।

ঢাকের শোভা ঢোয়ে।

ঢাল নেই, তরওয়াল নেই, নিধিরাম সর্দার।

ঢালে খাঁড়ায় বেহাতী।

ঢিঢি পড়ে যাওয়া।

ঢিপাই সুবুদ্ধি।

ঢিমে তেতালা।

ঢিল দিয়ে ঢিল ঢেনে আনা।

ঢিল দিয়ে ঢিল ভাঙা।

ঢিল বাঁধনে পরমায়ু বেশী।

ঢিলটা মার্‌লেই পাটকেলটি খেতে হয়।

ঢেউ দেখে নাও ডুবিও না।

ঢেউয়ের আগে কুটা।

ঢেউ-নাচানি।

ঢেঁকশাল দিয়ে কটক যাওয়া।

ঢেকশেলে না উঠ্‌তে পায়,
হাবলে হাবলে কুঁড়ো খায়।

ঢেঁকশেলে যদি মানিক পাই,
তবে কেন পর্বতে যাই।

ঢেঁকী আড় কাটে আপনার ক্ষয়ে।

ঢেঁকী কেন গাঁ বেড়াক্ না, গড়ে প'ড়লেই হল!

ঢেঁকী-অবতার।

ঢেঁকীতে বারা, পুকুরে পানি,
জামায়ের বেটার ভাতছোঁয়ানি।

ঢেঁকী নয় ছয়, কুলো উনিশের বন্দ।

ঢেঁকী যাবেন স্বর্গে।

ঢেঁকীর কচকচি আর ঢাকের বাদ্যি, থাম্‌লেই ভাল।

ঢেঁকীর কোলে মরাই।

ঢেঁকী-রাখ।

ঢেঁকী-বাহন দেবতা।

ঢেঁকী ভ'জে স্বর্গে যাওয়া।

ঢেঁকী স্বর্গে গেলেও ধান ভানে।

ঢেড়ো শাক সিজাব কত,
হাবা ভাতারকে বোঝাব কত!

ঢের দেখেছি চুরি করতে,
এমন দেখিনি ঝুড়ি ভরতে।
ঢোঁড়া হয়ে পড়লেই জাঁক যায়।
ঢোলের পাছে কাঁসি।
ঢোলের বাড়ি কাপড় দিয়ে ঢাকা।

ত

ততঃ কিম্।
তত্তস্য কিমপি দ্রব্যং যোহি যস্য প্রিয়ো জনঃ।
তথাপি কাকো ন চ রাজহংসঃ।
তন্নষ্টং যন্ন দীয়তে।
তপ্ত অম্বল, ঠাণ্ডা দুধ,
যে খায় সে নির্বোধ।
তপ্ত খাওয়ায়, রক্ত হাগায়।
তপ্ত জলে ঘর পোড়ে না।
তপ্ত ভাতে ঘি ঢালা।
তপ্ত ভাতে নুন জোটে না, পান্তা ভাতে ঘি।
তবু তো ধেনু বলি নি।
তরকারিতে দেয় না নুন,
বাড়ী কোথা না, আমারুণ।
তর্পণেই গঙ্গা শুকায়, জলসত্র দিতে বসেছে।
তর্পণের কোশায় জুড়াবার জায়গা পাওয়া।
তরমুজের বোঁটার মত চৈতন চুট্‌কি।

তলে তলে জড় কাটে, উপরে জল ঢালে।

তস্মিন্ তুষ্টে জগৎ তুষ্টম্।

তাড়াতে পারে না গায়ের মাছি,
ভুঁই করে গিয়ে বাঘাল-গাছি।

তাড়াই না, উঠান চষি।

তাত্‌ল আর মাত্‌ল।

তাত সয় তো, বাত সয় না।

তাতা, তিতা, চুকা, ঝাল,
এই চার পুরুষের কাল।

তাঁতিকুলও গেল, বৈষ্ণব কুলও গেল।

তাঁতিনীর চাঁওড় নেই বঁঠেনির চাঁওড়।

তাঁতি রাগে কাপড় ছেঁড়ে,
আপন ক্ষতি আপনি করে।

তান্ত্রিকমতে মদ খাওয়া।

তাবচ্চ শোভতে মূর্খো যাবৎ কিঞ্চিন্ন ভাষতে।

তাবিজে কি করে, মুদ্রায় প্রাণ কেড়ে নেয়।

তামাকের গোবর্ধন হওয়া।

তামার বদলে সোনা কে না গ্রহণ করে!

তার হাড়ে ভেল্কী খেলে।

তালকানা।

তালগাছের আড়াই হাত।

তালপাতার ছায়া।

তালপাতার টাট।

তালপাতার সেপাই।

তালপুকুরের নাম আছে, ঘটি ডোবে না।

তাল বাড়ে ঝোপে,
খেজুর বাড়ে কোপে।

তালগাছে বাবুয়ের বাসা,
নেড়ামাগীর দেখ্ তামাসা।

তাল ঘস্‌লে গন্ধের ঘটা,
লেবু ঘস্‌লে হয় তিতা।

তাল, তেঁতুল, কুল—
তিনে বাস্তু নির্মূল।

তাল, তেঁতুল, দই—
বৈদ্য বলে ওষুধ কই।

তাল, তেঁতুল, মাদার—
তিনে দেখায় আঁধার।

তাস, তামাক, পাশা,—
এ তিন কর্মনাশা।

তাসে নাশ, পাশায় পাশ।

তাসের ঘর।

তিতা খেলে মিঠার লাগ পায়।

তিন কথায় উড়িয়ে দেওয়া।

তিন কাল গিয়ে এক কালে ঠেকা।

তিন কাল গেছে, তবুও তো বুদ্ধি আছে।

তিন কুলে কেউ না থাকা।

তিন ছয় নয় করা।

তিন জন মেয়ে একত্র হলে হয় হাট,
চার জনে বসে মেলা।

তিন দিনের বৈষ্ণব হয়ে ভাতকে বলে অন্ন।

তিন দিনের যোগী, তার পা পর্যন্ত জটা।

তিন নাড়ায় সুপারি সোনা, তিন নাড়ায় নারকল টেনা।
তিন নাড়ায় শ্রীফল বেল, তিন নাড়ায় গেরস্থ গেল॥

তিন বামুন, এক শূদ্দুর,
কোথা যাও নির্বংশের পুত্তুর।

তিন মঙ্গলে বৃহস্পতি।

তিন মাইয়া যেখানে, কাজীর দরবার সেখানে।

তিন মাথা যার বুদ্ধি লবে তার।

তিন মাথার বুদ্ধি।

তিন শত্রু দিতে নেই।

তিন সুবুদ্ধির কথা,
জলে আগুন লাগ্‌লে মাছ থাকে কোথা।

তিনি আছেন রাজপথে
দুর্বো ঘাসের কোঁৎকা হাতে।

তিনি ঝালেও আছেন, ঝোলেও আছেন।

তিনি ধুলিমুষ্টি ধরলে সোনামুষ্টি হয়।

তিনি বর্ণ-চোরা আম।

তিন তেরোর মধ্যে না থাকাই ভাল।

তিন তেরোর মানুষ দেখ্‌লেই চেনা যায়।

তিনের তের নেই।

তিলক কাট্‌লেই বোষ্টম হয় না।

তিল-কাঞ্চনে বাবু।

তিলকাঞ্চনে দানসাগরের কিল।

তিল কুড়িয়ে তাল।

তিলকে তাল করা।

তিল পড়লে তাল পড়ে।

তিষ্ঠত্যেকাং নিশাং চন্দ্রঃ শ্রীমান্ সম্পূর্ণমণ্ডলঃ।

তীরে এসেও হাল ছেড় না।

তীর্থীকুর্বন্তি তীর্থানি।

তীর্থের কাক।

তীর্থের পাণ্ডা।

তীর্থের কাকের মত বসে থাকা।

তুই খলসে, মুই খল্‌সে, একই বিলের মাছ।
তোর মরণে মরব আমি, আমার কোমর ধরে নাচ॥

তুই দিলে মুই দিই।

তুক্‌তাক করা।

তুক-তাক ছয় মাস, ঘা কপালে বার মাস।

তুফান না থাক্‌লে সকলেই দাঁড়ী।

তুফানে ছেড় না হাল,
নৌকা হবে বানচাল।

তুফানে প'ড়ে বলে,—পীর বদর বদর।

তুফানে যে হাল ধরে না, সেই বা কেমন নেয়ে।
কথা পড়্‌লে বুঝতে নারে, সেই বা কেমন মেয়ে॥
তুবড়িতে আগুন দেওয়া।
তু বল্‌লে ছুটে আসে, গুমর করেন ঘরে ব'সে।
তুমি কোন্ গোরা?
নদের গোরা? গড়ের গোরা? কি নিচ্‌কে গোরা?
তুমি খাও ভাঁড়ে জল, আমি খাই ঘাটে।
তুমি ফের ডালে ডালে, আমি ফিরি পাতে॥
তুমি খাও ভাঁড়ে জল, আমি খাই ঘাটে।
দেখিয়া তোমার দুখ, মোর বুক ফাটে॥
তুমি খাও ভাঁড়ে জল, আমি খাই ঘাটে।
ললনা, তোমার কাছে ছলনা কি খাটে॥
তুমি ফের ডালে ডালে, আমি ফিরি পাতায় পাতায়।
তুমি খাচ্ছ, আমার জুড়িয়ে যাচ্ছে।
তুমি ঠাকুর হাব্‌লা,
ফুল খাও খাব্‌লা খাব্‌লা।
তুমি তো কোন্ ছার,
উচিৎ কথা কইতে আমি ডর রাখি কার!
তুমি মর আর বাঁচ, কুমারখালি যেতেই হবে।
তুমি যদি হরি পতিতপাবন,
তবে কেন আমার দশা এমন!
তুমি যাবে বঙ্গে, কপাল যাবে সঙ্গে।
তুমি যেমন রসিক নাগর, আমি তেমন রসের সাগর।

তুমি রাধা, আমি শ্যাম, এই কাঁধে বাড়ি বলরাম।
তুর্কি নাচন নাচিয়ে দেওয়া।
তুলসী গাছে কুকুর মোতে,
তবু পূজা হয় জগতে।
তুলসী বনের বাঘ।
তুলা যেমন শুন্‌তে নরম, বুন্‌তে তেমন নয়।
তুলোর আগুন।
তুলো দিয়ে মইয়ে, মই দিয়ে উলান।
তুষ ছাড়া তণ্ডুল নাই।
তুষে পাড় দেওয়া।
তুষের আগুন।
তুষের আগুন ধিকি-ধিকি চলে।
খড়ের আগুন দাউ-দাউ জ্বলে।
তৃণ দুইখান করা।
তৃণবৎ মন্যতে জগৎ।
তৃণ হতে কার্য হয়, রাখিলে যতনে।
তৃণের অধিক ছোট।
তৃণাদপি সুনীচেন।
তৃণৈর্গুণত্বমাপন্নৈর্বধ্যন্তে মত্তহস্তিনঃ।
তৃষ্ণায় ছাতি ফাটে।
তৃষ্ণাবধিং কো গতঃ।
তেজীয়সাং ন দোষায়।
তেড়ে কাঁকলাস ঘাড়ে চাপানো।

তেরো হাত শশা তার চৌদ্দ হাত বীচি।

তেতলার উপর বসে এক ছটাক খিচুড়ি রাঁধা।

তেঁতুল তলা দিয়ে গেলে
দুধ কি বসে যায় গ'লে।

তেঁতুল বাগ্দী যেন ফিরিঙ্গীর ঝাঁক।
বাঁচি নাকো দেখে আর তোদের যতো জাঁক।

তেমুণ্ডের কথা শুনবে, প্রতি গ্রাসে মুড়ো খাবে।
ঘরেতে বসাবে হাট, তবে পাবে রাজ্যপাট॥

তেলও পুড়্বে না, রাধাও নাচ্বে না।

তেল, তামাক, তপন, তুলা, তপ্ত ভাতে ঘি।
নাছুড়ি, খিচুড়ি আর শ্বাশুড়ীর ঝি॥

তেল, তামাক, ময়দা—
যত রগ্ড়াবে তত ফয়দা।

তেল থাক্, থাল পেলেই বাঁচি।

তেল থাক্তে রুক্ষ গা',
খরসান খাবি তো সামন্তভূম যা'।

তেল দাও, সিঁদুর দাও, ভবী ভোল্বার নয়।

তেল না দিয়ে মচ্মচে ভাজা।

তেল বাড়্লেই কাজ হাসিল।

তেল, নুন, লকৃড়ি।

তেল মাখ্বে আবা-থাবা, চিৎ হয়ে শোবে, বাবা।
খাল দেখে পাড়্বে পাত, তবে খাবে কাল যবনের ভাত

তেলাপোকা আবার পাখী, ভেরাণ্ডা আবার গাছ।

তেলামাথায় তেল ঢালা।

তেলামাথায় ঢাল তেল,
রুক্ষ মাথায় ভাঙ্ বেল।

তেলি মরে বেলাবেলি।

তেলে জলে চলে না।

তেলে তামাকে পিত্ত নাশ, যদি হয় তা বারমাস।
যদি হয় তা পরের ঘরে, সদ্য পিত্ত বিনাশ করে

তেলে বেগুণে জ্বলে ওঠা।

তেলের ভাঁড়ে তেল নেইকো, পলায় মারে ঘা।
এতদ্দেশের বউ কাঁটকী ছিদাম তেলির মা।

তেহিনো দিবসা গতাঃ।

তেষাং বারাণসী গতিঃ।

তৈরী খানা মৎ ছোড়েগা।

তৈলাধার কি পাত্র, না, পাত্রাধার কি তৈল!

তোত্‌লা পুরুত, আর কালা যজমান।

তোতার চোখ, বাঁদরের মুখ।

তোদের বাড়ীতে শুনি কিসের ঘসঘসি।
এক পলা তেল দিয়ে আশীজনে ঘসি॥

তোদের হলুদমাখা গা,
তোরা রথ দেখ্‌তে যা।
আমরা হলুদ কোথা পাব।
আমরা উল্টোরথে যাব॥

তোমার আটচালায় আমার বাস নয়।

তোমার একদিন, কি আমার একদিন।

তোমার একি বিবেচনা,
　　চিন্‌লে না'কো রাঙ্‌ কি সোনা!

তোমার কপাল, আর আমার হাত যশ।

তোমারও যে দশা, আমারও সেই দশা।

তোমার কুলের মুখেও ছাই, আর তোমার অর্থের মুখেও ছাই।

তোমার খুরে দণ্ডবৎ।

তোমার গুণের বালাই নিয়ে মরি।

তোমার দশ হাত কাপড়ে কাছা আঁটে না।

তোমার নাম রামদাস, আমার নাম পাঁচু।
　　কিন্‌তে দিলাম গোঁসাইয়ের কলা, কিনে এনেছ কচু॥

তোমার পাঁঠা, তুমি লেজেই কাট, আর ঘাড়েই কাট,
　　আমার তাতে কি!

তোমার বাতায় আমার ঘর না,
　　তোমার কথায় আমার ডর না।

তোমার ভাতার সওদাগর,
　　তুমি কেন ধন-কাতর?

তোমার যে গুণ জলে লাগে আগুন।

তোমারে দেখিয়া দুখ মোর বুক ফাটে!
　　তুমি খাও ভাঁড়ে জল, আমি খাই ঘাটে॥

তোমারে বধিবে যে, গোকুলে বাড়িছে সে।

তোর ঢেকে রাখ, মোর বিকিয়ে যাক।

তোর তেল আঁচলে ধর, আমার তেল ভাঁড়ে ভর।

তোর পায় পড়ি, না, তোর কাজের পায়ে পড়ি।

তোর লেগে মরি, না, তোর গুণের লেগে মরি।

তোর মেয়ে কুমীরে খাক্, আমার শালুক তুলে দে।

তোর শিল, তোর নোড়া, তোরই ভাঙি দাঁতের গোড়া।

তোরে না মোরে, প্রতি ঘরে ঘরে।

ত্বরায় কার্য নষ্ট কর।

ত্বরিত পাকে, ত্বরিত পচে।

ত্যাগবলং পরং বলং।

ত্রিভঙ্গ মুরারী।

ত্রিশঙ্কুর স্বর্গ।

থ

থলির মধ্যে হাতী পোরা।

থাক কুকুর মনের আশে,
  ভাত দিব তোরে পৌষ মাসে।

থাক্‌ত পান দিতাম হাতে, গুয়া খয়ের দিতাম সাথে।
  একলা, পোড়া চূণের দায়, ভরম সরম সকল যায়॥

থাক্‌তে কল্লে সাটি-পাটি, মর্‌লে দেবে পাথর বাটী।

থাক্‌তে গরু না যায় হাল, তার দুঃখ চিরকাল।

থাক্‌তে দিল না চুট্‌কি পুটী,
  মর্‌লে দেবে শ্রী-আঙ্গুটী।

থাক্‌তে দিল না ভাত-কাপড়, মলে ক'র্‌বে দান-সাগর।

থাক্‌তে দেয় না শোলার চাটি, মর্‌লে দেবে শীতলপাটি।

থাক্ মান, যাক প্রাণ।

থাক লক্ষ্মী, যাও ঘালাই।

থাকলে ক্ষুধা ক্ষুদের জাউও মৌ-পানা লাগে।

থাকলে জ্ঞাতি ভাতে খায়, মরলে জ্ঞাতি কাঁধে যায়।

থাকলে তালুইয়ের বাপের শ্রাদ্ধ হয়,
  না থাকলে নিজের বাপেরও শ্রাদ্ধ নয়।

থাকে যদি আগে পাছে, কি করে তার শাকে মাছে!

থাকে যদি চূড়ো বাঁশী,
  মিল্‌বে রাধা হেন দাসী।

থানার কাছ দিয়ে কানাও যায় না।

থারের ঘোড়া ঘাস পায় না, দলচরীকে দানা।

থাল ভেঙে বুক, বুক ভেঙে থাল।

থালা কাঁশী থাক্‌তে শান্‌কিতে বজ্রাঘাত।

থালা হারিয়ে কলসী হাতড়ানো।

থিয়ে কাঠি পর্বত।

থিয়ে তল যাবে, তবু নুয়ে ডুব দেবে না।

থুতকুড়ি দিয়ে ছাতু গেলা।

থুতু গিল্‌লে কি তেষ্টা মেটে।

থুতু ছাড়্‌লে গায়ে পড়ে,
  কুড়ুল মার্‌লে পায়ে পড়ে।

থেলো হুকোঁর কুরুক্ষেত্র।

থোঁতা মুখ ভোঁতা করা।

থোড় বড়ি খাড়া, খাড়া বড়ি থোড়।

দ

দই খাবে মোধো,
কড়ি দেবে সেধো।
দইয়ের আগে মণ্ডা ভাঙে।
দক্ষযজ্ঞ ব্যাপার।
দক্ষিণদ্বারী ঘরের রাজা, পূর্বদ্বারী তার প্রজা।
পশ্চিমদ্বারীর মুখে ছাই, উত্তরদ্বারীর কাছে না যাই।
দক্ষিণমশান প্রাপ্ত হওয়া।
দক্ষিণ হস্তের ব্যাপার।
দক্ষিণে ঢেঁকি, উত্তরে বেল,
লক্ষ্মী বলে, এই বাড়ী গেল্।
দড়রে গ্রহ্ও ডরায়।
দড়ি আগে ছেঁড়ে না কড়ি আগে পড়ে।
দড়ি আর কলসী কড়ি দিয়ে কেনা।
দণ্ড দুচার কান্নাকাটী, শেষে গোবর ছড়া।
দণ্ডেণ গোগর্দভৌ।
দধি-দুগ্ধ করিয়া ভোগ, ঔষধ দিয়া খণ্ডাব রোগ।
বলে ডাক এই সংসার, আপনে মইলে কিসের আর॥
দফ্রা গাজির কুড়ুল, নড়ে-চড়ে ঘসে না।
দফা একেবারে রফা।
দমঘোষের বেটা শিশুপাল।
দয়া আছে, মায়া আছে, গলা ধরে কাঁদি।
আধ পয়সার আটটি কলা, পরাণ গেলে না দি॥

দয়া করে দেয় নুন, ভাত মারে তিন গুণ।

দয়ার পর ধর্ম নাই, হিংসার পর পাপ নাই।

দয়ার সাগর।

দ'য়ে মজানো।

দরকার প'ড়্‌লে খোঁড়াও লাফায়।

দর্পণে মুখ দেখা।

দর্পহারী মধুসূদন।

দরবারেতে নাইকো ঠাঁই,
ঘরে এসে মাগ কিলাই।

দরবারে সুখ না পায়,
ঘরে এসে মাগ ঠেঙায়।

দর্দুরা যত্র বক্তারস্তত্র মৌনং হি শোভনম্‌।

দল ছেড়ে কাঁকুড়া খাওয়া।

দল ভাঙ্‌লে যে, কই খাবে সে।

দশকর্মার ভাত নেই।

দশচক্রে ভগবান ভূত।

দশকর্ম্মান্বিত উক্তি।

দশ ছক্কা, এক পাঞ্জা।

দশ জন মিল্‌লে একজন পাগল।

দশ জন রাজি যেখানে, খোদা রাজি সেখানে।

দশ টাকায় চাঁড়াল চৌধুরা
লাখ টাকায় বামন ভিখারী।

দশদিনকার পচা খায়, শাল দেখ্‌লে নেকার পায়।

দশদিন চোরের, একদিন গৃহস্থের।

দশদিন চোরের একদিন সাধুর।

দশপুত্র সম কন্যা যদি পাত্রে পড়ে।

দশবৈদ্য সম অগ্নি।

দশমুখে যশ।

দশ পাঁচে খাই, জিনে তিন নাই।

দশ যেখানে, যশ সেখানে।

দশরথের পো, হাতপা বাঁইধা থো।

দশে মিলি করি কাজ,
হারি, জিতি, নাহি লাজ।

দশে যারে বলেছি,
তার প্রাণে কাজ কি!

দশের মঙ্গলে দেশের কাজ।

দশের মুখে জয়,
দশের মুখেই ক্ষয়।

দশের নড়ি, একের বোঝা।

দশের নাও পাহাড়ের উপর দিয়েও চলে।

দশে লাগে, ভূত ভাগে।

দাইয়ের কথা ধর্‌তে নেই।

দাইয়েব কাছে কোঁকছাপানো।

দাওয়া-মারা ততদিন,
বাপ খুড়ো যতদিন।

দাওয়ের চেয়ে বাঁট দীঘল।

দা-কুমড়া সম্বন্ধ।

দাগা ষাঁড়।

দাঁড়কাকের ময়ুর-পুচ্ছ।

দাঁড়া গোপাল করা।

দাঁড়ালে দণ্ড, বস্‌লে পর,
পথ্ বাড়ে, দূর যায় ঘর।

দাঁড়ালে পোয়া, বস্‌লে ক্রোশ,
পথ বলে, মোর কিসের দোষ!

দাঁড়িকে মাঝি করা,—
মাঝ গাঙে ডুবে মরা।

দাড়িকে লজ্জা নেই।

দাড়ি না গজাতেই কাজী।

দাঁড়ে ব'সে ছোলা খায়, রাধাকৃষ্ণ বলে, আবার শিকলও কাটে

দাঁত আর ভাই বিকল হলেই জ্বালা।

দাঁত-কড়মড়ি সার।

দাঁত গেল তো আঁত গেল।

দাঁত থাকতে খাওন ভাল,
দাঁত পড়লে মরণ ভাল।

দাঁত থাকতে দাঁতের মর্যাদা বোঝে না।

দাঁত থাকে না ব'লে কায়েত মায়ের পেটের মাংস খায়্‌না।

দাঁত দেখি তোর বয়স কত।

দাঁত নেই তার দাঁতে ব্যথা।

দাঁত প'ড়লেই দাঁতের মর্যাদা বাড়ে।

দাতা কর্ণ।

দাতা দান করে, বখিলের বুক ফাটে।

দাতার দেখে দান, বখিলের ফাটে প্রাণ।

দাতার আগ, বখিলের শেষ।

দাতা নষ্ট দানে, হিংসুক নষ্ট কানে।

দাতার চেয়ে বখিল ভাল, যদি তুরুক্ জবাব দেয়।

দাতার নারিকেল, বখিলের বাঁশ,
কাট, না কাট, বাড়ে বারমাস।

দাতা চিরং জীবতু। Long live the giver.

দাতা শতং জীবতু

দাতা দান দেয়, ভাণ্ডারীর পেট ভরায়।

দাঁতাল মাতাল বিশ্বাস নেই।

দাঁতে কুটা করা।

দাঁতে কুটো কাটা।

দাঁতে দড়ি দিয়ে পড়ে থাকা।

দাঁতে মিশি, কাপড় বাসি।
বাড়ী কোথা, না কুড়মন পলাশী।

দাদ ভাল করতে কুঠ হল।

দাদাও কানা, ভাইও চোখে দেখে না।

দাদাঠাকুরের অবস্থা হতে একেবারে আমীর।

দাদা থাকলে রাজবাড়ী,
না থাকলে শুধু বাড়ী।

দাদা পান না, তাই খান না।

দাদা বই আর পাইক নেই।

দাদা বলেছে বারা·ভানৃ,
    ভানৃছি তাই ওদা ধান।

দাদায় কইছে বানৃতে ধান,
    বানৃতে আছি ওদা ধান।

দাদায় কইছে চ'ষ্‌তে, তাই চ'ষ্‌তেই আছি।

দাদা যে মরল, তা'ত ভাবি না, যমে বাড়ী চিনৃল।

দাদার বিয়ে হয় না, সেজন্য আমার ঘুম হয় না।

দাদার বোলে বোল দিচ্ছেন।

দাদার ভরসায় বাঁয়ে ছুরি।

দাদার নামে গাধা, বাপের নামে আধা,
    নিজের নাম শাহ্‌জাদা।

দাদার যত মুরদ।

দাদারও চিড়ে ফলার।

দাদা হ'য়েছে দারোগা, ফোজদারী তো ঘরেই।

দান যেমন, দক্ষিণা তেমন।

দানের দফায় নব ডঙ্কা।

দানসামগ্রী বুড়োর বিয়ে,
    আমকাঠ আর ঝাঁটা দিয়ে।

দানা দুশ্‌মনৃ, নাদান দোস্ত, ভাজা মছ্‌লি, গান্ধা গোশ্‌ত।

দানী ভাঁড়ানো যায়, সঙ্গী ভাঁড়ানো যায় না।

দানেতে দুর্গতি খণ্ডে, কালে খণ্ডে অপমান।
    নিষ্ফলা হইল বৃক্ষ, খণ্ডে তার প্রাণ॥

দামাল সদাই সামাল।

দামোদরের পেট কিছুতেই ভরে না।

দায় ঠেক্‌লে শালগ্রামের পৈতা বেচে খায়।

দায় ঠেকে দাদাঠাকুর।

দায় দখল পড়লে।

দায় পড়লে বাবা বলে।

দায় পড়লে রায় মশায়।

দায় পোহানো।

দায় মোদ্দায় রাজী, কি ক'র্‌বেন কাজী।

দায়ে কাটা কুমড়া।

দায়ে পড়ে দাইকেই ডাকা।

দায়ে পড়ে পুণ্য করা।

দায়ে বালি, কুড়ুলে শিল,
ভাল মানুষকে ভাল কথা, বজ্জাতকে কিল।

দা'য়ের সাথে কাস্তে হারানো।

দারিদ্র্যদোষে গুণরাশি নাশে।

দারিদ্রদোষো গুণরাশিনাশী।

দারুভূতো মুরারি।

দারোগাও হাকিম, আরশুলাও পাখী।

দালালের শিকার ধরে অনেক বাবুরা আড়ে গেলেন।

দাসখত লিখে দিয়ে পড়ে যদি পায়।
তবুও নারীর মন পুরুষে কি পায়॥

দাসীর কথা বাসী হ'লে লাগে বড় ভাল।

দাসীর পা ধোয়াই, তবু কলসীর পাছা ধোয়াই না।

দিও কিঞ্চিৎ না কোরো বঞ্চিত।

দিও না আর ননদ-নাড়া, এর পরে শুনবে বাড়া।

দিগ্বিদিগ্ জ্ঞানশূন্য।

দিগ্‌গজ পণ্ডিত।

দিগ্বিজয়ী বীর।

দিন আঁনে দিন খায়।

দিন কাটে তো রাত কাটে না।

দিনকে দিন জ্ঞান হয় না, রাতকে রাত জ্ঞান হয় না।

দিনগত পাপক্ষয়।

দিন গেল আলে ঝালে,
জোনাকীর পিছে বাতি জ্বলে।

দিন গেল আলে ডালে,
রাত হ'লে চেরাগ জ্বালে।

দিন গেল বৌয়ের হেসেখেলে,
রাত হলে বউ কাপাস ডালে।

দিন যায় বুড়ির আগে-ডালে,
রাত হলে বুড়ি কাপাস ডালে।

দিন গেল হেলায় ফেলায়,
রাত হ'ল সতীনের জ্বালায়।

দিন থাকৃতে বাঁধ আল, তবে খাবে তিন কাল।

দিন থাকৃতে হাঁট, জ্ঞান থাকৃতে বাঁট।

সম্বল থাকৃতে পুঁজি পাটা, নইলে শেষে কপালে ঝাঁটা।

দিন যাবে, দিন রবে না।
দিন যায় কথা থাকে।
দিন যায় তো ক্ষণ যায় না।
দিনে করি বারো খান,
   রাতে করি তের খান।
দিনে কেন সিঁধ, না, গরজ বড় বালাই।
দিনে জ্বালে বাতি কে।
দিনে ডাকাতি।
দিনে তারা দেখা।
দিনে থাকে বাড়ে বঙ্গে,
   রাতে আসে কি-বা রঙ্গে।
দিনে বাতি যার ঘরে,
   তার ভিটায় ঘুঘু চরে।
দিনে বালিশ, রাতে চালিস্।
দিনে ভাগা, রাতে ঠিকা।
দিনের বেলা স্বপ্ন দেখা।
দিবা শিবা, নিশা কাক, গাভীর সামনে বৎসের ডাক।
   ঘরের পাছে শকুনির বাসা, ছাড়বে তাহে প্রাণের আশা॥
দিব্যি পরের পান্তা ভাত।
দিয়ে নিলে কালীঘাটের কুকুর হয়।
দিয়ে নেয় শেয়ালে,
   কানকাটা বেড়ালে।
দিলি তো বয়ে দে।

কা লাড্ডু, যো খায়া সো পস্তায়া।
যো নেহি খায়া, সো ভি পস্তায়া॥

দিল্লীর লাড্ডু।

দীনের দিন এম্‌নি যায়।

দীয়তাং ভুজ্যতাম্‌।

দুই কর্তায় কাজ চলে না।

দুই চোখের বালি।

দুই নৌকায় পা দেওয়া।

দুই পিঠে ধার।

দুই মুখো সাপ।

দুই সতীনের ঘরকন্না,
ঘরের গিন্নী ভাত পান না।

দুই সতীনের ঘর, খোদায় রক্ষা কর।

দুই স্ত্রী যার, বড় দুঃখ তার।

দুই হাড়ি একত্র থাক্‌লেই ঠোকাঠুকি লাগে।

দুকাঠ বাজানো।

দুঃখ অভিন্ন সুখ।

দুঃখকে যে চেপে চলে,
অধিক দুঃখ তার কপালে।

দুঃখ বিনা সুখ নেই।

দুঃখই বুঝায় সুখ যে কেমন।

দুঃখান্তক মুখোষ।

দুঃখীলোকের মানই বা কি, অপমানই বা কি!

দুঃখী যায় সুখীর কাছে,
    দুঃখ যায় তার পাছে পাছে।

দুঃখের উপরে টাকের ঘা।

দুঃখের দিনেই সুখের দিনের মর্যাদা বোঝা যায়।

দুঃখ সজ্‌নে খাড়া।

দুঃখ পাইয়া যদি হাড়িনীতে শাপে।
    এড়াতে পারে না তাহা বামুনের বাপে॥

দুঃখী যায় লঙ্কা পার, তবু না ঘোচে কাঁধের ভার

দুঃখীর কপালে সুখ নেই,
    বিয়ে বাড়ীতেও ভাত নেই।

দুঃখের ওপর টনকের ঘা।

দুঃখের দোসর।

দুঃখের ভাত সুখ করে খাওয়া।

দুঃখের ভাতে কুকুর বাদী।

দুঃখের রাত ফুরায় না।

দুঃখে শেয়াল-কুকুর কাঁদে।

দুঃখের সীমা পরিসীমা নাই।

দুগ্ধ, শ্রম, গঙ্গাবারি
    এ তিন বড় উপকারী।

দুচোখের বিষ।

দুদিন হয়েছেন বৈরাগী, ভাতেরে বলেন পরসাদ।

দুধ-কলা দাও যত,
    সাপের বিষ বাড়ে তত।

দুধ-কলা দিয়ে কালসাপ পোষা।

দুধকে দুধ জলকে জল।

দুধ দেয় যে গরুটা, তার লাথিও সহ্য করতে হয়।

দুধ নেই, বাটী নাই, চুষিকাঠি সার।

দুধ মরে ক্ষীরটুকু।

দুধ রাখলেই পঞ্চামৃত।

দুধে ভাতে থাকা।

দুধের ছেলে।

দুধের বদলে ঘোল কেনা।

দুধের মধ্যে চোনার ছিটা।

দুধের মাছি।

দুধের সাধ ঘোলে মেটেনা।

দুনিয়াকা চাল, ভেড়াকা পাল।

দুনিয়াদারি করা।

দুনিয়াদারি মুসাফিরি স্রেফ আনাগোনা।

দুনিয়া সাচ্চা নয়।

দুনৌকোয় পা দিলে,
    পড়বে শেষে অগাধ জলে॥

দুরদুরিয়ে হাঁটে নারী, চোখ পাকিয়ে চায়,
    এ সব অভাগী নারী পুরুষ আগে খায়॥

দুমুখো সাপ।

দুয়ার কড়ি হাটে যায়,
    কাপাস তুলা মাগ্‌গি হয়।

দুয়ারে কাঁটা দেওয়া।

দুয়ারে হাতী বাঁধা।

দুয়ারের গু ফেলবি তো ফেল, নয় তো গন্ধে মর্।

দুর্গা বলে ঝুলে পড়।

দুর্গাপূজায় শাঁখ বাজে না, ষষ্ঠীপূজায় ঢোল।

দুর্জনেরে পরিহরি, দূর থেকে নমস্কার করি।

দুর্দশা কখনো একা আসে না।

দুর্দশা ঝড়ের বেগে আসে, বরের মত যায়।

দুর্বল মন যার যত, অভিমান তার তত।

দুর্বল হওয়া বড়ই আপদ।

দুর্বলের দৈব ঘাতক।

দুর্বলের বল রোদন।

দুর্বাসা মুনির ক্রোধ।

দুর্ভিক্ষ অল্পকাল, স্মরণ থাকে চিরকাল।

দুর্যোধনের শকুনি মামা।

দুরাত্মার চেয়ে দীনাত্মা ভাল।

দুষ্কর্ম করলে কারও মন সুস্থির থাকে না।

দুষ্কর্মে শাস্তি অবশ্যই পেতে হবে।

দুষ্ট বলদের চেয়ে শূন্য গোয়াল ভাল।

দুষ্ট লোকের মিষ্ট কথা, ঘনিয়ে বসে কাছে।
কথা দিয়ে কথা নেয়, প্রাণে বধে পাছে॥

দুষ্টা ভার্যা শঠং মিত্রং ভৃত্যশ্চোত্তরদায়কঃ।
সসর্পে চ গৃহে বাসো মৃত্যুরেব ন সংশয়॥

দুষ্টের আঠারগাছি পথ।

দুষ্টের দমন, শিষ্টের পালন।

দুষ্ট সরস্বতী।

দুহাত এক হওয়া।

দুহাত কাটলে সমান ব্যথা।

দূর থেকে মনে হয়, নহবতের বাণী।

বা'র বাড়ীতে গিয়ে শুনি গাধার চেঁচানি॥

দূর মণ্ডল নিকট পানি।

নিকট মণ্ডল দূর পানি॥

দূরের কাশ ঘন দেখা যায়।

দূরের ভাল জমি অপেক্ষা নিকটের মন্দ জমিও ভাল।

দূরের সোনা, নিকটের লোনা।

দেও এবং খাও, যদি পেতে চাও।

দেখ্ তোর, না দেখ্ মোর।

দেখছি কত, দেখব আর, চিকার গলায় চন্দ্রহার।

দেখ্তে কালো, খেতে ভাল।

দেখ্তে খেঁকশেয়ালী, যুদ্ধের সময় বাঘ।

দেখ্তে না হয় সর্পের ছানা,

দংশালে যে প্রাণ বাঁচে না।

দেখ্তে পায় না পায়ের মুড়ি,

দেখ্তে চায় দাঁতে গুড়ি।

দেখ্তে পেলে কেউ শুন্তে চায় না।

দেখ্বা, শুনবা, কবা না, ছান্বা, শিখ্বা, খাবা না।

দেখ্‌বি তো দেখ্‌, না দেখবি তো মোর ;

দেখলে তরি, না দেখলে মরি।

দেখাদেখি চাষ, লাগালাগি বাঁশ।

দেখাদেখি সখা নাচে।

দেখাদেখি শাঁখার নাচন।

দেখা শোনা কওয়া হয়,
সাম্‌নের ভাত ছাড়া হয়।

দেখাও পৈতা, মার ভাত।

দেখে এলাম শ্যাম, তোমার বৃন্দাবন ধাম,
কেবল আছে নাম ॥

দেখে গেছ সেই, নিয়ে বসছি এই,
তবু আবাগীরা বলে কতই খাই।

দেখে ঘোর কলি, হাড়ে মাসে জ্বলি।

দেখে দেখে লাগল ধাঁধা,
পেত্নীর পাছা পেতল বাঁধা।

দেখে যা পাড়ার লোক, চোরের দাগাদাড়ি
যে ঘরেতে রাঙা বউ, সেই ঘরেতে চুরি ॥

দেখে শুনে আক্কেল গুড়ুম্‌।

দেখে শুনে গাধা বনে গেলুম।

দেখে শুনে পেটের পিলে চম্‌কায়।

দেখে শুনে পেটের ভাত চাল হয়ে যায়।

দেখে শুনে হলাম হদ্দ,
আর কত গড়াবে শ্রাদ্ধ।

দেড়কুড়ি ভারানি, চাটগাঁয়ে বরাত।
দেড় বুড়ির মানুষ নয়, তার তিন বুড়ি কথা।
দেঁতো মেয়ের হাসি-কান্না,
দেখে শুনেও চেনা যায় না।
দেঁতোর হাসি দেখা যায়, ভালমন্দ বোঝা দায়।
দেদোর মর্ম দেদোয় জানে।
দেনা ক'রে নাম কেনার মুখে ছাই।
দেনার চেয়ে পাপ নেই।
দেবতা বুঝে নৈবেদ্য।
দেবতার বেলা লীলাখেলা।
পাপ লিখেছে মানুষের বেলা॥
দেবর লক্ষ্মণ।
দেব, দ্বিজ না বঞ্চিহ,
শেষ ধন ব্রাহ্মণকে দিহ।
দেব ধন, বুঝ মন, কেড়ে নিতে কতক্ষণ।
দেবা ন জানন্তি কুতো মনুষ্যাঃ।
দেবার বেলা মোটেই নাই,
নেবার বেলা ষোল আনাই।
দেবে যে সে দিলে,
আপনা-আপনি মিলে।
দেবাসুরের যুদ্ধ।
দেয়, থোয়, রাখে মান,
তারে বলি যজমান।

দেয়ালেরও কান আছে।

দেরি, তুমি যাও কোথা ?
    না, তাড়াতাড়ি যেথা।

দেরিতে কি সাধু মরে !

দেশে নাই যা, ছেলে চায় তা।

দেশের ঠাকুর,
    বিদেশের কুকুর।

দেশের ভাই যেখানে কথা কয়ো না সেখানে।

দেহ নয়, মণি-কোঠা,
    শেয়াল কুকুর নয়, জ্যেষ্ঠ ব্যাটা।

দেহি দেহি পুনঃ পুনঃ।

দেহের গুমর ক'রো না ভাই,
    এই আছে, এই নাই।

দৈত্যকুলে প্রহ্লাদ।

দৈবং নিহত্য কুরু যত্নম্ আত্মশক্ত্যা।

দৈবজ্ঞ যদি বলে ঠিক,
    তবে কেন মাগে ভিক্।

দৈব বলের চেয়ে বল নাই।

দৈবাধীনমিদং সর্বম্।

দৈবী বিচিত্রা গতিঃ।

দৈবেনদেয়মিতি কাপুরুষা বদন্তি।

দোজবরে ভাতারের মাগ,
    চতুর্দশীর চোদ্দ শাক।

দোজবরের মাগ গজরা হাতী,
ভাতারকে মারে তিন লাথি।
দোদেলবান্দা কল্‌মা চোর,
না পায় বেহস্ত, না পায় গোর।
দোয়া গাইয়ের চাটও সই।
দোয়াতও যেমন কলমও তেমন।
দোয়া হুধ বাঁটে সেঁধোয় না।
দোর থাক্‌তে পাঁচিল ডিঙানো।
দোল খেল্‌তে গেলে কি আবির লাগ্‌বে না?
দোল খেল্‌তে ভাতার মলো, রথ দেখ্‌তে যাই
দোষ ছাড়া লোক নেই।
দোষ দোষ, কাঁঠালের কোষ,
যত দোষ ধূমসীর দোষ।
দোষে গুণে সৃষ্টি,
ঝড়ে জলে বৃষ্টি।
দ্বিজ বলে—দেওয়ানা, ও বাত কহ কাকে।
দ্রব্যং মূল্যেন শুধ্যতি।
দ্রৌপদীর মত রাঁধুনী।

ধ

ধড় থেকে প্রাণ উড়ে গেল।
ধড়িবাজ লোক।
ধড়িবাজিতে উমিচাঁদ, হাতেও সরেস।

ধন অথবা পদ বাড়্‌লেই মান বাড়্‌বে।

ধন কারো সঙ্গে যায় না।

ধন-জন-পরিবার,
    কেহ নয় আপনার।

ধন-জন-যৌবন,
    জোয়ারের জল কতক্ষণ।

ধন থাক্‌লেই সিঁধের ভয়।

ধন থাকে দশ দিন।

ধন দিয়ে মন বোঝে,
    যৌবন দিয়ে আক্কেল বোঝে।

ধন না থাক্‌লে কাঁদে,
    চুল না থাক্‌লে বাঁধে।

ধন নেই, কড়ি নেই, নিধিরাম পোদ্দার।

ধন বড় না ধর্ম বড়।

ধনপতি রায় পাকা ধান খায়।
    এক সের তামাক দিয়ে বউ আন্‌তে যায়॥

ধন লয় নৃপবর, প্রাণ লয় দণ্ডধর,
    জাতি লয় জ্ঞাতি-বন্ধু-জন।

ধন-সোহাগী মরেন কুঁড়োর জাউ খেয়ে।

ধনী কুটুম গায়ে পড়ে, লাখ্‌ টাকা গায়ে পড়ে।
    গরীব কুটুম গায়ে পড়ে, ঝাঁটার বাড়ী গায়ে পড়ে॥

ধনীতে ধনীতে মেলা,
    নিধনের মর্ত্তমান কেলা।

ধনীর খাদ্য সয় না পেটে,
গরীব কিন্তু পায় না খেতে।
ধনীর ঘরে রূপের বাসা।
ধনী পরিবারও ভাল।
ধনীর চিন্তা ধন-ধন, নিরেনব্বুয়ের ধাক্কা।
যোগীর চিন্তা জগন্নাথ, ফকিরের চিন্তা মক্কা।
ধনীর মাথায় ধর ছাতি,
নির্ধনের মাথায় মার লাথি।
ধনুকভাঙ্গা পণ।
ধনে অহঙ্কার নহে, অহঙ্কার মনে।
ধনে পুত্রে লক্ষ্মী লাভ।
ধনের আম্‌দানী হলেই লোকের আম্‌দানী হয়।
ধনের খাতির অবশ্যই রাখতে হয়।
ধনে ধন দেখে, পুতে পুত দেখে।
ধনে সুখ, না মনে সুখ।
ধনৈর্নিষ্কুলীনাঃ কুলীনা ভবন্তি।
ধন্য রাজার পুণ্য দেশ,
যদি বর্ষে মাঘের শেষ।
ধম্‌কে কাঁঠাল পাকানো।
ধর কাছি, তো ধরেই আছি।
ধর্‌তে ছুঁতে কিছুই নাই।
ধরতে পারেনা ঢোঁড়া,
ধর্‌তে চায় বোড়া।

ধর্ম-কর্ম হয়ে ঢোল ঘরে ঘরে করে গোল।

ধর্ম কর্ম কর কি, মরতে জানলে হয়।

ধর্ম করিতে যবে জানি, পোখরী দিয়ে রাখিব পানি।

ধর্ম করিস্ পো-পোয়াতী, দুটি ছেলের জন্মতিথি।

ধর্মপথে থাক্‌লে আধেক রাতে ভাত।

ধর্মপুত্তুর যুধিষ্ঠির।

ধর্ম রেখে কর্ম।

ধর্মস্য সূক্ষ্মা গতিঃ।

ধর্ম হয় না কর্‌লেই উপাস।
    কোদাল পাড়্‌লেই হয় না চাষ।

ধর্মের কল বাতাসে নড়ে, পাপ কর্‌লে ধরা পড়ে।

ধর্মের ঘরে কুঁড়ের অভাব নেই।

ধর্মের ঘরে কুঁড়ের বাথান।

ধর্মের ঘরে পাপ সয় না।

ধর্মের জয়, অধর্মের ক্ষয়।

ধর্ম আগে, অর্থ তার পরে।

ধর্ম কর্মের দ্বারা না দেখালে মুখে কেবল ভণ্ডামি।

ধর্ম-কথা মুখে বলা সহজ।

ধর্মস্য তত্ত্বং নিহিতং গুহায়াং।

ধর্মহীন মানুষ আর বল্গাহীন ঘোড়া।

ধর্মাদ্বস্তু ন কিঞ্চিদস্তি ভুবনে।

ধর্মেন হীনাঃ পশুভিঃ সমানাঃ।

ধর্মের ঢাক আপনি বাজে।

ধর্মের ঢাকে কাঠি দেওয়া।

ধর্মের ঢেকী।

ধর্মের ষাঁড়।

ধর্মের ধার ক্ষুরের ধার, কর্‌লে তু'মন নেইক নিস্তার।

ধর্মের বাতি নিভে না, টিপ্‌ টিপ্‌ করেও জ্বলে।

ধর্মের ভরা ভেসে ওঠে, পাপের ভরা তল যায়।

ধর্মের সংসার পাথরের গাঁথনি।

ধার্মিক নারিকেল, পাপী কুল।

ধর মাছ, ভাগ আছে।

ধর, মার, কাট, খাও, ডেঙ্‌ ডেঙিয়ে ঘরে যাও।

ধর্মো রক্ষতি ধার্মিকম্‌।

ধর্‌ল অম্‌নি ফোস্কা প'ড়্‌ল।

ধর্‌লে চোঁ চোঁ করে, ছেড়ে দিলে পাক্‌সাট্‌ মারে।

ধর্‌লে চিঁ চিঁ, ছেড়ে দিলে সিংহী।

ধরাকে সরা জ্ঞান।

ধরাখান সরা জ্ঞান।

ধরি মাছ, না ছুঁই পানি, তবেই বুদ্ধি বলে মানি।

ধরে আন্‌তে বল্‌লে বেঁধে আনে।

ধরেছ তো ছেড় না।

ধরে বেঁধে মারে যে, ষাট বছরের বড় সে।

ধাইয়ের কাছে কোল ছাপানো।

ধাড়ের শাপে বিল শুকায় না।

ধাক-তিন-তিন ফশমলা, দেখাশুনা যেই বেলা সেই বেলা।

ধান একগুণ, তুষ তিন গুণ।

ধান একগুণ, তৃণ শতগুণ।

ধান একমণ, চাল্‌কে তেরজন।

ধান, খুন, খাল, তিন নিয়ে বরিশাল।

ধান গাছের কয় খানা তক্তা।

ধান নষ্ট করে খই, দুধ নষ্ট করে দই।

ধান নেই, চাল নেই, আন্দিরাম মহাজন।

ধান নেই, তার মান তো বড়।

ধান নেই, পান নেই, গোলা-ভরা ইঁদুর।
    ভাতার নেই, পুত নেই, কপাল-ভরা সিঁদুর॥

ধান ভান্‌তে মহীপালের গীত।

ধান ভানাবি গা, না-ভানাবার গা'।

ধান সম্পর্কে পোয়াল মেশো।

ধানাই, পানাই, কাঠি,
তিন মানে না ষাঠী।

ধানি লঙ্কার বেশী ঝাল।

ধানের আগ্‌ড়া উড়ে যায়,
    মানুষের আগ্‌ড়া রয়ে যায়।

ধানের আগে উড়ি ফোলে।

ধানের তুল্য ধন নেই, যদি না পড়ে ভূসা!
    ভাইয়ের তুল্য বল নেই, যদি না পড়ে হিংসা।

ধানের মধ্যে আঠালি, কত রঙ্গ দেখালি।

ধাপ-দেশের পাপ-বিচার, উল্টা কাঁটায় মাপ্‌।

ধাপ-ধাড়া গোবিন্দপুর।
ধাপা, ধাপড়, ধাপার মাঠ।
ধামা-ধরা মানুষ।
ধার করব, তার বেলা কেন?
ধার করে কানে সোনা।
ধার কয়ে হাতী কেনা।
ধার করে খায়, হেঁট মাথায় যায়।
ধার্‌লে ধান, না ধার্‌লে পাতান।
ধারায় নাড়া টানে,
    গোদে সাত পুরুষ টানে।
ধারেও কাটে, ভারেও কাটে।
ধারে না কাটে তো ভারে কাটে।
ধারে বামুন, তাও দোষ;
    ধারায় বামুন তাও দোষ।
ধারে শত্রু বাড়ে।
ধিকি ধিকি জ্বাল, সেই সন্ধ্যাকাল।
ধীরে পানি পাথর ছেঁদে।
ধীরে জ্বাল, ঘন কাঠি,
    তারে বলে দুধ-আউটি।
ধীরে ধীরে বোনে,
    তাঁতী সকল জিনে।
ধীরে রাঁধে, ধীরে খায়,
    তবে খাওয়ার মজা পায়।

ধীরে হাঁটুনী, নরম মাতুনী।

ধুকুড়িতে ধান ধরে না, বেনেকে ধরে কিলোয়।

ধুকড়ির ভেতর খাসা চাল।

ধুতুরার ফুল দেখা।

ধূমকে গ্রাম-দেবতা ডরান।

ধূয়া যার সয় না, সে রাঁধুনী হয় না।

ধূপ নেই দেবী, সাঁজাল খাও,
    আমি অভাগী আছি, তাই এত পাও।

ধূলামুঠ ধরতে সোনামুঠ হয়।

ধূলায় পর্বত বাঁধে।

ধেয়ে আসে খেয়ে যায়,
    এঁটোপাতটাও নিয়ে যায়।

ধোঁকার টাটি।

ধোঁকর যার, মেকুর তার।

ধোঁড়ার শাপে বিল শুকায় না।

ধোনা টানে উজান, মোনা টানে ভাঁটি।

ধোপ কাপড়ে দাগ লাগে বেশী।

ধোপ কাপড়ের টেনাও ভাল।

ধোপা, নাপিত, কুমার, কামার,—
    যে বিশ্বাস করে সেও এক চামার।

ধোপা—পরের কাপড়ে শোভা।

ধোপা ভাঁড়ারী।

ধোপায় কাপড় দিল না, গাঙ্গুলীর পুত মরুক।

ধোপার গাধা সব বইতে পারে, ভাতের কাঠি বইতে পারে না।

ধোপার ফাটে, না, ফুটে।

ধোপার বাসি, নাপিতের 'আসি'।

ধোপার মুগুর।

ধোপে টেঁকে না।

ধোঁয়ার হাত এড়াতে গিয়ে পুড়ে মলাম আগুনে।

ন

নাত্যন্তং গুণবৎ নাত্যন্তং দোষবৎতথা—Every virtue has its vice, and every vice has its virtue.

ন কাষায় ভবেৎ যতিঃ

নখদর্পনে থাকা।

নখর-রঞ্জিত নরু
নাহি কাটে তাল তরু।

নখে কাটে কচি কালে, ঝুনো হ'লে দাঁতে না চলে।

নগদ যে জন দিতে নারে,
সে জন শোধ দিক্ কাজ করে।

ন চ দৈবাৎ পরং বলম্।

ন জাতু কামঃ কামানামুপভোগেন শাম্যতি।

নগরে উঠ্‌তেই বাজারে আগুন।

ন গাঁ মাগ্‌লে যা',
সাত গাঁ মাগ্‌লেও তা'।

নঙ্গরের সমুদ্রে বাস, কিন্তু সাঁতারের সঙ্গে খোঁজ নেই।

ন চাষা সজ্জনায়তে।

ন চ দৈবাৎ পরং বলম্।

ন চলতি খলু বাক্যং সজ্জনানাং কদাচিৎ॥

নটা কাঁঠালের আঠা বেশী।

ন'টে খেটে আড়ায়ে সজ্‌নে বারমাস।

নটের শাক বৃদ্ধি হোক না যত, থাকবে না দুই ঘড়ি

নটীকে না বল নটী, উল্টে ধর্‌বে চুলের মুঠি।

নড়্‌তে চড়্‌তে ছমাস।

নড়্‌তে পারে না কামান ঘাড়ে।

নড়া দাঁত পড়া ভাল।

নড়ে মধু, পড়ে না।

ন তদ্ গৃহং যত্র গৃহে ন বালক-ধ্বনিঃ।

নথের ছিদ্রে কুড়ুল লাগানো।

নদী আর কালগতি উভয়ে সমান,

একই প্রবাহে করে উভয়ে প্রয়াণ।

নদী এক কূল ভাঙে, আর কূল গড়ে।

নদী কখনো দুকূল খায় না।

নদীকূলে বাস—ভাবনা বার মাস।

নদী, নারী, শৃঙ্গধারী, এ তিনে না বিশ্বাস করি।

নদীতে এল বান, তো কুমীর ধরে আন্।

নদী থাক্‌লেই চড়া পড়ে।

নদী মর্‌লেও বেড় থাকে।

নদীর কূলে বাস ক'রে কুমীরের সঙ্গে আড়ি।

নদীর তীরে কুয়ো খোঁড়া।

নদীর ধারে চাষ, বালির উপর বাস।

স্ব-অদৃষ্টের আশ, নারীর মুখের হাস।

এর উপর যার বিশ্বাস, তার সাতপুরুষে কাটে ঘাস

নদীর পাড়ের গাছ।

নদীর মুখে বালির বাঁধ।

নদীর স্রোতের মতো।

ন দুঃখং পঞ্চভিঃ সহ।

ন দেবঃ সৃষ্টি-নাশকঃ।

ন দেবায় ন ধর্মায়।

নদের গোরা চাঁদ।

ননদিনী রায়বাঘিনী, দাঁড়িয়ে আছে কালসাপিনী।

ননদিনী রায়বাঘিনী দাঁড়িয়ে আছ ঠিক সোজা,

কলিতে বউরোজা।

ননদিনী রায়বাঘিনী, পাড়ায় পাড়ায় কুচ্ছ গায়।

ননদিনী যদি মরে সুখের বাতাস বইবে গায়॥

ননদী বিষের কাঁটা, বিষমাখা দেয় খোঁটা।

ননদেরও ননদ আছে।

ন নিত্যং লভতে দুঃখং ন নিত্যং লভতে সুখং

চক্রবৎ পরিবর্তন্তে সুখানি চ দুঃখানি চ।

ন নিম্ব মধুরায়তে।

ননীর পুতুল নয় যে রৌদ্রে গলে যাবে।

ননীর পুতুল, রোদে গলে যাবে।

ননে বেগুণ তোলে না।

নবদ্বার খুলে দেওয়া।

ন বন্ধুমধ্যে ধনহীনজীবনম্।

নবধা কুললক্ষণম্।

নবমী পূজার পাঁঠার মতো।

নবরত্নের সভা।

নবাব পুত্তুর।

নবাব নছরঙ্গ খাঁ বাহাদুর।

নবাব খাঞ্জা খাঁ।

নবাব সিরাজদ্দৌল্লা আর কি।

নবাব সরকারের ঘোড়ার অভাব!

ন ব্যাজেন চরেদ্ধর্মং।

ন ভূতো ন ভবিষ্যতি।

ন মন তেলও পুড়বে না রাধাও নাচবে না।

The sky will never crash, larks you will never catch.

নম্রতা স্ত্রীলোকের সৌন্দর্য।

নম্র না হলে লোক ধর্মে বাড়্তে পারে না।

নয়ন মুদলে সব অন্ধকার।

নয়দুয়ারী শতেক খোয়ারী।

ন যযৌ ন তস্থৌ।

নয়া নয়া বাঁশিটা নয়া নয়া রঙ,

পুরাণ হলে বাঁশিটা গলা ঢং ঢং।

নরক গুলজার।

নরকেও যার ঠাঁই নেই।

নরম কাঠে ছুতোরের বল।

নরম বিবির খড়ম পা,
    হাঁটতে বিবির নড়ে না গা।

নরম মাটি কেঁচোয় খোঁড়ে।

নরম মাটীতে বিড়াল হাগে।

নরম মাটী পাইয়া কেউটা উঠে বাইয়া।

নরম মাটী পেয়ে বিড়ালেও আঁচ্‌ড়ায়।

নরমের বাঘ গরমের শিয়াল।

নরমের যম, শক্তের ভক্ত।

নরানাং মাতুলঃক্রমঃ।

নরুণ দিয়ে তালগাছ কাটা।

নরের মন নারায়ণে জানে।

নলকে রাজা, পলকে সাহু।

নল্‌চে আড়াল দিয়ে তামাক খাওয়া।

নষ্ট গুয়া দক্ষিণ বায়ে, নষ্টা ঝি দোচারিনী মায়ে
    নষ্ট বউ পরের ঘরে, পুত্রনষ্ট পরদার করে।

নষ্ট দুধে ক্ষীর জমে না।

নষ্ট নারীর পরিচয়, বুদ্ধিগুণে সতী হয়।

নষ্ট মাগীর বড় গলা, শুন্‌তে কান ঝালাপালা।

নষ্ট হাটে, নষ্ট ঘাটে, নষ্ট ধোপার পাটে।

নষ্টের গুরু, দুষ্টের গোঁসাই।

নসদিদং জগদিত্যবধারয় ।

ন স্বাতন্ত্র্যাৎ পরং সুখম্ ।

ন স্থানং তিলধারণে ।

নহবতে নাগরা বাজে ।

নহি সুখং দুঃখৈর্বিনা লভ্যতে ।

নহি সুপ্তস্য সিংহস্য প্রবিশন্তি মুখে মৃগাঃ ।

না আঁচালে বিশ্বাস নেই ।

না আছে, নেই আয়োজন, পাড়া ভরে নিমন্ত্রণ ।

নাই-আঁকৃড়া ।

নাই কাজ তো খই ভাজ ।

নাইঘরে খাই বেশী ।

নাই তাই খাচ্ছ, থাক্‌লে কোথায় পেতে ?

নাই দিলে কুকুর কাঁধে ওঠে ।

নাই দিলে কুকুর পাতে বসে খায় ।

নাইয়ের কুকুরের ভোজন পাতে ।

নাই ধন তো যাও ধন ।

নাই বল্‌লে সাপের বিষও থাকে না ।

নাই বা করল লেখাপড়ি, পাবেই একটা দারোগাগিরি ।

নাই বা দিলে তাই বা কি,
গুড়ে-মণ্ডার অভাব কি !

নাই বা দিলে তাই বা কি, বরের মাতার অভাব কি !

নাই ভাত নূন খাব ।

নাই মাগ, নাই পুত, বেড়ায় যেন যমদূত ।

নাই মামার চেয়ে কানা মামা ভাল।

নাও, ঘোড়া, নারী, যে চড়ে তারি।

নাও টানার চেয়ে পাও টানা বেশী।

নাও-'পর গাড়ী, গাড়ী-'পর নাও।

নাও রে, তুই ল' আমারে, আমি লই তোরে।

নাক-খ্‌ত্তা কান-মোচড়া।

নাক থাক্‌লেই শিক্‌নি।

'না'-কথার বালাই নেই।

নাক-কান-কাটা শূর্পনখা।

নাক ধরে টান্‌লে মুখ আপনি আসে।

নাক নেই বেটীর নথের সখ,
ফেল্‌না বেটীর কত ঠমক।

নাক নেই, মাগী বেশর পরে।

নাক নেড়ে কস্‌নি কথা,
ভাঙ্‌বে নথের স্থুষ্‌নী পাতা।

নাক-ফোঁড়া বলদ।

নাক বাজে যার নিদ্‌মহলে, রুষ্য ভাষে তুষ্য বলে।
ভূমি কাঁপে পায়ের ঘায়, তার এয়োতি কদিন যায়

নাকরণ বর্ষণ, না কর ঝড়,
যতক্ষণ মাকে বনে দিয়ে পুত্র না যায় ঘর।

নাকে কাজ, না, নিশ্বাসে ভাজ।

নাকে কানে খৎ।

নাকে দড়ি দিয়ে ঘোরানো।

নাকে না খেয়ে মুখে খাওয়া ভাল।

নাকের উপর এক টাকা,—এক লাখ টাকা।

নাকের চেয়ে নাকের ডাক বেশী,
নামের চেয়ে নামের ডাক বেশী।

নাকের জলে চোখের জলে এক হওয়া।

নাকের বদলে নরুণ।

নাকে সর্‌ষের তেল দিয়ে ঘুমানো।

না খেয়ে আঁচানোর ধূম।

না খেলে যাবে দিন,
ধার কর্‌লে হবে ঋণ।

না গজাতে ঘুন ধরে, না উঠ্‌তে আছাড়।
বাসরেতে ভাতার মরে, বাসি বে'তে রাঁড়॥

নাগর চাঁদের শোয়ার পরিপাটি।
দুপাশে রয়েছে দুই সুপারির আঁটি॥

নাগর না আসায় উতলা মন, কিসের রাঁধন, কিসের ভোজন।

না ঘরের, না ঘাটের।

নাচ-কোঁদ ভুল না।

নাচ্‌তে জানিনে, আমায় ধরে এনেছে।
যদি নাচি, আমার ছেলে নেবে কে॥

নাচ্‌তে জানে না বউ, উঠানের দোষ।

নাচ্‌তে জানে না বামুন ডেক্‌রা,
উঠানকে বলে হেটাটিঙ্‌রা।

নাচ্‌তে না জান্‌লে উঠান বাঁকা।

নাচ্‌তে নেমে ঘোম্‌টার টান।

না চাইলে ঘোড়া পাই, চাইলে বুঝি হাতী পাই।

নাচে ভাল, পাক দেয় আল্লা।

নাচের পা থামে না।

না ছুঁতেই কেঁউ।

না জানে আঁধি-সাঁধি, ধুচনী দেখে বলে কাঁচ-কলার কাঁদি।

নাটা কাঁঠালের আঠা বেশী।

নাটানে গরুর কাটানে লাথি।

নাটা বামুনের হাঁটা বেশী।

নাটা মানুষ আগে মাতে, নাটা জমিন আগে ফাটে।

নাটা মানুষের হাঁটা বেশী,
কুশো কাঁঠালের আঠা বেশী।

নাটের গুরু।

নাড়া বনে কেত্তন।

নাড়ার বিবি ঘাটে যায়,
ফিরে ফিরে নাড়ার পানে চায়।

নাড়ীর টান এড়ানো কঠিন।

নাড়ী নক্ষত্র টেনে বার করা।

নাতির নাতি স্বর্গের বাতি।

নাতি—স্বর্গে দেবে বাতি।

নাতোয়ানের দুনো মালগুজারি।

না থুইব যে গুরু মারে, না থুইব যে স্ত্রী জার করে।
পরের বাড়ী যার বাড়ীয়ালি, দুই স্ত্রীয়ে যেথা কোদলী॥

না-থাকনের চেয়ে মাগন ভাল।

নাদাপেটা হাঁদারাম।

না-দেওয়া কাঁঠালের শাওনে নাম।

না-দেওয়ার চাল, আজ না কাল।

না দেখ্‌লে থাক্‌তে নারি, দেখ্‌লে মারামারি।

না দেখে চলে যায়, পায়-পায় হোঁচট খায়।

না দেয় ভাত-কাপড়, কিলায় ধাপড়-ধাপড়।

না নদীর কূল, না বৃক্ষের মূল।

না না দেয়ং ; হুঁহুঁ দেয়ং, দেয়ং অঙ্গুলি-চালনে।
 শিরসা কম্পনে দেয়ং, ন দেয়ং ব্যাঘ্র-ঝম্পনে॥

নানান দেশে নানান ভাষা,
 বিনে স্বদেশী ভাষা মিটে কি আশা!

নানা মুনির নানা মত, যত মত তত পথ।

না নোয়ালে মাথা, বাজে চালের বাতা।

নান্যঃ পন্থা বিদ্যতে অয়নায়।

না-পড়ে পণ্ডিত।

না পড়ে পো, সভায় নিয়ে থো।

নাপিত দেখবে যখন,
 ক্ষৌরী হবে তখন।

নাপিত দেখলে নখ বাড়ে।

নাপিত, বৈদ্য, ধোপা, চোর,
 যুগী বৈরাগীর নেইকো ওর।

নাপিত হ'ল কবিরাজ, চুল কাট্‌বে কে?

নাপিতের আসি, ধোপার বাসি,
সূতারের কাল,—তিন ব্যাটার এক চাল
নাপিতের কাছে নাপিতও পয়সা লয় না
নাপিতের ষোল চোঙা বুদ্ধি।
না বল্‌ল বল্ ঠিক, বল্‌লেই বেল্লিক।
না বিয়োয়েই কানাইয়ের মা।
না বুঝে ছিলাম ভাল,
অর্ধেক বুঝে প্রাণটা গেল।
নাবুস্তির লাজ নেই, দেখুস্তির লাজ।
না ভাল, না মন্দ, কথা কইলে সন্ধ।
নাভিসুখে নিদ্, চিত্ত-সুখে গীত।
নাম-কাটা সেপাই।
নাম ডাকে গগন ফাটে।
নামটা ঢাকের মত, ভেতরটা ফাঁক।
নাম বড়া, দর্শন থোড়া।
না মরতেই ভূত।
না মাঠের, না ঘাটের।
নামে-ডাকে গিরি,ভাঙা তুখান পিঁড়ি।
নামে-ডাকে গুরুমশাই,
লেজা মুড়োর জ্ঞান নাই।
নামে সোনার গাঁ, ভিতরে মাটির ঘর।
নামে তাল পুকুর, কিন্তু ঘটি ডোবে না।
নামে ধন্বন্তরি, চিকিৎসায় যম।

নামে ধর্মদাস, ধর্মের নাম নেই।

নামে ডাকে গগন ফাটে,
ঢেঁকিশালে কুঁড়ো চাটে।

নায় না ধোয়, মাঝখানে শোয়।

নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ।

নায়ে আঁটে না, শুয়ে যায়।

নায়ে তরে সমান পথ।

নারদের ঢেঁকি নিয়ে ধান ভানে ভূতে।

না রাম না গঙ্গা—কিছুই না বলি।

নারীণাং রোদনং বলম্।

নারী, কাগজ, না,'
তিনের বৈরী বা'।

নারী যার স্বতন্তরা,
সে জন জীয়ন্তে মরা।

নারীর বল—চোখের জল।

নারীর যৌবন কেবল আধন
যেমন জলের ফোঁটা।

নায়েই যান, আর পায়েই যান,
পথ আছে সেই একখান।

নালা কেটে কুমীর আনা।

নালা কেটে জল আনা।

নালা কেটে নোনা জল।

নাস্তিকের মুখে ধর্মকথা।

নাস্তি ত্যাগসমং সুখং।

নাস্তি বিদ্যা কুতো যশঃ।

নাহঙ্কারাৎ পরো রিপুঃ।

নি-কামানে নাপিত বিড়াল ধ'রেও কামায়।

নি-কামায়ে দরজী ছেলের মুখ সেলাই করে।

নিকুলে চুকুলে ঘর, কামালে জামালে বর।

নিকেজোর কাজ বেশী।

নিখাউতির গেরাস, দেখে লাগে তরাস।

নিখাউতির পাড়া, তাই গোটা ছাগল পোড়া।

নি-গোঁসাইয়ের খোদাই রক্ষা।

নি-চেনা ভাইয়ের গেরাম বড়।

নিজ ছিদ্র নাহি জানি, পরছিদ্র অনুমানি।

নিজ যদি পর হয়, তবে বিপক্ষের ভয়।

নিজে নিজে কয় বড়, তারে বলি লঘুতর।

নিজেও লিখ্‌বে না, পরের ছেলেরও দোয়াত ভেঙে দেবে।

নিজে শুতে জায়গা পায় না, শঙ্করাকে ডাকে।

নিজে বাঁচলে বাপ-মায়ের নাম।

নিজের কানা ছেলে পদ্মলোচন।

নিজের কোলে ঝোল টানা।

নিজের চরকায় তেল দাও।

নিজের ছেলে নাচে যেন লাটিমটি।

পরের ছেলে নাচে যেন ভূতটি,

নিড়ালেও এক ছড়া, না নিড়ালেও এক ছড়া।

নিজের ঢাক নিজে পিটানো।

নিজের বাঁচবার নাই ঠাঁই, বৌয়ের সঙ্গে আঠার ধাই।

নিজের নাক কেটে পরের যাত্রা ভঙ্গ করা।

নিজের পাঁঠা, লেজেই কাট কি পিঠেই কাট!

নিজের বেলায় গন্ধ নেই।

নিজের বেলায় আঁটি-সাঁটি, পরের বেলায় দাঁত-কপাটি।

নিজের বেলা খেলা, পরের বেলায় পাপ।

নিজের বোন ভাত পায় না; শালীর তরে মোণ্ডা।

নিজের শত্রু নিজে; শত্রু ভিতরে, বাইরে না।

নিতে জানি, দিতে জানিনে।

নিত্য উপবাসীকে কেউ ভাত দেয় না।

নিত্য পাই, নিত্য খাই।

নিত্য ভিক্ষা তনু রক্ষা।

নিত্য চাষার ঝি,
    বেগুন ক্ষেত দেখে বলে, এ আবার কি!

নিত্য রোগীকে দেখে কে,
    নিত্য নাই তার দেয় কে।

নিত্য রাজা কটক যায়,
    পথের সম্বল ঘরে বসে খায়।

নিত্য রোগা, চোখ বাঁকা।

নিদ্ নাহি মানে টুটা ঘাট,
    ভুখ্ নাহি মানে ঝুটা ভাত,
    পিয়াস নাহি মানে ধোবা ঘাট।

নিদানকালে হরি নাম আর রসসিন্দুর।

নিদানের বিধান নেই.।

নিধের মায়ের চালে ঝিঙে,
বৌকে মেরে বাজায় শিঙে।

নিনায়ের শতেক না'।

নি-নায়রের নায়র বড়,
ঠ্যাঁটা ঢেঁকির বাড়ি বড়।

নিন্দুকের নিদ্রা নাই, নিত্য নূতন নিন্দা চাই।

নিন্দন্তু নীতিনিপুণা যদি বা স্তুবন্তু।
লক্ষ্মীঃ সমাবিশতু গচ্ছতু বা যথেষ্টম্।
অদ্যৈব বা মরণমস্তু যুগান্তরে বা
ন্যায়াৎ পথঃ প্রবিচলন্তি পদং ন ধীরাঃ।

নিবড়ন ঘরে জুত নেই।

নিভানো আগুন জ্বেলে তোলা।

নিমক-খেয়ে নিমক-হারামি।

নিম গাছের ঘাড়-নোয়ানো।

নিমতলাও চিনি, কেওড়াতলাও চিনি; তবে মরে আছি,
কথা কইতে পারি না।

নিমতলা দিয়ে যাও নি, নিম ফল কি খাওনি!

নিমতলার শকুনির মতো টেঁকে বসে থাকা।

নিম তেতো, নিসিন্দা তেতো, আর তেতো খ'র।
তার চেয়ে অধিক তেতো বোন্-সতীনের ঘর॥

নিম, নিসিন্দা যেথা, মানুষ কি মরে সেথা?

নিম, নিসিন্দা, তেঁতুল,
ঘরে পুঁতো না কোন কাল।

নিয়ড় পোখরী দূরে যায়, যুবতি বুলে গীতি গায়।
হাসিয়া চাহে আড় দৃষ্টি, ডাক বলে—সেই সে নষ্টী ॥

নিয়তিঃ কেন বাধ্যতে।

নিয়তির চোখ কানা।

নিয়ে আয় তো বউ, নোড়া, যাই কোঁদলের পাড়া।
আর চাই না বউ, নোড়া, পেয়েছি কোঁদলের গোড়া ॥

নির্গুণ আদার তিন গুণ ঝাল।

নির্গুণ মানুষের তিন গুণ জ্বালা।

নির্গুণ পুরুষের ভোজন সার, করেন সদাই মার-মার।

নির্ধনের ধন অধর্মের যৌবন।

নির্ধনের ধন হলে দিনে দেখে তারা।
নির্ভাতারীর ভাতার হলে বাসে বাপের পারা ॥

নিরনব্বয়ের ধাক্কা।

নির্বাণং পরমং সুখম্ ॥

নির্বাণদীপে কিমু তৈলদানং চৌরে গতে বা কিমু সাবধানম্।
বয়োগতে কিং বনিতাবিলাসঃ, পয়োগতে কিং খলু সেতুবন্ধঃ।

নির্বোধ জল ছেঁচে, বুদ্ধিমানে মাছ কুড়ায়।

নির্বোধ বন্ধু অপেক্ষা বুদ্ধিমান শত্রুও ভাল।

নির্বোধের গু তিন জায়গায় লাগে।

নির্বোধের দাঁতে বিষ।

নি-রাখালের খোদা রাখাল।

নিশার স্বপ্ন কি কখনো সফল হয় !

নিষ্কণ্টকে বেড় ভাল।

নিষ্কর্মা কি বরে ?—চালে ডালে এক করে।

নিষ্কর্মা চাষার বিশ খানা কাস্তে।

নিষ্কর্মা ভাসুরের বচন মিঠা, নিত্যই বসে খান চিতুই পিঠা।

নিষ্কর্মার মন, কুচিন্তার ভবন।

নিষ্কর্মা লোক কুকর্মের ধাড়ী।

নীচ যদি উচ্চ ভাষে, সুবুদ্ধি উড়ায় হেসে।

নীতি-শাস্ত্রে জগন্নাথ তর্ক-পঞ্চানন।

নীরোগ শরীর যার, বৈদ্যে কর্‌বে কি।
    ঠাণ্ডা ভাতে বেগুণ-পোড়া, পান্তা ভাতে ঘি।

নুন আন, গুণ গাই।

নুন আন্‌তে পান্তা ফুরায়।

নুন খাই যার, গুণ গাই তার।

নুন খেলে গুণ মানে।

নুন খেয়ে নিমক-হারামি।

নুন দিয়ে রাঁধিতো ভালই হয়,
    আলুনি রাঁধ্‌তে তিন গুণ ক্ষয়।

নুনের ভাঁড়, তেলের ভাঁড়, তাকে কি বলি ভাঁড়।
    ভাঁড়ের মধ্যে ভাঁড় ছিল নদের গোপাল ভাঁড়॥

নুনের মতো, যে হাঁড়িতে থাকে, সে হাঁড়ি খায়।

নূতন নূতন খইয়ের মোয়া মচ্‌মচ্‌ করে।
    পুরান হলে খইয়ের মোয়া নেতিয়ে নেতিয়ে পড়ে॥

নূতন নূতন তেঁতুলের বীচি, পুরান হলে বাতায় গুঁজি।

নূতন নূতন ন'কড়া, পুরান হলে ছ'কড়া।

নূতন পীরিতে বড় আঠা।

নূতন যোগীর ভিক্ষা নেই।

নূতন রাজার চাকরী করতে নেই।

নূতন রাজার নূতন বিচার।

নূতন সূর্য জগতে পূজ্য।

নেই কাজ তো খই ভাজ।

নেই কাজ তো খুড়োর গঙ্গাযাত্রা কর্।

নেই গোঁসাইয়ের খোদা গোঁসাই।

নেই-ছেলের চেয়ে ঝির ছেলে ভাল।

নেই ধন তো যাও বন।

নেই বললে সাপেরও বিষ থাকে না।

নেই মাগ, নেই পুত, বেড়ায় যেন যমদূত।

নেই মামার চেয়ে কানা মামা ভাল।

নেক্ড়ার আগুন ছেড়েও ছাড়ে না।

নেক্ড়ার আগুন নেভানো দায়।

নেকা আজুলে চালশে কানা, জল বলে খায় চিনির পানা।

নেকা, বোকা, ঢল্ঢলে কাছা, তিনে প্রত্যয় করো না বাছা।

নেঙ্টার আবার বাটপাড়ের ভয় কি?

নেঙ্টার গলায় মোতির মালা।

নেঙ্টার ঘরে চুরি।

নেঙ্টার দেশে কাপুড়ে ভাঁড়।

নেঙ্‌টার নেই ধোপার কাজ।
নেঙ্‌টার নেই বাট্‌পাড়ের ভয়।
নেঙ্‌টার বস্ত্রহরণ।
নেঙ্‌টে ইঁদুর পা হতে কাটে।
নেঙটে ইঁদুর পাহাড় কাটে।
নেচে মরে রামু, চিড়ে খায় শ্যামু।
নেড়া আর কখনো বাঁশতলায় যায় না।
নেড়া কবার বেলতলায় যায়?
নেড়া নয় ইষ্টি, তেঁতুল নয় মিষ্টি।
নেড়া মাথায় খোঁচার ভয়।
নেড়ার বিবি দোলায় যায়, নেড়ার দিকে ফিরে চায়।
নেপো মারে দই।
নেবার কুটুম, দেবার নয়।
নেবার বেলা পরিপাটি, দেবার বেলা ফাটাফাটি।
নেবার বেলায় রোজগার, দেবার বেলায় গুণোগার।
নেবু কচ্‌লাবে যত, তেতো হবে তত।
নেভ্‌বার আগে ক্ষণেক তরে, দীপ জ্বলে দপ্‌ করে।
নেয়ের এক না', নিনেয়ের শতেক না'।
নেয়ের গরু, বামুনের নাও।
নেড়ী কুত্তায় খায় বেশী।
নেড়ী কুত্তার পাতে ভাত।
নেশাতে বুক ফাটে, কুকুরে মুখ চাটে।
নেশায় শিবের বাবা।

নেশার রাজা মদ, তার চেয়ে বড় তোষামোদ।

নৈবেদ্যের উপরে সন্দেশের মত।

নোলা করে সক্‌সক্‌, ও নোলা তুই সামাল কর্‌।
আগে যাবি, নোলা, বাপের ঘর তবে খাবি নোলা দুধসর॥

নৌকা ডিঙি চাই না আমি, আজ্ঞা যদি পাই।
গঙ্গাজলে সাঁতার দিয়ে শ্বশুর-বাড়ী যাই॥

নৌকা থাকিতে যে সান্তারে,
ডাক বলে—মো কি করিবু তারে!

নৌকায় ধরে না শুয়ে চল।

প

পক্ষিরাজের বংশ।

পক্ষীর মধ্যে ওচাঁ, নাম কাদাখোঁচা।

পঙ্গপাল উড়ে যায়, ফিঙ্গে ফড়িঙ্‌ ফিরে চায়।

পঙ্গপাল পথে ঘাটে, ফিঙ্গে ফড়িং ওড়ে মাঠে।

পঙ্গুর গিরি-লঙ্ঘন।

পঙ্গু হয়ে পর্বত লঙ্ঘনের সাধ।

পচা আদা ঝাল-ভরা।

পচা আদা ঝালের গাদা।

পচা আদার ঝাল বেশী। Empty vessels sound much.

পচা শামুকে পা কাটে।

পচা সুপারি, পাকা পান, ভাজের কথায় এত টান।

পঞ্চ গোত্র ,ছাপ্পান্ন গাঁই, এ ছাড়া ব্রাহ্মণ নাই।

পঞ্চমে মঙ্গল কার, রন্ধ্রগত শনি ?
কে দিল অনলে হাত, কে ধরিল ফণী ?
পঞ্চাননের বেটা ষড়ানন ।
পঞ্চাশোর্ধে বনং ব্রজেৎ ।
পট্টবস্ত্রে গুঞ্জা ফল মূল্য নাহি হয় ।
ছিন্ন বস্ত্রে মোতির মূল্য নাহি হয় ক্ষয় ॥
পটল তোলা To kick the bucket.
পড় তো পড়, নয় খাঁচা আজাড় কর ।
পড়ল ফাগুন, তো উঠল আগুন ।
পড়ল কথা সভার মাঝে, যার কথা তার গায়ে বাজে ।
পড়লে চাষা গরু খায়, উঠলে চাষা বামুন খায় ।
পড়লে শক্তের হাতে, সোজা করে তিন লাথে ।
পড়লে শুনলে ছুধি-ভাতি, না পড়লে ঠেঙার গুঁতি ।
পড়শী নয় আরশি ।
পড়শী নয় বঁড়শী ।
পড়শী যদিও ভাল, তথাপি না বেড়া ফেল ।
পড়া গাছে চড়া ।
পড়া পাঁঠা সব চেয়ে মূর্খ ।
পড়িলে ভেড়ার শৃঙ্গে ভাঙে হীরার ধার ।
প'ড়ে গেলে ছাগলেও চাট্ মারে ।
পড়ে গেলে না হাসে এমন স্যাঙাত নেই ।
প'ড়েছি মোগলের হাতে, খানা খেতে বলে সাথে ।
পড়েছি দজ্জালের হাতে, জঞ্জাল জড়ায় দিনে রাতে ।

পড়ে পাওয়া চৌদ্দ আনা।

পড়ে পাওয়া টাকা চৌদ্দ আনা-লাভ।

পড়ে পাশা তো জিতে কোদালের বাঁট।

পড়ে পাশা তো জিতে চাষা।

পণেক খেলে ক্ষণেক গায়, অনেক খেলে অনেক গায়।

পণ্ডিতে পণ্ডিতে কথা, প্রতি কথায় ছন্দ।
বালকে বালকে কথা প্রতি কথায় দ্বন্দ্ব॥
বুড়ায় বুড়ায় কথা প্রতি কথায় কাশি।
যুবায় যুবায় কথা প্রতি কথায় হাসি॥

পণ্ডিতের বাড়ীর বিড়ালও আড়াই অক্ষর পড়ে।

পতনে পেলে গুরুও কাউকে রেয়াত করে না।

পতি ম'ল ভাল হ'ল, দুই সতীনে পীরিত হ'ল।

পতির পায়ে থাকে মতি, তবে তারে বলি সতী।

পতির মরণে সতীর মরণ।

পথ চল্‌বে জেনে, কড়ি নেবে গুণে।

পথে নারী বিবর্জিতা।

পথে পেলাম কামার, দা গড়ে দাও আমার।

পথে যদি পাই সোনা, কানে দিতে কি-বা মানা!

পায়ের গু রথে উঠে যায়।

পথে হাগে আর চোখ রাঙায়!

পদ ও অর্থ জলবিম্বের ন্যায়।

পদ্মমুখী ঝি আমার পরের ঘরে যায়।
খেঁদানাকী বৌ এসে বাটায় পান খায়॥

পয়ঃপানং ভুজঙ্গানাং কেবলং বিষবর্ধনম্ ।
পয়সামণি নাদিলে তো ক্ষুরমণি আর চলে না !
পয়সা ত নয় খোলাম কুচি ।
পয়সায় বাঘের দুধ মেলে ।
পয়সার কুট্‌কুটানি ।
পয়সার নামে ঠন্ ঠন্ আগে পাছে লণ্ঠন ।
পয়সার হরির লুট ।
পয়সা দেবেন একটা, গান শুনবেন অক্রুর হরণ ।
পয়সা সিঞ্চতে নিত্যং ন নিম্বঃ মধুরায়তে ।
পয়ো গতে কিম্ খলু সেতুবন্ধঃ ।
পর আর পরমেশ্বর ।
পর কখনো আপন হয় না, আপনও কখনো পর হয় না ।
পর কি বোঝে পরের ব্যথা !
পর-চিত্ত অন্ধকার ।
পরচ্ছন্দানুবর্তন করা ।
পরতে হবে শাঁখা, তবে মুখ কেন বাঁকা ?
পর-ধন খেতে যেন জোঁক !
পর-ধর্মো ভয়াবহঃ ।
পরনিন্দায় অধোগতি ।
পর পদ লয় কর কমলজ নয়ন ।
পর পেয়ে বাণিজ্য, আপন পেয়ে চাষ ।
পর প্রত্যাশী, দুপহর উপবাসী ।
পর-প্রত্যাশী ধন, পর নিয়ে গমন ।

পর প্রত্যাশী নর, উপোস করে মর্।

পর-প্রত্যাশী নর, গলায় দড়ি দিয়ে মর।

পর-ভাতি ভালো, তো পর-ঘরি ভাল নয়।

পর-ভাতি হতে আছে, তো পর-ঘরি হতে নেই।

পরবার নেঙটি নেই, দরগায় খেতে চায়।

পর-ভরসা করে যে, জলে ডুবে মরে সে।

পর-ভাঙ্গানিয়া, ঘর জ্বালানিয়া।

পর রেখে ঘর নষ্ট।

পরহস্তগতং ধনং।

পরহস্তগতা গতা।

পরহিংসায় সর্বনাশ, যুগে যুগে নরক বাস।

পরিচয়ে কুল নষ্ট।

পরে তসর খায় ঘি, তার বৈছে কাজ কি!

পরে কখনো পরের ব্যথা বোঝে না।

পরে দেবে চেয়ে, পেট ভর্‌বে খেয়ে।

পরের উপর খায়, আঠার মাসে বছর যায়।

পরের উপর খায় ভাত, কাপড় পরে চৌদ্দ হাত।

পরের কথায় লাথি-চাপড়, নিজের কথায় ভাত-কাপড়।

পরের কাপড়ে ধোপার নাট।

পরের গোয়ালে গোদান।

পরের ঘর ঢুক্‌তে ডর, নিজের ঘর হেগে ভর।

পরের ঘরে ছেপের ডর, আপন ঘরে হেগে ভর।

পরের ঘাড়ে বন্দুক রেখে শিকার।

পরে ঘি পেলে প্রদীপ দেয় মেলে।
পরের ঘোল খাবার লোভে নিজের গোঁফ কামানো।
পরের চাল, পরের কলা, এত করেন চন্দনমালা।
পরের চাল, পরের ডাল, নদে করেন বিয়ে।
পরের ছেলে খায়, আর পথ পানে চায়।
পরের ছেলে খায় একটা, বেড়ায় যেন বাঁদরটা,
আপন ছেলে খায় এতটি, বেড়ায় যেন লাটিমটি।
পরের ছেলে নৌকা বায়, গাছের আগা দিয়ে যায়।
পরের জন্য গর্ত খোঁড়ে, আপনি তাতে প'ড়ে মরে।
পরের জন্য ফাঁদ পাতে, আপনি প'ড়ে মরে।
পরের জিনিস পাতে পড়্‌লে শীগ্‌গির হাত বন্ধ হয় না।
পরেরটা পেয়ে, বমি করে খেয়ে।
পরের ঝগ্‌ড়া টাকা দিয়ে কেনা।
পরেরটা খেতে কতই আহ্লাদি,
আপনটার বেলায় কিন্তু মাথায় পড়ে হাত।
পরের তেলে কাপড় নষ্ট, পরের ভাতে পেট নষ্ট।
পরের দুধে দিয়ে ফুঁ, পুড়িয়ে এলেন আপন মু'।
পরের দেখে তোলে হাই, যা আছে তাও নাই।
পরের দুঃখ কেউ বোঝে না।
পরের দ্রব্যে লোভ ক'রো না।
পরের দোষ আকাশ-জোড়া, আপন দোষ ছোটো।
চালুনী বলে—ধুচুনি ভাই, তুমি বড় ফুটো।
পরের দোষের অন্ত নেই, নিজের দোষে বুড়ি।

পরের ধন, আপন ছালা, যত ইচ্ছা ভরে ফেলা।
পরের ধন, আপন আয়ু, কেউ দেখে না অল্প।
পরের ধন দেখি আপনার চেয়ে বাড়া।
পরের ধন নিজের বাটখারায় ওজন করো না।
পরের ধনে কলুর নাট, খান পাঁচ ছয় তুড়ে কাট।
পরের ধনে পোদ্দারি, লোকে বলে লক্ষ্মীশ্বরী।
পরের ধনে বরের বাপ।
পরের পিঠে বড় মিঠে।
পরের পুতে বরের বাপ।
পরের ফোঁড়া ঢেঁকি দিয়ে গালে।
পরের বিড়াল খায়-দায়, আর বনের পানে চায়।
পরের বেটী মুখ ক'র্‌বে মুখনাড়া দিয়ে।
তুই চক্ষে জল পড়্‌বে বসুধারা দিয়ে॥
পরের বেদন কি পরে জানে?
পরের বেলা আঁটি-সাটি, নিজের বেলা দাঁত-কপাটি।
পরের বেলা কেউ ছাড়ে না।
পরের বেলায় উপদেশ দিয়ে পটু।
পরের বোঝা কেউ ভারি মনে করে না।
পরের ভাত, আপন হাত।
পরের ভাতে কাঠি দেওয়া।
পরের ভাতে কুকুর পোষা।
পরের ভাতে পেট নষ্ট।
পরের ভাতে বেগুন-পোড়া।

পরের ভাল দেখ্‌লে চোখ-টাটানো।

পরের ভিটায় জরীপ এলে—মাপ্‌ রে মাপ্‌।
নিজের ভিটায় জরীপ এলে বাপ্‌ রে বাপ্‌॥

পরের মন আঁধার-কোণ।

পরের মন্দ কর্‌তে গেলে আপন মন্দ হয়। Harm seek, harm find.

পরের মাথা কেটে নাপিত।

পরের মাথা না কাট্‌লে 'কামানো' শিক্ষা হয় না।

পরের মাথায় কাঁঠাল ভাঙা।

পরের মাথায় কাঁঠাল ভেঙে নিজের গোঁফে তেল।

পরের মাথায় দিয়ে হাত ফিরে করে নির্ঘাৎ।

পরের মাথায় বাড়ি দিয়ে আপনি প'ড়ে চিৎ হয়ে।

পরের মাথায় হাত-বুলানো।

পরের মুখে ঝাল খাওয়া।

পরের লেজে পড়্‌লে পা তুলো পানা ঠেকে।
নিজের লেজে পড়্‌লে পা ক্যাঁক্‌ ক'রে ডাকে।

পরের সোনা দিয়ো না কানে,
কেড়ে নেবে হেঁচ্‌কা টানে।

পরের হাতে ধন, পরের নায়ে গমন।

পরের হাতের ধন, পেতে অনেকক্ষণ।

পরের হাতে ধন থুয়ে যে কয় আছে।
তার ধন তো খেয়ে গেছে বোয়াল মাছে॥

পরোপদেশে পাণ্ডিত্যং সর্বেষাম্‌ সুন্দরং নৃণান্‌।

পর্বতের আড়াল।

পর্বতো বহ্নিমান্-ধূমাৎ।

পলকে প্রলয়।

পল্‌তা গাছে পটল ফলে।

প'লো আর ম'লো।

পশ্চিমে ধনু নিত্যখরা পূবের ধনু বর্ষা-ঝরা।

পশ্চিমে সাধু, পূবে বাবু,

মাঝে মাঝে আছে কেবল কতকগুলি হাবু।

পহেলা কুত্তা কুত্তা বোলে, দোস্‌রা কুত্তা ঘর-ঘর বুলে।

তেস্‌রা কুত্তা জরুকা ভাই, চৌথা কুত্তা ঘর-জামাই॥

পাইয়া পরের ধন, বাপে পুতে কীর্তন।

পাও টানা আর নাও টানা সমান।

পাওয়া জিনিস দেওয়া কি,

বেচে ফেল্‌লে করবে কি!

পাকা আম দেখ্‌লেই কাকে ঠোকরায়।

পাকা ঘুঁটি কাঁচানো।

পাকা মাথায় সিঁদুর পরা।

পাকা ধানে মই দেওয়া।

পাঁকাল মাছে পাঁক লাগে না।

পাথ, পায়রা, পাঁচালী,

তিনে ছেলে মজালি।

পাখী-পড়ার মত শেখালে।

পাখীর প্রাণ অল্পেই যান।

পাখীর মধ্যে ওঁচা, নাম কাদাখোঁচা।

পাখী-মারার ঘরে চড়ুইয়ের বাসা।

পাখী যখন খায়, তখন গান গায় না।

পাগ্‌ড়ী দশফের হ'লেও পাগ্‌ড়ী।

পাগ্‌ড়ী বাঁধ্‌তে কাছারি বর্‌খাস্ত।

পাগ্‌ বাঁধ্‌তে দোল ফুরায়।

পাগল কি গাছে ফলে?

আক্কেলেতে পাগল বলে।

পাগলা, নাও ডুবাসনে। ভাল কথা মনে করে দিয়েছিস্‌!

পাগলে আর মজা নেই, পীরিতে আর সুখ নেই।

পাগলে কী না কয়! ছাগলে কী না খায়!

পাগলের ছাঁট,

তেলের কাট।

পাখীর ওঁচা ফিঙে, তরকারীর ওঁচা ঝিঙে।

পাগলও আপন বুঝ বোঝে।

পাগলা, ভাত খাবি? না, হাত ধোব কোথায়?

পাগলের গোবধে আনন্দ।

পাঁচ আঙ্গুল সমান হয় না।

পাঁচ আঙ্গুলে ঘি।

পাঁচ কলমে ভোঁতা।

পাঁচজন যেখানে, ভগবান সেখানে।

পাঁচ টাকায় চাঁড়াল চৌধুরী।

পাঁচ পাগলের ঘর, খোদায় রক্ষা কর।

পাঁচ ফুলের সাজি ।

পাঁচ বরে আরে বরে, এক বরে বিয়ে করে ।.

পাঁচ শত মূর্খ লয়ে স্বর্গও না চাই,
পাঁচজন পণ্ডিত লয়ে পাতালেই যাই ।

পাঁচ সিকে পেলে মন্ত্রও দেন, মড়কও ফেলেন ।

পাঁচে আনে পাঁচে খায়, পাঁচ জনে গেরস্থ বলায় ।

পাঁচে ধরে, বত্রিশে খায়, আর সকলে রস পায় ।

পাঁচে পূজ্‌লে পাথরে, সেও পীর হয়ে পড়ে ।

পাট নেই তো ধানে কাপাসে ।

প্যাটিওয়ালা পাটিতে শোয় না ।

পাঠশালা যমালয় হতেও ভয়ানক ।

পাঁঠা মারে বোষ্টম ।

পাঁঠায় কাটে, পাঁঠী নাচে, পাঁঠা বলে মগধেশ্বরী আছে ।

পাঁঠার ইচ্ছায় ঘাড়ে কোপ ।

পাঁঠার ইচ্ছায় ঝোল রাঁধা ।

পাঁঠার পয়সা টেঁকে এলে, ধানের ভরসা ঘরে গেলে ।

পাড়া-পড়শী কয়—বছর-বিয়ানী, গেরস্থ কয় বাঁঝা ।

পাড়া-পড়্‌শীর গুণে এঁড়ে গরুও বিকিয়ে যায় ।

পাড়ে আর পাহাড়ে, রাজবৈদ্যে আর হাতুড়ে ।

পাড়ার লোকেও কয়, আমার মনেও লয় ।
জামাইয়ের পাতের কইমাছ খেলে শ্বাশুড়ীর পোলা হয় ।

পাত কাটতে দেরী সয় না ।

পাত, দড়ি, সোঁটা, তিন কর্‌বে মোটা ।

পাত, পুঁথি, তাস, তিনে করে নাশ।

পাতা নাড়ি, হাতা নাড়ি ; এই তো চোরের হাতে খড়ি।

পাতালফোঁড়, বিন্নাফোঁড়, মোষ শিঙা, কুঁইচাঝাড়।
মুখজাবড়া, নিমের পাত, মোচ রাখে ছয় জাত।

পাতের ঝাড়ে বাঘ লুকায়।

পাতের ভাতে পালে কুকুর,
কুকুর ওঠে মাথার উপর।

পাতের ভাতে কুকুর পোষা।

পাতের ভাতে পুষ্‌লাম মুর্গী,
উল্টে সে বলে কারবার কি !

পাথরকে চালানো যায়, কিন্তু জাগানো যায় না।

পাথরে ঘুন ধরে না।

পাথরে পূজলে পাঁচ পীর হয়ে পড়ে।

পাথরে বীজ নিক্ষেপ করলে তা ব্যর্থ হয়।

পাথরে তুলো না হাত, পরাজয় নির্ঘাত।

পাথরের চেয়ে মাথা শক্ত নয়।

পাথরের ছাল-ছাড়ানো।

পাথরে লেখা মুছলেও যায় না।

পা দিয়ে মাড়ালে না কামড়ায় এমন সাপ নেই।

পান থেকে চূণ খসে না, এম্‌নি হ'ল গিন্নীপনা।

পান দিয়ে দেয় না চূণ, সে-পানের কি-বা গুণ।

পান, পানিতে বিচার নেই।

পান, পানি, পিঠা, শীতে লাগে মিঠা।

পান, পান্তা ভক্ষণ, –

এই পুরুষের লক্ষণ।

পান্তা আন্‌তে লবণ ফুরায়।

পান্তা ভাত ফুঁ দিয়ে খাওয়া।

পান্তা ভাতে ঘি, বড় মানুষের ঝি।

পান্তা ভাতে নুন জোটে না, বেগুণ-পোড়ায় বিষ্ণু তেল।

পান সাজতে জানে না, দুপায়ে আল্‌তা।

পা না ভিজ্‌ল যার, বড় কই তার।

পান না তাই খান না।

পানি ফেলে পানিকে যায়, আন্‌ পুরুষে আড়ে চায়।

তারে না বলিহ সতী, স্বরূপে সে দুষ্টমতি।

পাপ কর্‌লেই ভুগতে হয় এইটি যেন মনে রয়।

পাপ কর্‌লেই যমের ভয়, পাপ মনে বড় হয়।

পাপ কর্ম ছাপা থাকে না।

পাপ-কাজ কদিন লুকায়!

পাপ মনে, ভয় বনে।

পাপ লুকায় না, সাগর শুকায় না।

পাপী যাবে গঙ্গাস্নানে, সাধু যাবে কোন্‌ থানে।

পাপী যাবেন গঙ্গা স্নান, কাঠ কুড়াবে কে!

পাপীর মুখে রাম-নাম!

পাপের বাপকেও ছাড়ে না।

পাপের কড়ি হাতে থাকে না।

পাপের ধন প্রায়শ্চিত্তে যায়। Ill got, ill spent.

পাপের ধন সাপে খায়।

পাপের বোঝা বড় ভার, ফেল্‌বার নেই উপায় তার।

পাপের লেশ, সুখের শেষ।

পাবার আশে পুরুত ঘেঁষে।

পায় না পচা পুঁটি, খেতে চায় রুই ভেট্‌কি।

পায় না পোড়া মুড়ি, চিনি-মণ্ডা গড়াগড়ি।

পায়ে গোদ চোখে ছানি, মাথা যেন খই-চালুনি।

পায়ে-পড়াকে পারা ভার।

পায়ের তলায় সর্‌ষা, দুমাসের পথ দুদিনেই ফর্‌সা।

পায়ের নখের যোগ্য নয়।

পায়ের যোগ্য মানুষ নয়,
    গায়ে হাত দিয়ে কথা কয়।

পার কর্‌বার যে, পার করবে সে।

পার হলে পাটনী শালা।

পারা আর পাপে, কার সাধ্য চাপে!

পারের কর্তা হরি, দেবেন চরণ-তরী।

পালদের পূজায় তামাসা, এক-একখানা বাতাসা।
    একবার চাইলাম দিলে না, আবার চাইলাম দিলে না।
    আমরা অত ছোঁচা না।

পালাতে না পেরে মোড়লের বেহাই।

পালাব না তো, কি ভয় করব?

পালে গরু বাড়ে কার?

পালে পালে এসে, পালের গোদা রয় বসে।

পালের গরু পালে মেশে।

পাশা কর্মনাশা।

পাষাণে নাস্তি কর্দমঃ।

পাষাণে মাথা ঠোকা।

পাসরে পাসরে মরি,

পরের হাঁড়ির ভাত নিয়ে নিজের হাঁড়ি ভরি।

পা সর্‌লে হাতীও পড়ে।

পা হড়্‌কালে আপনি মরে,

মুখ হড়্‌কালে গুষ্টিসুদ্ধ মরে।

পাহাড়ের আড়ালে বুঝ্‌বে কি।

পিঙ্গল আঁখি, চপলমতি, ওষ্ঠ ডাগর অলক্ষণ অতি।

পেট পিট উচ্চ ললাট, দেখ যদি ছাড় বাট।

দেওর বধে, স্বামী মারে, ডাক বলে কাজ কি-বা তারে॥

পিঠ করেছি কুলো, কানে দিয়েছি তুলো।

পিঠ করেছি কূলা, যত পার কিলা।

পিঠা খায় মিঠার জোরে,

হাত নেড়ে বেড়ায় নানীর জোরে।

পিঠা খায় মিঠারে।

পিঠে কি কলা-কচু রুয়ে খাব!

পিঠে খায় মিঠের লোভে,

যদি পিঠে মিঠে লাগে।

পিঠে বল, মিঠে বল, ভাতের বাড়া নেই,

মাসী বল, পিসী বল, মার বাড়া নেই।

পিঠে পিঠে করেন বউ,
এক পিঠে তিন্ বউ,
আর তো খেতে মারেন বউ ।
পিঠের সবই মজুদ করি,
অভাব কেবল গুড় আর গুঁড়ি ।
পিঠে হাত বুলালে লেজ নড়ে ওঠে ।
পিণ্ডি পায় না, কীর্তন চায় ।
পিতলকা কাটারী কামে নাহি আবল,
উপরহী ঝক্‌মক্ সার ।
পিতলের কাটারি, কাজে নেই ধার, ঝক্‌মকি সার ।
পিতামহ ভীষ্ম ।
পিতার পুণ্যে পুত্রের উদয় ।
পিতা স্বর্গঃ পিতা ধর্মঃ পিতাহি পরমন্তপঃ,
পিতরি প্রীতিমাপন্নে প্রীয়ন্তে সর্বদেবতাঃ ।
পিঁপড়ে আপন হাতের চার হাত লম্বা ।
পিঁপড়ে টিপে গুড় বেড় করা ।
পিঁপড়ের পাখা ওঠে মর্‌বার তরে ।
পিঁপড়ের পাছা টিপে রস বের করা ।
পিঁপড়ের বলও বল ।
পীরিত, আগুন, কাশ, রয় না অপ্রকাশ ।
পীরিত আর গীত জোরের কাজ নয় ।
পীরিত কর, কুরীত কর, কেবল মনঃকষ্ট ।
সাঙ্গাত কর, সখী কর, কেবল টাকা নষ্ট ॥

পীরিত থাক্‌লে তেঁতুল পাতায় দুজন শোয়া যায়।
অপীরিতে মানপাতায় জায়গা না কুলায়॥
পীরিত বিনা সুহৃদ নেই।
পীরিত যখন জোটে, ফুট্‌কড়াই ফোটে।
পীরিত যখন ছোটে, ঢেঁকিতে ফেলে কোটে॥
পীরিতের নৌকা পাহাড়ে চলে।
পীরিতের কত খেলা বুঝে ওঠা ভার।
চুলের সাঁকোয় তুলে দিয়ে করায় সাগর পার॥
পীরিতের পেত্নীও ভাল।
পীঁড়ে উঁচু, মেঝে খাল, তার দুঃখ সর্বকাল।
পীঁড়ে পেতে কর্‌লাম ঠাঁই, বাড়া ভাতে পড়্‌ল ছাই।
পীঁড়েয় বসে পেঁড়োর খবর।
পীঁড়েয় জিন্‌লে পেঁড়োয় জিন্‌বে।
পীরের কাছে মাম্‌দো-বাজি।
পীরের সঙ্গে মুখ-বাঁকানি।
পীরের সঙ্গে চালাকি।
পুঁই, কচু, ঘেসো, তিন আমাশার মেশো।
পুকুর নষ্ট পানা, মানুষ নষ্ট কানা।
পুকুর না কাটতেই কুমীরের বাস।
পুকুরের উপর রাগ করে জল খরচ না করা।
পুঁজি নেই, তার পাঁজি আছে।
পুঁজি-পাটা শেষ করা।
পুঁজি ভেঙে খেতে ভাল, ভেটেন গাঙে যেতে ভাল।

পুঁজির উপর একটি।
পুঁটিমাছ মেরে শোল্লে দৃষ্টি।
পুঁটিমাছের প্রাণ, দেখ্‌তে দেখ্‌তে খান।
পুঁটিমাছের ফর্‌ফরি।
পুড়্‌বে নারী, উড়্‌বে ছাই, তবে তার গুণ গাই।
পুঁড়োর মেয়ে কেত্তন চেনে না।
পুড়ে ধুড়ে রাঁধুনী,
 ছিঁড়ে ছুঁড়ে কাটুনি।
পুত নয়, ভূত।
পুতুল যেমন পুতুল কাচে,
 যেমন নাচায় তেম্‌নি নাচে।
পুঁতে কলা না কাটে পাত,
 তাতেই কাপড়, তাতেই ভাত।
পুতের বিয়ে আপনি দিলাম, ঘরে বউ এল,
 সঁপে দিলাম গেরস্থালী, গিন্নীপণা গেল।
পুতের ভাত, বৌয়ের হাত।
পুতের মুতে আছাড় খাওয়া।
পুতের মুতে কড়ি, মেয়ের গলায় দড়ি।
পুত্রবধূ-রূপে যে আসিল সংসারে,
 শাশুড়ীর পদ পেয়ে সে স্মৃতি পাশরে।
পুত্রে যশসি তোয়ে চ নরানাং পুণ্যলক্ষ্মণম্।
পুত্রের কালি, গঙ্গাজলের বালি।
পুনঃকে শত্রু বড় আপদ।

পুনর্মূষিকো ভব।

পুরান কাসুন্দি ঘাঁটা।

পুরান চাল ভাতে বাড়ে, পুরান ঘিয়ে মাথা ছাড়ে।

পুরুষ আর স্ত্রী, আগুন আর ঘি।

পুরুষের দশ দশা, কখনো হাতী কখনো মশা।

পুরুষের দশ দশা, নারীর দশা তিন।

পুরুষের দশ দশা, মেয়ে মানুষের এক দশা।

পুরুষের ভালবাসা, মোল্লার মুরগী পোষা।

পুরী যাক, পুরুষ থাক্।

পুস্তকস্থা তু যা বিদ্যা, পরহস্তগতংধনং
কার্যকালে সমুৎপন্নে ন সা বিদ্যা ন তদ্ধনম্।

পূজায় মন নেই, নৈবেদ্যে চোখ।

পূজার সঙ্গে খোঁজ নেই, কপাল-জোড়া কোঁটা।

পূবে হাঁস, পশ্চিমে বাঁশ, উত্তরে কলা, দক্ষিণে মেলা।
দক্ষিণে ছেড়ে, উত্তরে বেড়ে, ঘর কর্গে পোতা জুড়ে।

পূর্ণিমার চাঁদ দেখে তেঁতুল হল বঙ্ক।
গেঁড়ি-গুগ্লি এরা বলে—আমরা বলি শঙ্ক॥
ডেঙুয়া কাক বলে—আমি করব একাদশী।
লেজকাটা কুকুর বলে—যাব বারানসী॥

পূর্বে ছিলেন বৃহৎ পক্ষী, এখন দুর্গা টুন্টুনি।

পৃথিবী আনন্দময়, যার মনে যা লয়।

পৃথিবীকে সরাখান দেখা।

পৃথিবী তলিয়ে গেলেও বিশ্বকর্মার হাঁটুজল হয় না।

পেঁচা দেখে পায় লাজ, ফকির বড় ফন্দিবাজ।

পেঁচা বলে পিঁপড়েকে—সরুলো থেবড়া মুখী।

পেঁচা বলে, পেঁচী তুই কারে সুন্দর দেখিস্?

"খাঁদা চোখা, ভারেন্না (?) মুখ তারে সুন্দর দেখি।"

পেঁচীর সকলি উল্টা।

পেঁচী সবই কালো দেখে।

পেছনে আছে পেয়াদা।

পেছন ন্যাংটা, মাথায় ঘোমটা।

পেছনে হাত তালি দেওয়া।

পেট টিপ্‌লে 'ক' অক্ষর বেরোয় না।

পেট থেকে ছেলে পড়ে, উবুড় হয়ে ডাবা ধরে।

পেট ভর্‌ল না, গেল জাত, লোভে হ'ল কুপো কাত।

পেট ভর্‌লে আনন্দ, ভজ রাম গোবিন্দ।

পেট ভর্‌লে ভাজা মাছ ঘসি-ঘসি লাগে।

পেট ভর্‌লে মোণ্ডা তেতো।

পেট ভর্‌লে মোণ্ডার খোসা ছাড়ায়।

পেট ভরে তো চোখ ভরে না।

পেট ভরে না ভাতে, সোনার আঙটি হাতে।

পেট ভাল নয়, চাল ভাজা খায়।

পেট ভাল নয়, তিল জাউ খায়।

পেট হয়েছে ভরা, সবাই নয়ন-তারা।

পেট হয়েছে খালি, সবাই চোখের বালি॥

পেটুকের চিন্তা পাকা ফলার।

পেটে অঙ্কে অঙ্কে গজ গজ করে।

পেটে কালির আঁচড় নেই।

পেটে ক্ষিধে চোখে লজ্জা।

পেটে ক্ষিদে মুখে লাজ সে-পীরিতে কিবা কাজ।

পেটে খেলে পিঠে সয়।

পেটে থাক্‌লে গুণ করে, বার হলে খুন করে।

পেটে রাখ্‌লে গুণ, কয়ে দিলে খুন।

পেটে ভাত নেই, ঠোঁটে আলতা।

পেটে ভাত নেই, ঠোঁটে মিশি।

পেটে ভাত নেই, খোঁপায় দড়।

পেটের আগুনে বেগুন পোড়ে।

পেটের কথা খুলে বল্‌লে লোকে বলে পাগল।

পেটের কথা পেটে রাখাই ভাল।

পেটের টানে না খেলে, ছলে-বলে কত চলে!

পেটের জন্য সবই সইতে হয়।

পেটের দায়ে মানা।

পেটে ভাত গেঁটে সোনা।

পেটের ভাত চাল হয়ে যাওয়া।

পেটের ভাত দিয়ে পুষ্‌লাম যোগী,
উল্‌টে বলে—গোঁসাই যোগী।

পেটের ভিতর বিষের হাঁড়ি, কথা কয় হেসে।
কথা দিয়ে কথা নেয়, পরানে মারে শেষে॥

পেটের ভিতর হাত-পা সেঁধানো।

পেটের ভিতর মাড়ীর দাঁত।

পেটের পিলে চমকানো।

পেত্নীর হাতে রাঙ্গা শাঁখা।

পেয়াদা বাবু পাগ্ বেঁধেছেন, যেন সরু ধানের চিঁড়ে।

পেয়াদার আবার শ্বশুর বাড়ী।

পেয়াদার চাল হাঁড়িতে দেওয়া।

পেয়াদার পোষাক, আর নটীর বেশ।

পেয়াদার মা পেয়াদা বিয়ায় না, গড়ে নিতে হয়।

পেঁয়াজ, ধূম, নষ্ট নারী,
 চক্ষে আনে অশ্রুবারি।

পেঁয়াজ পয়জার দুই হ'ল।

পেয়েছি কোঁদলের গোড়া,
 আর যাব না উত্তরপাড়া।

পেয়েছে একটা ছুতা,
 ভাতারে মারে গুঁতা।

পেলাম খালে, দিলাম গালে,
 পাপ পুণ্য নেই কোন কালে।

পেয়ে দল গায়ে বল।

পৈতা থাকলে বামুন হয় না।
 All are not saints that go to church.

পৈতা পুড়িয়ে সন্ন্যাসী।

পোড়া কপালে সুখ নেই,
 আপন বাড়ীতেও ভাত নেই।

পোড়া গরু-সিঁদুর মেঘ দেখ্‌লেই ভয় পায়।

পোড়ার মুখে নুড়োর আগুন।

পোড়া মাটি জোড়া লাগে না।

পোদ্দারের পো পণ্ডিত হলে বাপকে বাড়ীর কৃষাণ বলে।

গোয়ালা গঙ্গা এড়িয়ে যায়, সরষে বেঁধে পায়।

পো'র নামে পোয়াতী বর্তায়।

পোলা পোলা কর তুমি, এমন পোলা দিনু আমি,
যেন গলায় ঠেকে মর তুমি।

পোষা সারী চোখ ঠোক্‌রায়।

পোষের শীত মোষের গায়,
মাঘের শীত বাঘের গায়।

পোস্ত, টক্‌, কলাইয়ের ডাল,
তিন নিয়ে বীরভূমের চাল।

পৌষে যার নাহিক ভাত,
তার কভু নাহি সোয়াথ।

প্রখর রবি-কর শিরে সহ্য হয়,
তার তেজে তপ্ত বালু পদে নাহি সয়।

প্রজা-জমিদারের বেগুণ-ক্ষেত,
প্রজা নীলকরের মূলাক্ষেত।

প্রজাপতির নির্বন্ধ।

প্রণামান্তঃ সতাং কোপঃ।

প্রণামের চোটে মাথা ফাটে।

প্রতাপে ইন্দ্র, ধনে কুবের, বুদ্ধিতে বৃহস্পতি।

প্রতিগ্রাসে মুড়া।
প্রতিমার নকল সিঙ্গি ফেলে আসল সিঙ্গি হয়ে বসা।
প্রতীকর্ত্তুমশক্তস্য জীবিতং মরণং বরম্।
প্রথম প্রহরে প্রভু ঢেঁকি-অবতার।
দ্বিতীয় প্রহরে প্রভু ধনুক-টঙ্কার॥
তৃতীয় প্রহরে প্রভু বানিয়া পুঁটুলি।
চতুর্থ প্রহরে প্রভু কুকুর-কুণ্ডলী।
প্রথম প্রহরে সবাই জাগে, দ্বিতীয় প্রহরে ভোগী।
তৃতীয় প্রহরে তস্কর জাগে, চতুর্থ প্রহরে যোগী॥
প্রথমে বিস্‌মোল্লারই গলদ।
প্রথম বয়সে না হল পুত, মায়ের সুখ না বাপের সুখ!
প্রদীপের কোলই অন্ধকার।
প্রবাসে উত্তর শির, দক্ষিণ শির ঘরে।
শ্বশুর-বাড়ী পূর্বশির, শুয়ো না পশ্চিম শিরে॥
প্রবাসে নিয়মো নাস্তি।
প্রভাতে মেঘডম্বরে, বহ্বারম্ভে লঘু ক্রিয়া।
প্রভু এলেন ধেয়ে, আজ হরের বিয়ে।
প্রবেশ পথ শত শত, শেষের পথ একমত।
প্রসাদ কণিকামাত্র।
প্রয়াগে মুড়িয়ে মাথা, মরগে পাপী যথা-তথা।
প্রহারেণ ধনঞ্জয়ঃ।
প্রাণ গড়ের মাঠের মত খোলা।
প্রাণটা সখের বটে, খরচ ক'র্‌তে বুকটা ফাটে।

প্রাণ বড়, না, মান বড়।
প্রাণে যদি শান্তি চাও, ভগবানে মন দাও।
প্রাতঃকালে প্রাতঃক্রিয়া, বাপ থাকৃতে বেটার বিয়া।
হ'ল তো হ'ল, নয় তো অনেক কাল গেল।
প্রাপ্তফলো ন জীবতি।
প্রেমিক, উন্মাদ ও কবি একই সমান।
প্রেমের পিত্তি টেনে বার করা।
প্রেমিকের প্রতিজ্ঞা জলের আল্‌পনা।

ফ

ফকির মেয়ের ঝুলি কাঁধে নেওয়া।
ফকিরে ফকিরে ভাই, ফকিরের রাজত্বে সব ঠাঁই
ফতোবাবুর গল্প সার।
ফর্‌সা কাপড়ে মান্য বাড়ে।
ফল পাক্‌লে হয় মিঠা, মানুষ পাক্‌লে হয় তিতা।
ফলেন পরিচীয়তে।
ফলের দফায় নামমাত্র।
ফলের মধ্যে আম্রফল, জলের মধ্যে গঙ্গাজল।
ফল্গুনদী অন্তঃশীলা।
ফাঁক পেলে সবাই চোর।
ফাঁকি দিলে ফাঁকে প'ড়তে হয়।
ফাগুনে আগুন, চৈতে মাটী,
বাঁশ রেখে বাঁশের পিতামহকে কাটি।

ফাগুনের আট, চৈতের আট, সেই তিল দায়ে কাট।

ফাট্‌কা কলে আট্‌কা পড়া।

ফাটল প'ড়্‌লে নাড়ু গোপালায় নমঃ।

ফাঁদ পেতে ফাঁদে পড়া।

ফিকিরে ধরেছি বগ,
    পীরকে দেন লাউয়ের ডগ্‌।

ফুঁ আছে দুধ নেই।

ফুটনীর মামা, তলে লেংটি, উপরে জামা।

ফুটোর ব্যাটা ফুটো।

দোলে কাটে পাঁঠা, নীলে কাটে মোষ।

ফুটোস্‌ নারে রাম ভাই,
    ঘটে আর বারুদ নাই।

ফুঁয়ের চোটে, আগুন ছোটে।

ফুরল বাগানের আম,
    কি খাবি রে হনুমান?

ফুরায় নদীর বালি, আয় বিনা যদি কর ব্যয়।

ফুলে নেই গন্ধ. চোখ থাকতে অন্ধ।

ফুলের ঘায়ে মূর্ছা যান।

ফুলের শোভা ভোমরা, গাইয়ের শোভা চোমরা।

ফেন খায় হাফুর হাফুর, গল্প মারে দই।
    মেটে হুঁকায় তামাক খায়, গুড়গুড়িটা কই॥

ফেল কড়ি, মাখ তেল, তুমি কি আমার পর?

ফোকলা দাঁতে হাসি, বড়ই ভালবাসি।

ফোক্‌লা দাঁতে মিসি, জিব দেখিয়ে হাসি।

ফোঁটা পরে কপাল জুড়ে, ঘাড় করে কাত,
দিনে করে সাধুগিরি, চুরি সারা রাত ॥

ফোঁপড়া ঢেকির শব্দ বেশি।

ফোঁড়ার উপর বিষফোট।

ব

বউ উঠ্‌তে ঠাঁই পায় না, উঠান-জোড়া দাসী।

বউ গিন্নি হ'লে তার বড় ফড়্‌ফড়ানি।
মেঘ-ভাঙা রোদ্দুর হ'লে বড় চড়্‌চড়ানি ॥

বউটা ভাল বটে, ঠোক্‌না খেয়ে বাট্‌না বাটে।

বউ নয় তো কি রে!
কাল দিয়েছি পাটের শাড়ী, আজ দিয়েছে ছিঁড়ে।

বউ, না বোবা;
বউ না বাবা!

বল না রে, বউ না, গরল-ডাকিনী।
দিন হ'লে মানুষের ছা,' রাত হ'লে বাঘিনী ॥

বউ বড় রাজী, তায় আবার ঠাকুরঝি!

বউ বিয়েল ব্যাটা, গাই বিয়েল নই।
প্রাণ ধরে একথা কি কারেও বলি সই ॥

বউ ভাঙ্‌ল শরা, গেল পাড়া-পাড়া।
গিন্নী ভাঙ্‌ল নাদা, ও কিছু নয় দাদা ॥

বউ মরে, উলু পড়ে, ঘরে ঘরে বিয়ে করে।

বউয়ের চলন-ফেরন কেমন ? তুর্কী ঘোড়া যেমন।

বউয়ের গলার স্বর কেমন ? শালিক চেঁচায় যেমন ॥

বউয়ের গায়ে কি হাত উঠায় ? লোক দেখিয়ে বালিশ কিলায়।

বউয়ের রাগ বিড়ালের উপর, বিড়ালের রাগ বেড়ার উপর।

বক-বিড়ালে ব্রহ্মজ্ঞানা।

বকঃ পরমধার্মিকঃ।

বগলে কাস্তে, দেশময় খোঁজে।

বগলে ছুরি, মুখে রাম-নাম।

বচনে কো দরিদ্রঃ।

বচনে জগৎ তুষ্ট, বচনে জগৎ রুষ্ট।

বজ্জাতের আঠারোগাছি পথ।

বজ্র আঁটুনি, ফস্‌কা গেরো।

বজ্রপাতে রাম-নাম।

বটতলার সাক্ষী।

বড় কর্‌লে বামন শকুনি উদোম করে ঠোঁট।

হাড় গিলতে হাঁ করেছে চড়ুয়ের দেখ চোট ॥

বড় করে পাত্‌লে পাত, ওজন করা আছে ভাত।

বড় ক্ষুধায় পাট্‌কেলে কামড়।

বড় গাছে আগে ঝড় লাগে।

বড় গাছে কাছি বাঁধা।

বড় গাছে নাও বাঁধা।

বড় গাছে বড় ঝড়।

বড় গাছের তলায় বাস,
 ডাল ভাঙলে সর্বনাশ।
বড় গাছের ফল কম, ছায়া বেশি।
বড় গেরাসে লক্ষ্মী ডরায়।
বড় ঘরের বড় কথা, গরীবের ছেঁড়া কাঁথা।
বড় ঘরের বড় কথা, বল্‌লে কাটা যায় মাথা।
বড় দাগা দিয়েছিস্ কাজের সময়।
 জাগা ঘরে চুরি আর এখন কি সয়॥
বড় নদী, বড় মানুষ, বড় রাস্তা,—কাছে না যাওয়াই ভাল।
বড় নাক, তার আবার গোঁফের বাহার!
বড় না গাঁ, তার আবার মাঝের পাড়া!
বড় না বিয়ে, তার আবার দুপায়ে আল্‌তা!
বড় নাম যার, পাছা ফাটে তার।
বড় পাখী ছিলেন, এখন দুগ্‌গো টুন্‌টুনি হলেন।
বড় বড় গাছে চড়,
 ভাইয়ে ভাইয়ে ভাব কর।
বড় বড় বানরের বড় বড় পেট,
 লঙ্কা ডিঙোতে সব মাথা করে হেঁট।
বড় বড় হাতী গেল তল,
 বেঁটে ঘোড়া বলে, দেখি কতখানি জল।
বড় বাড় ভাল নয়।
বড় বাড়ী, তার আবার ঢেঁকিশালা!
বড় বাড়ীর বিড়ালটাও বড়লোক।

বড় ভাইয়ের মাগ নেই,
সেই ভাবনায় ঘুম নেই।

বড় মাছে জাল ছেঁড়ে।

বড় মাছের কাঁটাও ভাল।

বড় মাছের কাঁটা, ঘন দুধের ফোঁটা।

বড় মানুষ বড় মানুষকেই খাতির করে।

বড় মানুষের সঙ্গে থাকৃলে পরকাল রাখা ভার

বড় মানুষেরা বহুরূপী।

বড়র গোঁসা আঁতে,
লঘুর গোঁসা দাঁতে।

বড়র পীরিতি বালির বাঁধ।
ক্ষণে হাতে দড়ি ক্ষণেক চাঁদ॥

বড় লোকে কথা কয়,
সবে বলে জয় জয়।

বড় লোকের আঁস্তাকুড়ও ভাল।

বড় লোকের বড় কথা।

বড় লোকের ভালবাসা,
গেরস্থের খাসী পোষা।

বড় হবে তো ছোট হও।

বড় হাঁড়ির আমানিও মিঠে।

বন গাঁয়ে শেয়াল রাজা।

বন থেকে বেরুল টিয়ে,
সোনার টোপর মাথায় দিয়ে।

বন পোড়ে সবাই দেখে, মন পোড়ে কেউ দেখে না।

বন-বাদাড়ে বাঘের বাসা, ভাল্লুক চায় ভালবাসা।

বন রাখে বাঘে, বাঘ রাখে বনে।

বনে আগুন দিলে বন পোড়ে, কিন্তু মূল পোড়ে না।

বনের বাঘ চেয়ে মনের বাঘে খায়।

বন্ধু বিনা থাকা যায়, পড়্শী বিনা থাকা দায়।

বন্ধ্যা নারীর পুত্র শোক।

বয়সে ছোট, দোষে বড়। Young in age, old in crime.

বয়স বাড়ে তো দোষ বাড়ে! With the increase of age vice too increases.

বয়সে চুল পাকে, কিন্তু বুদ্ধি পাকে না।

বয়সে নবীন, বুদ্ধিতে প্রবীণ।

বয়সে বড় বোনাই বাপের ধাক্কা।

বয়সেতে বিজ্ঞ নয়, বিজ্ঞ হয় জ্ঞানে।

বয়সের গাছ-পাথর নেই।

বয়োগতে কিং বনিতা-বিলাসঃ!

ববং ভিক্ষা বিত্তং ন চ পরধনাস্বাদনসুখম্।

বর-কনের দেখা নেই, শুক্রবারে বিয়ে।

বরঞ্চ পণ্ডিতঃ শত্রুঃ, ন চ মূর্খেন মিত্রতা।

বর নয় যেন চোর।

বর নাচে, বরণী নাচে, কনের হরে মন।
মাথায় মাথায় ভাবনা তার, যার দিতে হবে পণ॥

বর-সোহাগী নাচন চায়, বউ-সোহাগী ঝাঁটা খায়।

বরমসিধারা তরুতলে বাসঃ, বরমেব ভিক্ষা বরমুপবাসঃ।
বরমপি ঘোরে নরকে মরণং, নচ ধনগর্বিতবান্ধবশরণং।
বরমেকো গুণী পুত্রঃ ন চ মূর্খশতৈরপি।
বর্ষাকালে নদী, বুড়ো হলে সতী।
বরিষাতে বিনি ছাতায় যায়, পানি দেখিয়া তরাসে ধায়।
দিয়া পাতে খায় দুধ, ডাক বলে—সে বড় অবুঝ॥
বরিষার ঘন না করে রব,
বারি দিয়া করে শীতল সব।
বরুণের আবার জল-পিপাসা!
বরের ঘরে মাসী, কনের ঘরে পিসী।
বরের মাথায় চাঁপাফুল, কনের মাথায় টাকা।
এমন বরে বিয়ে দেব, যার গোঁফ জোড়াটা পাকা॥
বল দেওরা রে, এর বেওরা কি।
নন্দাইয়ের কোলে কেন শোয় না ঠাকুরঝি॥
বলতে গেলে জাত থাকে না।
বলতে পারি, কইতে পারি, সইতে পারি না।
খেতে পারি, নিতে পারি, দিতে পারি না॥
বল্দা বুঝে মার।
বলদে আর বর্বরেতে সৃষ্টি করে রক্ষা।
চতুর পণ্ডিত জনে দেয় লোক-শিক্ষা॥
বলদে চেনে কচু আর ঘেঁচু।
বলব কত দেখে আর, ছুঁচোর গলায় চন্দ্রহার!
বলবন্ত মূর্খ বহুদর্পকারী।

বল বল কর তুমি, পীড়ায় পড় না।
বিয়া বিয়া কর তুমি টাকায় দড় না ॥

বল্‌বার সে কথা নয়, বল্‌বই বা কি।
বল্‌লে যে ধরম যায়, রইলই বা কি ॥

বল বুদ্ধি ভরসা, তিন তিরিশে ফরসা।

বল্ মা তারা, দাঁড়াই কোথা !

বল্‌লে মা মার খায়, না বল্‌লে বাপ এঁটো খায়।

বলীর ঘাম, নির্বলীর ঘুম।

বলেছিলাম, হল না পদী, ঘরে গিয়ে খা।

বলেছিলে তো এই, মুখের সে-ভঙ্গী কই ?

বলে, দুধ বেচে ঘোল !

বলে, না হয় ছলে।

বলের চেয়ে প্রবোধ ভাল।

বলের বুদ্ধি বাহুতে।

বসতে জানলে উঠতে হয় না।

বসতে জায়গা পেলে শোবার স্থান মেলে।
বসতে পেলে শুতে চায়।

বসবি তো ছেলে ধর্, উঠবি তো কাঠ কাট্।

বসুধৈব কুটুম্বকম্।

বসে খেলে কুবেরের ভাণ্ডারও ফুরায়।

বসে খেলে কুলোয় না, করে খেলে ফুরোয় না।

বসে খেলে রাজার গোলাও ফুরোয়।

বসে না থাকি বেগার খাই, কোরে গেলে খেতে পাই

বসে বসে করি কি !
বাপের পিছনে শূল দি ॥
বসে বসে লেজ নাড়া ।
বহ্বরাম্ভে লঘুক্রিয়া ।
বাইরে কোঁচার পত্তন, ভেতরে ছুঁচোর কেত্তন ।
বাইরে গোরা, ভেতরে কালো,
মাকাল ফলকে চিন্‌লাম ভালো ।
বাইরেতে লেপা-পোঁছা দুধের মত সাদা,
ভেতরেতে চোদ্দ কোটি শয়তানের দাদা ।
বাইরে সাদা সাজ, ঢাকা আছে ঢাকাই কাজ !
বাইরের জামাই মধুসূদন, ঘরের জামাই মধো ।
ভাত খাওসে মধুসূদন, ভাত খেসেরে মধো ॥
বাইরে হাসিখুসি, ভেতরে গরল রাশি ।
বাউলের ঘরে গরু ।
বাঁকা সীঁথে, লম্বা ছোট, তবে জান্‌বে পঞ্চকোট ।
বাকি থুয়ে যে লাভ গণে,
মল খায় সে বাপের সনে ।
বাক্যে পর্বত, কার্যে তুলাকার ।
বাঘ নেই বনে শেয়াল রাজা ।
বাঘ বুড়ো হলেও রাগ ছাড়ে না ।
বাঘ-ভালুকের রাজ্যে থাকি, মনের কথা মনেই রাখি
বাঘ রাজার মন্ত্রী দাঁড়কাক ।
বাঘে ছুঁলে আঠার ঘা ।

বাঘে খায় খেদ নেই, কাঁটাবন দিয়ে যেন না টানে।
বাঘে গরুকে এক ঘাটে জল খাওয়ানো।
বাঘের আবার গো-বধ!
বাঘেরও চক্ষুলজ্জা আছে।
বাঘের কাছে গরু-রাখালি।
বাঘের ঘরে ঘোগের বাসা।
বাঘের দেখা, সাপের লেখা।
বাঘের নখ, কুমীরের দাঁত, মাছের আঁশ, গণ্ডারের চামড়া।
বাঘের পিছনে ঘা।
বাঘের পিছনে ফেউ।
বাঘের মাসী বেড়াল,
    আসি বলে ফেরার!
বাঘে-মোষে যুদ্ধ হয়,
    উলু-খাগড়ার প্রাণ যায়।
বাঘের যোগ্য বাঘিনী।
বাঘে ছুঁলে আঠার ঘা।
বাঘের ঘরে ঘোগের বাসা।
বাঘের চার পায়ে সমান জোর থাক্‌লে আর রক্ষা ছিল না।
বাঘের বাপের শ্রাদ্ধ।
বাঘের মাংস কাকে খায়।
বাঙালের মার দুনিয়ার বার।
বাঁচতে জান্‌লে মহব্বৎ রয়।
বাঁচ্‌তে পায় না ভাত-কাপড়, মর্‌তে হল দান-সাগর।

বাছা আমার শ্রীখণ্ডী,
বসে আছেন বড়াই চণ্ডী।
বাছা তুমি বড়শী বাও, টড়শী বাও,
কৈমাছের চারখানি পাও।
বাছার আমার কি-না রূপ,
ঘুঁটে ছাইয়ের নৈবিছি, খেঙ্‌রা কাঠির ধূপ।
বাছার আমার বাড়াবাড়ি,
ছ' আনা কাপড়ের ন' আনা পাড়ি।
বাছার কি দিব তুলনা,
মায়ের হাতে তুলার দাঁড়ি, মাগের কানে সোনা!
বাছার কিবা মুখের হাঁই,
তবু হলুদ মাখেন নাই।
বাছার গুণে আসে ঘুম, ক'র কত লীলা।
বাপের গলায় শিকল দিয়ে মায়ের ভাঙে পিলা।
বাছার বাছা তুলে নাচা।
বাছুরে বাঘ চেনে না।
বাজনা বাজিয়ে ধান ভান্‌লেও তুষ ছাড়া হয় না।
বাজনার সঙ্গে কথা কওয়া।
বাজন্দারের বউ বেতাল নাচে।
বাঁজার ছেলেও হবে না, বাজ্‌নাও বাজ্‌বে না।
বাজার বুঝে ব্যবসা কর, গাত বুঝে পা ফেল।
বাজার-সরকারী কর্ম নিত্য কাঁচা কড়ি।
বাজারে আগুন লাগলে পীরের ঘর মানে না।

বাজারে নাম লেখালে জাতের ভয় কি !

বাঁজী জানে না প্রসব-বেদনা ।

বাঁজীর পুতের হাঁচির ঘা সয় না ।

বাজে কাজে কাটনা কামাই ।

বাড়া ভাত ফেলে উঠ্‌তে নেই ।

বাড়া ভাতে ছাই দেওয়া ।

বাড়া ভাতে ছালি, ধোপ-কাপড়ে কালি ।

বাড়া ভাতে নেড়া গিন্নী ।

বাড়া ভাতে শত্রু বাড়ে ।

বাড়ীতে আছেন শাল-গেরাম,
    দেখ্‌তে দেখ্‌তে তল গেলাম ।

বাড়ীতে পায় না শাক-সজিনা,
    ডাক দিয়ে বলে ঘি আন্‌ না ।

বাড়ীতে বটে আসে যায়,
    মনটা থাকে চরায়-বরায় ।

বাড়ীতে সদাই সিংহ ।

বাড়ীর কাছে কামার,
    দা গড়ে দে আমার ।

বাড়ীর কাছে বাড়ী,
    গ্রাম সম্পর্কে খুড়ী ।

বাড়ীর গরু মাঠের ঘাস খায় না ।

বাড়ীর গাছা, পেটের বাছা ।

বাড়ীর মধ্যে এক ঘর, তার আবার সদর-অন্দর !

বাড়ীর মধ্যে লণ্ঠন, বাহির বাড়ী ঠন ঠন।
বাড়ীর শত্রু কানা, পুকুরের শত্রু পানা।
বাড়ীর শাক-ভাত, বিদেশের দুধ-ভাত।
বাড়ীর শোভা বাগ-বাগিচা, ঘরের শোভা ওসারা।
দাঁতের শোভা মাজন-মিশি, চোখের শোভা ইসারা।
বাড়ী হ্তে বাহির হলাম সতীনের চাপে।
পথে গিয়ে দেখি আসে সতীনের বাপে॥
বাণিজ্যে লক্ষ্মীর বাস, তাহার অর্ধেক চাষ।
বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মীঃ।
বাণ্যার ঘরে ধান্যা চুরি।
বাতাস না হলে গাছের পাতা নড়ে না।
বাতাসাও পেলাম, ঠেলাও খেলাম।
বাতাসে পাতিয়া ফাঁদ ধরে দিতে পারি চাঁদ।
বাতাসে ফাঁদ পাতা।
বাতাসের জোরে পাথরও নড়ে।
বাতাসের সঙ্গে ঝগড়া করা।
বাতাসে হাঁড়ি ঠন্-ঠন্ করে,
রাজার ব্যাটা পাখী মারে।
বাদাবনে বাঘ বেগতিক দেখে তুলসী বনে ঢুকলেন।
বাঁদী পরের পা ধোয়ায়, নিজের পা ধোয় না।
বাঁদী মার্তে মঙ্গলবার।
বাঁদুরে বুদ্ধি।
বাঁধ্লে টাটি, পরালে ঠেঁটি।

বাঁধা গরু ছাড়া পেলে তিন রাজ্য এক করে।

বাঁধা ছাগল ছেলেরও বশ।

বাঁধা দেবে না, বেচে খাবে,
উকীলে পাঠাবে না, আপনি যাবে।

বাধা না মানে গাধা।

বান এলে সবাই কয়,
বাঁধ দেবার বেলা কেউ নয়।

বানরকে কলা দেখানো।

বানরের গলায় ঝুনো নারকেল।

বানরের গলায় মুক্তার হার।

বানরের নেই সিঁড়ির কাজ।

বানরের সম্পত্তি গালে।

বানরের হাতে খোন্তা।

বানরের হাতে পাকা আম, বানর বলে রাম রাম।

বানরের হাতে ফুলের মালা।
বানরের হাতে শালগ্রাম-শিলা।

বানের আগে জেলে ডিঙ্গি।

বানের জল টলমল্।

বানের জলে ভেসে আসা।

বাপকা বেটা সিপাহীকা ঘোড়া,
কুছ নেহি তো থোড়া-থোড়া।

বাপ-খুড়া যতদিন, দাওয়া মারা ততদিন।

বাপগুণে ব্যাটা, সিপাইগুণে ঘোড়া।

বাপ জানে না, মা জানে না, হোগ্‌লা বনে বিয়ে

বাপ জানে না স্বুরতি খেলা, বেটা তীরন্দাজ।

বাপ দাদার নাম নেই, টেম্‌ গোলাপের নাতি।

বাপ-দাদায় নেই ডুলি,
আগে গিয়ে হুঠ্যাং তুলি।

বাপ পুরুত, মা এয়ো,
ঘরের জিনিস বাইরে না যেয়ো।

বাপ-পোয় বরতী, মায়ে-ঝিয়ে এয়োতী।

বাপ বলবার নাম নেই ছিদে জোলার নাতি।

বাপ-বেটার চাষ চাই,
তা অভাবে সোদর ভাই।

বাপ মেরেছে উকুন,
তাই ছেলে ধনুর্ধর।

বাপ যদি টক খায়,
ছেলের দাঁত কি টকে যায়?

বাপ যে পথে যাবেন, ছেলেও সেই পথে যাবে।

বাপ রাজা তো রাজার ঝি,
ভাই রাজা তো বোনের কি?

বাপে পোয়ে কোঁদল বাজে,
তার বিচার অবুধ রাজে।

বাপের উপরোধে বিমাতার পায়ে গড়।

বাপের কালে নেইকো চাষ,
কার ধান কাট্‌তে যাস্‌।

বাপের গাঁতি, না ধাপের গাঁতি,
যে রেখে খেতে পারে তারই গাঁতি।
বাপের গুণে পো, মায়ের গুণে ঝি।
বাপের জন্মে নেইকো চাষ, ধানকে বলে দুব্বো ঘাস।
বাপের জন্মে নেইকো ঘোড়া,
তার আবার গলায় লাগাম।
বাপের জন্মে নেইকো ডুলি,
ভেঙে গেছে মোর পাছার খুলি,
নামা ডুলি, নামা ডুলি।
বাপের দেওয়া কন্যা, রাজার দেওয়া ভুঁই।
বাপের নাম জানে না, কুলীন হতে চায়।
বাপের পুকুর বলে কি তাতে ঝাঁপ দিতে হবে!
বাপের পুণ্যে তরে যাওয়া।
বাপের বয়সে কল্‌মা নেই, পাঁজাভরা দাড়ি।
বাপের বয়সে ঘোড়া নেই, কাঁধে চলে লাগাম।
বাপের বাড়ি ঝি নষ্ট, পান্তা ভাতে ঘি নষ্ট।
বাপের বিয়ে খুড়োর নাচন।
বাপের বোন পিসী, ভাত কাপড়ে পুষি।
মায়ের বোন মাসা, কাদার তলে ঠাসি॥
বাপের ভাতে যাতায়াতি, ভাইয়ের ভাতে কাঁদাকাটি।
সোয়ামীর ভাতে অগড়-বগড়, পুতের ভাতে বড়ই ঝগড়॥
বাবাজীকে বাবাজী, তরকারিকে তরকারি।
বাবা বলেছে চণ্ডী, দুর্গা বল্‌ব কেন?

বাবা বৈদ্যনাথের বরে,
যিনি যেতেন বাইরে, তিনি যান ঘরে।

বাবারও বাবা আছে।

বাবার প্রতিষ্ঠিত পুকুরে ডোবা।

বাবার বিগ্রহ ছেলের গলায় নিগ্রহের মত ঝোলে।

বাবুইয়ের দুর্দশা, ঘর তোলায়ে বাইরে বাসা।

বাবুর বড় হাসি, সাত দিন উপবাসী।

বাবু মরেন শীতে আর ভাতে।

বামন-চোষা কল্‌কে, কায়েত-চোষা গাঁ।

বামনে মন্ত্র পড়ে, পাঁঠার কলায় শোনে।

বামন হয়ে চাঁদে হাত।

বামন হয়ে চাঁদ ধরবার সাধ।

বাম-শেয়ালী যাত্রা।

বামুন গেল ঘর,
তো লাঙল তুলে ধর্‌।

বামুন-ঘরের খাবে ভাত,
গোবর দেবে আড়াই হাত।

বামুন না হই, দক্ষিণা না দিলে, মারতে কইল কে!

বামুন-বাড়ীর ডাল-ভাত, তার নাম পরসাদ।

বামুন, বাদল, বান—দক্ষিণে পেলেই যান।

বামুন, বাক্স, বাঁশ—তিনে সর্বনাশ।

বামুন বেড়ায় জাতের ভয়ে, ভাবে আমারে ভয় করে।

বামুন, মুচ্ছুদ্দি, ধোপা, গোমস্তা—এদের নেই বুঝ-ব্যবস্থা।

বামুনে দক্ষিণা ধরে, ঢেঁকির নামেও চণ্ডী পড়ে।

বামুনের গরু, খায় অল্প, নাদে বেশী,
দুধ দেয় কলসী-কলসী।

বামুনের ঘরে মূর্খ হলে ক্রিয়া পণ্ড করে।
রোজার ঘরে মূর্খ হলে রোগীর দফা সারে ॥

বায়ুনাং বিচিত্রা গতি।

বায়ুভুত নিরাশ্রয়।

বার করলাম, ব্রত করলাম, স্বর্গে দিলাম বাতি।
যুবাকালে রঙ্গ করে বৃদ্ধকালে সতী ॥

বার কাঁদি নারিকেল, তের কাঁদি কলা,
আজ আমাদের রাণীর উপবাসের পালা।

বার ঘরে পাড়া, তের ঘরে মারে,
সাক্ষী করব কারে?

বার চাঁড়ালের তের হুঁকা।

বারটা মাড়্লাম, তেরটা মলো,
তুই না মরে অপযশ হল!

বার নাতি, তের পুতি,
তবু বুড়ার অধোগতি।

বার নারকেল তের বামুনের ঘাড় ভাঙে।

বার বছর অন্তর গোবিন্দ-দ্বাদশী।

বার বছর চোঙার মধ্যে রাখ্লেও কুকুরের লেজ সোজা হয় না।

বার বাড়ী, তের খামার,
যে-বাড়ী যাই সে-বাড়ী আমার।

বার-বার ঘুঘু তুমি খেয়ে যাও ধান,
এইবার তোমার আমি বধিব পরাণ।
বার মাস ব্রহ্মোত্তর, অগ্রাণ মাসে খামার।
ধান খান ভবানন্দ, ব্রহ্মোত্তর আমার॥
বার মাসে তের পার্বণ।
বার মাসে বার ফল, না খেলে যায় রসাতল।
বার মাসের থলি ঝাড়ি,
যা চাও তা দিতে পারি।
বার রাজপুত, তের হাঁড়ি,
কেউ খায় না কারো বাড়ী।
বার হাত কাঁকুড়ের তের হাত বীচি।
বার হাত কাপড়ে কাছা নেই।
বার হাত কাপড়ের তের হাত দশী।
বার হাত পুকুরেও তের হাত মাছ।
ধর্‌লেও ধরে যায় আড়াতাড়ি ধাচ॥
বালানাং রোদনং বলম্।
বালির বাঁধ, শঠের প্রীতি, এ দুয়ের একই নীতি
বালির বাঁধে বানের জল আটকানো।
বালির বাঁধের ভরসা কি!
বাঁশতলায় কলাগাছ।
বাঁশ-বনে ডোম কানা।
বাঁশ মরে ফুলে,
মানুষ মরে বুলে।

বাঁশ যদি পড়ে জলে,
কি কর্‌তে পারে তালে !
বাঁশী হারিয়ে শিঙেয় ফুঁ।
বাঁশের চেয়ে কঞ্চি দড়।
বাস কর্‌ব নগরে, মর্‌ব গিয়ে সাগরে।
বাস কর্‌বে গাঁয়ের মাঝে,
চাষ কর্‌বে যার মা-বাপ আছে।
বাসি ফুলে মধুকর না করে বাসনা।
বাহির-বাড়ী গলা-বাজী,
বাড়ীর মধ্যে সকল রাজী।
বাহির-বাড়ী বাস শুনি সম্বরার ঠাট।
বাড়ীর ভিতর গিয়ে দেখি মূলা-চচ্চড়ি ভাত ॥
বাহির-বাড়ী বাস, ভিতর বাড়ী কাছারি।
বৌয়ের পরণে টেনাখানি, ধাইয়ের পরণে শাড়ী ॥
বাহির-বাড়ী লণ্ঠন, ভিতর-বাড়ী ঠন্‌-ঠন্‌।
বাহিরে কোঁচার পত্তন, ভিতরে ছুঁচার কেত্তন।
বাহিরে গেলে কোঁচা-টানা,
ধরে আন্‌লে ছুঁচো পানা।
বাহিরে দেখ্‌তে সাদা সাজ,
ভিতরে আছে ঢাকাই কাজ।
বাহিরে হাসি খুসী, অন্তরে গরল রাশি।
বিকার হেতৌ সতি বিক্রিয়ন্তে যেষাং ন চেতাংসি ত এব ধীরা।
বিকারী রোগীর জল-পান।

বিচার করে দেখ ভাই, এক ছাড়া দুই নাই।
বিচারে কার্যসিদ্ধি, অবিচারে নাশ।
বিচারে পণ্ডিত, আচারে ভূত।
বিড়াল একবার যেখানে দুধের গন্ধ পায়,
সেস্থান কি আর ছাড়ানো যায়!
বিড়াল কাঁধে করে শিকার করা।
বিড়াল-তপস্বী।
বিড়ালের গলায় ঘণ্টা বাঁধা।
বিড়ালের বড় কঠিন প্রাণ।
বিড়ালের ভাগ্যে শিকে ছেঁড়া।
বিদুরের ক্ষুদ।
বিদেশের রুই, দেশের পুঁটি।
বিদ্বান্ সর্বত্র পূজ্যতে।
বিদ্যা নাই, বুদ্ধি নাই, শিবরাম পণ্ডিত।
বিদ্যা নেই যার, ভট্‌চায্যি নাম তার।
বিদ্যা ক্যামসুধাধেনুঃ সন্তোষো নন্দনবনং।
বিদ্যা দদাতি বিনয়ম্।
বিদ্যায় 'ক' অক্ষর গোমাংস।
বিদ্যারত্নং মহাধনং।
বিদ্যার মধ্যে বর্ণপরিচয় বাকি।
বিদ্যাশূন্য ভট্টাচার্যের পূজায় বড় ঘটা।
বাঁশের পাতা নৈবেদ্য, কচুর ডাঁটা পাঁঠা॥
বিধবার একাদশী, করলে আর ভাল কি, না করলেই মন্দ।

বিধাতার বাজি, কেউ খায় পোলাও, কেউ খায় কাঁজি।
বিধি যদি করে মন,
পুত বিয়োতে কতক্ষণ!
বিধি যখন চাপায়, উপরি-উপরি ছাপায়।
বিধি যদি বিপরীত, কে বা করে কার হিত।
বিধির বিধি কে পারে লঙ্ঘিতে!
বিধির মনে যা, নিশ্চয় ঘটিবে তা।
বিধির লিখন না যায় খণ্ডন।
বিধির লিপি কলার পাত,
এড়াতে পারে কে কষ্টের হাত!
বিধির লিপি কপালজোড়া।
বিধির লিপি চর্মে ঢাকা, ফল্‌তে হবে কালে কালে।
বিধি হলে বাম, কি কর্‌বে রাম।
বিনয়ে কি না করে!
বিনা খাটুনি খায় ভাত, শরীরে করে উৎপাত।
বিনা দানে মথুরা পার।
বিনা বজ্রপাতে রাম-নাম কেউ লয় না।
বিনা বাতাসে গাং নড়ে না।
বিনা বাতাসে পাতাও নড়ে না।
বিনা মেঘে বজ্রপাত।
বিনা মেঘে বর্ষণ।
বিনা প্রেমসে না মিলে নন্দলালা।
বিনাশ-কালে বুদ্ধি টালে।

বিনাশ্রয়ং ন তিষ্ঠন্তি কবয়ো বনিতা লতাঃ।

বিনা সম্বলে চল্‌তে নেই।

বিনা সাহসে লাভ নেই।

বিনি চূণে গুয়া খায়, ঘাট এড়িয়ে অঘাটে নায়,
মাগ-মরণে শ্বশুর বাড়ী যায়, সে কান্দিয়া রাত্রি পোহায়।
হইলে ভাত করে রোষ, এ চারি জনার মইলে না দোষ।

বিন্দুতে সিন্ধু হয়।

বিন্দু বিন্দু বারি করে সমুদ্র বিশাল।

বিন্দু বিন্দু বৃষ্টি, পুকুরের সৃষ্টি।

বিন্দুর মধ্যে সিন্ধু।

বিপদ একা আসে না।

বিপদ-কালে চঞ্চল হওয়া নির্বুদ্ধির কর্ম।

বিপদ-কালে ছাগলেও চাট্‌ মারে।

বিপদ-কালে ধৈর্য চাই।

বিপদ-কালে বুদ্ধিনাশ।

বিপদ-কালে ভয় করো না।

বিপদে-আপদে প্রকাশে পীরিত।

বিপদ যখন আসে, উড়ে আসে।
যায় যখন, যায় পা ঘসে ঘসে॥

বিপদেই বন্ধু টের পাওয়া যায়।

বিপদে না পড়্‌লে মন স্থির হয় না।

বিপদে পড়ে রাম-নাম।

বিপদে বন্ধুর পরীক্ষা হয়।

বিপদ্বিপদমনুবধ্নাতি ।

বিপদ বিপদের অনুসরণ করে ।

বিপদে শিবের গোঁড়া,
সম্পদে শিব তো নোড়া ।

বিবাদে যদি থাকে মন, ছলের অভাব কতক্ষণ !

বিবাদের টেরা কথা, জ্বরের মাথা ব্যথা ।

বিবাহ তৃতীয় পক্ষে
সে কেবল পিত্তি-রক্ষে ।

বিবি যখন বড় হবে,
মিঞা তখন গোর লবে ।

বিমাতা বিষের ঘর ।

বিরূপাক্ষের ফাটা, কালাপাহাড়ের কাটা ।

বিয়ে ফাঁদ্‌তে কড়ি, ঘর বাঁধ্‌তে দড়ি ।

বিয়ে না হয় নাই ক'রেছি,
সঙ্গেও তো বরের গেছি ।

বিয়ে ফুরোলে অধিবাস ।

বিয়ে ফুরোলে ছাঁদ্‌নাতলায় লাথি ।

বিয়ে ফুরোলে বাজ্‌না,
কিস্তি ফুরোলে খাজ্‌না ।

বিয়ে বাকি যতদিন,
লেখাপড়া ততদিন ।

বিয়ে-বাড়ীর কাম,
ঘুর্‌লে ফির্‌লে নাম ।

বিয়ে বিয়ে ক'র্‌লে মন,
বিয়ে হতে কতক্ষণ !
বিয়ের জল পেলে কনে ওঠে বেড়ে।
বিয়ের ডাকও পড়্‌ল, হাগার কথাও মনে হ'ল।
বিয়ের তিন দিন পরে খাক্‌,
তিন মাস পরে ক'রো জাঁক।
বিয়ের সঙ্গে দেখা নেই, বেটির গড়ায় খাড়ু।
বিয়ের সময় বর বলে হাগ্‌ব।
বিয়ের সময় বলিদানের মন্ত্র।
বিয়ে হলে ঘর চলে না।
বিলম্বে কার্যহানিঃ স্যাৎ।
বিলম্বে কার্যসিদ্ধি।
বিল্‌ শুকাবে যখন, বকের আমোদ তখন।
বিলের গরু বদরের সিন্নি।
বিলের মধ্যে চিলের বাসা।
বিশিষ্টৈশ্চ বিশিষ্টতাম্‌।
বিশে পাগ্‌লা বলে, চণ্ডে পাগ্‌লা আস্‌ছে।
বিশ্বকর্মা যে কেমন কারিকর তা জগন্নাথ দেবেই প্রমাণ।
বিশ্বকর্মার ছুটি পুত্‌, একটি দানা একটি ভূত।
বিশ্বকর্মার পুত চামচিকা,
বিশ্বকর্মার পো ছুঁচা।
বিশ্বকর্মার বেটা বিয়াল্লিশ কর্মা।
বিশ্বকর্মার স্থঁচ গড়া।

বিশ্বকর্মাও ঋষি,
    পদীর মাও পিসী।
বিশ্বামিত্র মুনির মত যদি হয় এঁড়ে,
    তেঁতুলের পাতার মত যদি হয় চিঁড়ে,
    এদের কথা যে বিশ্বাস করে সে ভেড়ের ভেড়ে।
বিশ্বাসো নৈব কর্তব্যঃ স্ত্রীষু রাজকুলেষু চ।
বিশ্বাসে মিলায় বস্তু তর্কে বহুদুর।
বিশ্বাসো ধর্ম্মমূলং হি প্রীতিঃ পরমসাধনম্।
বিষকুম্ভং পয়োমুখম্।
বিষ খেয়ে বিশ্বেশ্বর।
বিষ নেই সাপের কুলো-পানা চক্র।
বিষের সঙ্গে খোঁজ নেই কুলোপানা চক্কর।
বিষবৃক্ষোঽপি সংবর্দ্ধ্য স্বয়ং ছেত্তুমসাম্প্রতম্।
বিষফোড়া, তুমি কেন ছোট ?
    আমার মুখখান একটু খোঁট।
বিষয় বুঝে ব্যবস্থা।
বিষস্য বিষমৌষধম্।
বিষে বিষক্ষয়।
বিষহারা ঢোঁরা, গর্জন মুল্লুকজোড়া।
বিষের আবার চার সের।
বিষ্ঠা-চন্দনে সমজ্ঞান।
বিস্‌মিল্লায় গলদ।
বিস্তর বাড়ে পতন।

বিহানে বাদল বাদল নয়,
মায়ে ঝিয়ে কোঁদল কোঁদল নয়।

বীরভোগ্যা বসুন্ধরা। None but the brave deserves the fair.

বুক ফাটে তো মুখ ফোটে না।

বুকের দুধে সাপ পোষা। To nourish a viper in one's bosom.

বুকে বসে দাড়ি ওপ্‌ড়ান। To live in Rome and fight with the Pope.

To brave the lion in his own den.

বুঝ আয়, কর ব্যয়।

বুঁচকি আগল, সেয়ানা পাগল।

বুঝ্‌তে নারি স্যাকরার ধার,
বলে এক, করে আর।

বুঝ নর যে জান সন্ধান।

বুঝলাম তোমার গিন্নীপনা,
তেল থাকে তো নুন থাকে না।

বুঝি হতভাগার দেশে, যম গিয়েছে বানে ভেসে।

বুঝে কথা বল, দেখে পথ চল।

বুড় মেরে খুনের দায়।

বুড়া গরু, চোরা ধান, যে বেচে সে সেয়ান।

বুড়া গরু, বস্ত্র পুরান, চোরা গাই, গাঁধিচুষা ধান।
সেই সেয়ান, যে বেচ্‌তে না করে আন্‌॥

বুড়া পেয়াদার গল্পসার।

বুড়া দাদাকে গায়ত্রী শেখানো। An old fox will learn no new tricks. An old fox needs no tutor.

বুড়া বয়সে চূড়াকরণ।

বুড়া পাখী পোষ মানে না।

বুড়া শালিক পোষ মানে না।

বুড়া মানুষের গুড়ার স্বভাব।

বুড়ার হাড় দিয়ে গুড়ার চাম দিয়ে তৈরী লোক।

বুড়িতে চতুর, কাহনে কানা।

বুড়ী কাছে গেলেই পাঁচিল পড়ে।

বুড়ী দিদিকে আবার কি শেখায়।

বুড়ী মরে কি চামড়াই ছেঁড়ে!

বুড়ির আগহুয়ারেও ভয়, বুড়ীর পাছ হুয়ারেও ভয়।
সকল কথা থুয়ে বুড়ী কাজের হিসাব লয়॥

বুড়ো গরু, বিয়ানও শেষ।

বুড়ো নয় রসের গুঁড়ো।

বুড়ো বয়সে হুধ-তোলানি।

বুড়ো বয়সে ধেড়ে কাক।

বুড়ো বয়সে নবীন নারী, জ্বর-বিকারে বিলের বারি।
আধমরা তার নয়ন-বাণে, দেখ্‌তে পায় না চোখে কানে॥

বুড়ো বয়সে বিয়ে, পুরানো কাপড় সিয়ে।

বুড়ো বাঁদরকে নাচ শেখানো।

বুড়ো,—বাপের খুড়ো।

বুড়োর আবার মর্‌বার ভয়।

বুড়োর নেই কাজ, ভাঙে আর বাঁধে।
বুড়ীর নেই কাজ, ফেলে আর বাছে।

বুড়োর মাথায় শালিক নাচে;
আর কি বুড়োর বয়স আছে!

বুড়ো শালিককে রাম-নাম শেখানো।

বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ।

বুড়ো হলে বাহাত্তুরে পায়।

বুড়ো হাগে মর্‌তে, ছেলে হাগে তর্‌তে।

বুড়ো হাড় ওষুধে লাগে।

বুদ্ধিগুণে হা ভাত, বুদ্ধিগুণে খা ভাত।

বুদ্ধিতে কাশ্মিরী গাধার বেহদ্দ।

বুদ্ধিতে বৃহস্পতি।

বুদ্ধিতে সকল ঘটে,
কপালের সঙ্গে কেউ না আঁটে।

বুদ্ধি থাক্‌লে কেউ ঘর-জামাই হয় না।

বুদ্ধি না থাক্‌লে বাপের পুকুরে ডুবে মরে।

বুদ্ধিমান ইঁদুরের বিড়াল দেখে দৌড়।

বুদ্ধিমানের অন্ন মূর্খে জোগায়।

বুদ্ধি যার, বল তার। Knowledge is power.

বুদ্ধির্যস্য বলং তস্য নির্বুদ্ধেস্তু কুতো বলম্‌।

বুন্‌লাম ধান, তুল্‌লাম তিল,
ফল্‌ল রুদ্রাক্ষ, খেলাম কিল।

বুভুক্ষিতঃ কিং ন করোতি পাপং।

বুভুক্ষিতঃ কিং দ্বিকরেণ ভুংক্তে।

বুলবুলি লো সই, প্রাণের কথা কই।
    আজ খেলে আমার বাড়ী, কাল খাবে কই॥

বৃত্তি বাইরে করে ব্যয়,
    তার লক্ষ্মী কদিন রয়!

বৃদ্ধত্বং জরসা বিনা।

বৃদ্ধস্য তরুণী ভার্যা।

বৃদ্ধস্য বচনং গ্রাহ্যম্ আপদ্‌কালে হ্যুপস্থিতে।

বৃদ্ধা বেশ্যা তপস্বিনী।

বৃন্দাবনে আছেন হরি, ইচ্ছা হলে রইতে নারি।

বৃহন্নলা সারথী যার, পরাভব কোথা তার!

বে-আক্কেলে কয়,—সংসার আমার।

বেগম চেনে না বেগুণ।

বেগার খাট্‌বে তো বেকার থাক্‌বে না।

বেগারের দৌলতে গঙ্গাস্নান।

বেগুণক্ষেত ঘুচে মূলাক্ষেত হওয়া।

বেগুণগাছে আঁক্‌শি।

বেগুণ, তোর পাছা কেন খাড়া?
    মোর বংশাবলীর ধারা।

বেগুণ-বেচা মুখ।

বেঙ্‌ বলে সাপকে—কারো কড়ি ধারি না।

বেঙ্‌ মার্‌তে সোনার কাঁড়।

বেঙ্‌ও চায় ঠেঙ্‌ ফেল্‌তে,
কুঁজোও চাও চিত হয়ে শুতে।

বেঙেও আবার ঠেঙ্‌ নাড়ে।

বেঙের আধুলি।

বেঙের আবার ঠেঙ্‌।

বেঙের আবার সর্দি।

বেঙের আশা পাহাড় ডিঙায়।

বেঙের মাথায় সোনার ছাতি।

বেঙের মুতে আছাড় খাওয়া।

বেটা বড় বুদ্ধিমান, এক পিঁড়াতে পাঁচ মোকাম।

বেটা বিয়লাম, বৌকে দিলাম ; ঝি বিয়লাম, জামাইকে দিলাম
আপনি হলাম বাঁদী, এখন পা ছড়িয়ে বনে বসে কাঁদি ॥

বেটার পরণে নেইকো টেনা,
হাটে গিয়ে আছে তবু গুড়ুক তামাক কেনা।

বেটার ডেক তো নয়, ভাঙলে দুখানা বোক্‌না হয়।

বেট্যার কি মূর্তি,
শেওড়াগাছের চক্রবর্তী।

বেটারে মারি বেটীর রাগ।

বেঁটে লোক হেঁট হয়।

বেড়াও যদি ভোরের বেলা,
থাক্‌বে না আর রোগের জ্বালা।

বেড়া নীচু দেখ্‌লেই লোকে ডিঙিয়ে যায়।

বেড়া নেড়ে গৃহস্থের মন বোঝা।

বেঁড়েকে চামরী বলা।

বেঁড়ে গরুর ওক্‌ড়া-বনে ভয়।

বেঁড়ে গরুর লেজ ধরে বৈতরিণী পারে।

বেণের কাছে মেকি চালানো।

বেণের কাছে স্থঁচ চুরি।

বেনো বনে মুক্তা ছড়ানো। To cast pearls before swine.

বেতালে আর মাতালে, সিংহে আর শৃগালে।

বেতালের উপর মারে তাল,

ভাদ্র মাসের যেন তাল।

বেদে চেনে সাপের হাঁচি।

বেদের মরণ সাপের হাতে।

বেঁধে মার্‌লে বড় সয়।

বেনো জল ঢুকিয়ে ঘরো জল বের করা!

বেপারে অপার কষ্ট।

বেবাক কর্ম হল পণ্ড,

লাভের মধ্যে মিছে দণ্ড।

বেয়কুফ্‌, বান্দা, কল্‌মাচোর

না পায় বেহস্ত, না পায় গোর।

বে'র জল পেলে কনেরা কেঁপে ওঠে।

বেরাল দুধ খায় বুজিয়ে চোখ,

ভাবে—চোখ বুজে আছে সব লোক।

বেরাল দুধ না খেয়ে বসে থাকে না।

বেরালের দুধ-প্রহরী।

বেরালের পিঠে হাত বুলালে লেজ মোটা হয়।
বেরালের ভরসা শিকের ঘোল।
বেরালের ভাগ্যে শিকে ছেঁড়া।
বেরালের মত ধাঁচা, বাঘের মত লাফ।
বেরালের মার আড়াই পা।
বেরিয়ে এলাম, বেশ্যা হলাম, কুল কর্‌লাম ক্ষয়
এখন কি-না ভাতার শালা ধম্‌কে কথা কয়
বেল পাক্‌লে কাকের কি! ঠোক্‌রালে আর।
বেল্লিকের বাড়ীর নিমন্ত্রণ আঁচালে বিশ্বাস।
বেশী কথা কয় যে, কাজে কম হয় সে।
বেশী খাট হলে ছাগলে মোড়ে।
বেশী খাবে তো কম খাও।
বেশী লোকের কাজ কম।
বেশ্যার কাছে চিড়িয়া গোলাম।
বেশ্যার অধম পেশা কথা বেচে খায়।
বেশ্যার ছেলের অন্নপ্রাশন।
বেশ্যার দুয়ারে টঙ্কা টঙ্কা,
গুরুর বেলায় নবডঙ্কা।
বেশ্যার যৌবনের মতো।
বেশ্যা হইয়া লাজওয়ালী,
মুখ পোড়াই তার আগুন জ্বালি।
বেহাইয়ের কিবা ভাও,
মুখে কয় রও রও, পায়ে ঠেলে নাও।

বেহাই, তোর খরচ আর মোর খরচ,
আর সব খায় আর চায়।
বেহাইয়ের পুতে সাত পুত।
বেহাই যত ঘি খায়,
এক আঁচড়েই বুঝা যায়।
বেহায়া-ক্ষণে জন্ম নিয়ে,
লাজ খেয়েছি ভাত দিয়ে।
বেহায়া পীরের শিন্নি।
বেহায়ার নাহি লাজ, নাহি অপমান।
সুজনকে এক কথা মরণ সমান॥
বেহায়ার বালাই দূর, কাঁটা কানে ঝিঞে ফুল।
বৈদ্যে পাঁচন খায় না।
বৈদ্যের চালে পথ্য।
বৈদ্যের বড়ি, ছুঁলেই কড়ি।
বৈদ্যের হাতে মরাও ভাল।
বৈরাগীর রাগটুকুও আছে, ভাগটুকুও আছে।
বৈশাখে নর বানর, নষ্টা স্ত্রী পিত্রালয়ে।
বোকৃড়া মারে, বোকৃড়ায় খায়,
বোকৃড়ার কড়ি বোকৃড়ায় যায়।
বোকা ছাগলের দাড়ি বের করা।
বোঁচা মুখে দাড়ি,—বেড়ান বাড়ী বাড়ী।
বোঁচার ব্যাটা ছোঁচা।
বোঝার উপর শাকের আঁটি।

বোঝা নিয়ে আছে ভাল,
　　আধ-বোঝানির প্রাণটা গেল।
বোড়ের চালে কিস্তিমাৎ।
বোন্ সতীনের ঘর।
বোবার কানের কাছে গাওয়া।
বোবার শত্রু নেই।
বোবার স্বপ্ন দেখা।
বোবা হ'লেই কালা হয়।
বোল্‌তার চাকে খোঁচা দেওয়া
বোষ্টম হবার বড় সাধ,
　　তৃণাদপি সুণীচেন শুনে লেগেছে বাদ।
বোষ্টমী লো ঢঙ্ ঢঙ্,
　　পাঁঠা খেতে বড় রঙ্।
ব্যথার ব্যথী, সাথের সাথী।
ব্যবসা কর্‌তে গেল সব দরিয়ার কূল।
　　কেউ কর্‌লে দুনো লাভ, কেউ হারালে মূল
ব্যাঙের মূতে আছাড় খাওয়া।
ব্রজের রাজ গড়াগড়ি।
ব্রহ্মার মহাগ্নি, অপরের ক্ষুধা।
ব্রাহ্মণস্য ব্রাহ্মণো গতিঃ।
ব্রাহ্মণে আর চণ্ডালে,
　　হাতী আর বেড়ালে।
ব্রাহ্মণের গরু খাবে কম, দুধ দেবে বেশী।

বৃক্ষ তোমার নাম কি ?—ফলেন পরিচীয়তে।

ভ

ভক্ত বড় ভক্তি করে, গরু রইল বসে।
গাছের আম গাছে রইল, বোঁটা গেল খসে॥
ভক্ত হবে বামার মায়,
সুবচনীর প্রসাদ খায়।
ভক্তিতে মিলয়ে কৃষ্ণ, তর্কে বহুদূর।
ভক্তি বিনা মুক্তি নেই।
ভক্তিহীন ভজন ; লবণ হীন ব্যঞ্জন।
ভক্তের বোঝা ভগবান বয়।
ভক্তের ভগবান।
ভগবানের আসন বট-পত্র।
ভগবানের মার দুনিয়ার বার।
ভগিনী শাশুড়ী, ভাগ্‌নে শালা।
ভজনের সঙ্গে খোঁজ নেই, ভোজন ছত্রিশ জাতে।
ভট্‌চাযের খুঁটের খুঁট,
স্বস্ত্যয়নে সবংশে ভুট।
ভট্‌চাযের পাতা আড়াল।
ভদ্রলোক গায়ে লেখা থাকে না।
ভদ্রলোকের আস্তাকুঁড়ও ভাল, অভদ্রের সিংহাসনও কিছু নয়।
ভদ্রলোকের এক কথা।
ভদ্রলোকের কিলচুরি।

ভবতি বিজ্ঞতমঃ ক্রমশো জনঃ ।

ভবিতব্যং ভবত্যেব ।

ভবিষ্যৎ ভেবে কেবা বর্ত্তমানে মরে ।

প্রসবের ভয়ে কে-বা পতি-সঙ্গ ছাড়ে ॥

ভবী ভোল্‌বার নয় ।

ভবী হল বনবাসী, বাসন-কোশন একরাশি ।

ভবের বাজি ভোর ।

ভব্য দেখে প্রণাম কর্‌বে, উঁচু দেখে উঠে বস্‌বে ।

ভয়ও নেই, ভরসাও নেই ।

ভয়ে পিঁপড়ের গর্তে লুকানো ।

ভরা কীর্ত্তনে মৃদঙ্গভাঙা ।

ভরাডুবির মুঠালাভ ।

ভরাপেটে উপোসের প্রশংসা ।

ভরাভাতে দাগা দেওয়া ।

ভরায় মানে, শরায় শোধে ।

ভরা হতে শূন্য ভাল যদি ভর্‌তে যায় ।

আগে হতে পিছে ভাল যদি ডাকে মায় ॥

ভস্মাচ্ছাদিত বহ্নিবৎ ।

ভস্মীভূতস্য দেহস্য পুনরাগমনং কুতঃ ।

ভাই বল, বন্ধু বল, সম্পদের সাথী ।

অসময়ে নিদান-কালে গোবিন্দ সারথী ॥

ভাই ভাই, ঠাঁই ঠাঁই । Brothers will part.

ভাই ভাই, মেরে যাই তো ফিরে চাই !

ভাইয়ের তুল্য মিত্র নেই, ভাইয়ের তুল্য শত্রু নেই।

ভাইয়ের ভাই, বাঁ হাত দিলে ডান হাত পাই।

ভাইয়ের ভাত, ভাজের হাত।

ভাগাড়ে মড়া পড়ে, শকুনির টনক নড়ে।

ভাগের কড়ি সঙ্গে বয়।

ভাগের ঢেলা, না খেয়েও চিবিয়ে ফেলা!

ভাগেরটা খাই না খাই,
মুখে দিয়ে চিবিয়ে ফেলাই।

ভাগের ভাগ পেলে,
না খেয়েও চিবিয়ে ফেলে।

ভাগের মা গঙ্গা পায় না।

ভাগ্যং ফলতি সর্বত্র, ন বিদ্যা ন চ পৌরুষম্। Fate rules everywhere.

ভাগ্যবন্তের বোঝা ভগবানে বয়।

ভাগ্যবান, না, ভগবান।

ভাগ্যবন্তের কপাল খোলে,
মুত্‌তে বসলে হেগে ফেলে।

ভাগ্যবানের কপালে,
গাই বিয়য় গোয়ালে।

ভাগ্যবানের কি-না হয়,
অভাগার কি-না ভয়!

ভাগ্যে কুঁচে মাছের চোখ বড় নয়।

ভাঙবে তবু মচ্‌কাবে না।

ভাঙা কাঁসা জোড়া লাগে না।

ভাঙা গাঁয়ের মোড়ল খাজা।

ভাঙা ঘরে চাঁদের আলো,

যতক্ষণ থাকে ততক্ষণ ভাল।

ভাঙা ঘরে বাস,

ভাবনা বার মাস।

ভাঙা ঘরে ভূতের বাসা।

ভাঙা পা খাদে পড়ে।

ভাঙা মঙ্গলচণ্ডী কুস্বপ্নের গোড়া।

ভাঙা মন জোড়া লাগে না।

ভাঙার চেয়ে নোয়া ভাল।

ভাঙা শাঁখা জোড়া লাগে না।

ভাঙা হাটে ঢেড়া দেওয়া।

ভাঙা হাঁড়ি ঠেঁয়ে দড়।

ভাঙে তবু মচকায় না। It will rather break than bend.

ভাজা খেতে সাধ যায়, তেলে বড় কড়ি।

ভাজা মাছটি উল্টে খেতে জানেন না যেন। He does not know which side of the bread is buttered.

ভাজে উচ্ছে, বলে পটল।

ভাজেন পটল, বলেন ঝিঙে।

ভাড়া গরুর ছাড়া নেই।

ভাঁড় আছে কর্পূর নেই।

ভাঁড়ে মা ভবানী।

ভাটের ভাল বলা-চলা, ধোপার ভাল ধুপ।
খুব ভাল নয় বলা-চলা, খুব ভাল নয় চুপ ॥

ভাত কখনো পেট খোঁজে না।

ভাত কাপড়ের কেউ নয়, কিল মার্‌বার গোঁসাই

ভাত দেবার ভাতার নয়, কিল মারবার গোঁসাই।

ভাত খাও ভাতারের, গুণ গাও অপরের।

ভাত খাইয়ে গলা কাটা।

ভাত খেতে ভাত তো পড়েই।

ভাত খেতে ভাত নেই, কথার চেটাং ভারি।
পাছায় দিতে টেনা নাই পেঁট্‌রা ভরা শাড়ী ॥

ভাত ছড়ালে কাকের অভাব কি।

ভাত জোটে না কপাল দোষে।
রাত পোহালে ভিটা দোষে ॥

ভাত জোটেনা বামুন মাসী,
কথায় মারেন লাখ পঁচাশী ॥

ভাত দেখে দেবে ঘি, পাত্র দেখে দেবে ঝি ॥

ভাত দেয় না ভাতারে, ভাত দেয় গতরে।

ভাত নাই যার, জাত নাই তার।

ভাত না কাপড়, ঠাস্‌ করে চাপড়।

ভাত না পায়, পিঠে পায়স খায়।

ভাত নেই খেতে, রাঙা পাটি শুতে।

ভাত পায় না কুঁজের নাগর,
আমানি খেয়ে পেটটা ডাগর।

ভাত চায় না ব্যঞ্জন চায়।

ভাত বড় না পুত বড়।

ভাতের ক্ষুধা কি ভাজায় যায়।

ভাতে বলে মোরে খা,
    হাপুর হাটিয়া ঘরে যা।

ভাতে পাতে ছাই দেওয়া।

ভাত রুচে না রুচে মোআ, চিড়ে রুচে পোয়া পোয়া

ভাদরের বেলা আদরে যায়।

ভাদ্র মাসে রুইয়া কলা, স্ববংশে মলো রাবণ শালা।

ভাবগ্রাহী জনার্দন।

ভাবিতে উচিত ছিল প্রতিজ্ঞা যখন।

ভাবিলে ভাবনায় ঘিরে।

ভাবের ঘরে চুরি।

ভাল কথা মনে হৈচে আচাইতে আচাইতে।
    ঠাকুরঝিরে লৈয়া গেছে নাচাইতে নাচাইতে।

ভাল চিরদিনই ভাল।

ভাল কত্তে পারব না, মন্দ করব, কি দিবি দে।

ভাল মানুষকে ভাল কথা, বজ্জাতকে কিল।

ভাল মানুষের ভাত নাই।

ভালর ভাগী, মন্দর কেহ নয়।

ভালর ভাল সর্বকাল, অন্দর ভাল আগে।

ভিক্ষার চাল কাঁড়া আর আকাঁড়া।

ভিক্ষুকের এক দোর বন্ধ, শত দোর খোলা।

ভিজা বিড়াল মাছ খাবার যম।

ভিটা বেচে পিঠে খাওয়া।

ভিটায় সরিষা ফুল বুনে খাওয়া।

ভিন্ন ভাতে বাপও পড়শী।

ভীমরুলের চাকে ঢিল মারা।

ভীষ্ম দ্রোণ কর্ণ গেল শল্য হল রথী,
চন্দ্র সূর্য অস্ত গেল জোনাকীর পাছে বাতি।

ভীষ্ম দ্রোণ কর্ণ গেলেন, সেনাপতি শল্য এলেন।

ভূতের মুখে রাম নাম।

ভেড়ার গোয়ালে আগুন লাগা।

ভেড়ার গোয়ালে বাছুর মোড়ল।

ভেড়ার শিঙে হীরে ভাঙ্গা।

ভেট বেগার আসিলে আমি তালুকদারের মা,
পাইক পেয়াদা আসিলে আমি কেহ না।

ভেয়ের শত্রু ভেয়ে, নেয়ের শত্রু নেয়ে।

ভেল্কীর খেলা স্বপ্নের মিলন,
সত্য বর্ণে যখন তখন।

ভোগের আগে প্রসাদ।

ভোজনং যত্র তত্র চ শয়নং হট্টমন্দিরে,
মরণং গোমতী তীরে অপরং বা কিং ভবিষ্যতি

ভ্রমিয়া বার, ঘরে বসে তের।

ম

মাকড় মারলে ধোকড় হয়, মশা মারলে গোবধ হয়।

মা করেন পর পর, মা করেন কার ঘর।

মাকাল ফল দেখতে ভাল,
 উপর লাল ভিতর কাল।

মক্ষিকা ব্রণ মিচ্ছন্তি, দোষ মিচ্ছন্তি পামরাঃ।

মগের মুল্লুক।

মঙ্গলের ঊষা বুধের পা,
 যথায় ইচ্ছা তথায় যা।

মাছ খাই না মাংস খাই না ধর্মে দিয়েছি মন,
 কলসের কান্দা গলায় বেঁধে চলেছি বৃন্দাবন।

মটরের চাপে মুসুরী চেপ্টা।

মরন কামড় কামড়ানো।

মড়া মেরে খুনের দায়।

মড়ার উপর খাঁড়ার ঘা।

মড়ার বাড়া গাল নাই।

মণিকাঞ্চন যোগ।

মধু পান করিতে পারি, মাছির কামড় সইতে নারি।

মধুরেণ সমাপয়েৎ।

মনই মানুষ।

মন চলে ত যা।

মন চাঙ্গা চ কাঠ্‌মে গঙ্গা।

মন চায় ধন, দেয় কোন জন।

মন না মুড়ালে, মুড়ালে কেশ, গুরু না চিনিলে ভ্রমিলে দেশ।

মন ভাল নয় তীর্থ করে, মিছে কাজে ঘুরে মরে।

মনে করি করী করি কিন্তু হয় হয় না।

অদৃষ্ট অদৃষ্ট সদা, তুষ্ট কভু হয় না॥

মনে বড় সাধ চড়ব বাঘের কাঁধ।

মনের অগোচরে পাপ নেই।

মনের কথা ফুটলে লোকে পাগল কয়।

মনের বাঘ খায় না, বনের বাঘ খায়।

মনের সুখেই সুখ।

মনের সুখে বনে রাজা।

মন্ত্রীর দোষেই রাজ্য নষ্ট।

মন্ত্রের সাধন কিংবা শরীর পতন।

মন্থরা দাসী।

মন্দ কখন ভাল হয় না।

মন্দ কথা বাতাসের আগে ধায়।

মন্দ খবর বাতাসের আগে চলে।

মন্দ খবর মিথ্যা হয় না।

ময়না টীয়ে উড়িয়ে দিয়ে,

খাঁচায় পোষে কাক।

ময়লা কাপড়ে ধোপার ভয়।

ময়ূর ছাড়া কার্ত্তিক।

মরণ কালে জলের ছাট।

মরণ কালে বিপরীত বুদ্ধি।

মরণ কালে হরিণাম।

মরা গরুর ঘাস কাটা।

মরা গরু ঘাস খায় না।

মরতে অবকাশ নাই।

মরদ কী বাত হাতী কী দাঁত।

মরা গাঙ্গে কুমীর ভরা।

মরা গাঙ্গে বান ডাকা।

মরা মালঞ্চে উঠল ফুল,
টেকো মাথায় উঠল চুল।

মরা হাতী লাখ টাকা।

মরিচ পাকলে ঝাল বাড়ে।

মরি তাহে খেদ নাই, কাঁটাবন দিয়া না টানে।

মরে বুড়ি ক্ষুদের হাড়ি ছাড়ে না।

মদ্দ বড় তেজী,
তাই ধরেন বনের বেজী।

মশা মারতে গালে চড়।

মশা মারতে কামান দাগা।

মশা মেরে হাত কাল।

মহতের বাত, হাঁতীর হাত, পড়ে ত নড়ে না।

মা খান ধান ভানিয়া,
পোলা খান এলাচ কিনিয়া।

মাগ নাই গোদার পুতের কিরা করে।

মাগ নাই তায় শ্বশুর বাড়ী যায়।

মাগনা মদ বামুনেও খায়।

মাঘের শীত বাঘের গায়, ক্ষীণের শীত সর্বদায়।

মাঘের শীতে বাঘে ডরায়।

মাছ ধরতে গেলে কাদা লাগে।

মাছ না পেয়ে ছিপে কামড়।

মাছ মারবে দিবে কাল, বেঁচে থাকবে চিরকাল।

মাছ মরেছে বিড়াল কাঁদে, শান্ত করলে বকে,
    বেঙের শোকে সাঁতার পানি দেখি সাপের চোখে।

মাছি-মারা কেরাণী।

মাছের কাটা গলায় বিঁধিলে, বিড়ালের পায় পড়তে হয়।

মাছের তেলে মাছ ভাজা।

মাছের মধ্যে রুই, শাকের মধ্যে পুঁই।

মাছের মা ছাগলের ছা।

মাছের মার পুত্র শোক।

মাঝ দরিয়ায় নৌকা ডুবান বা ভরাডুবি।

মাতঙ্গ পড়িলে দহে, পতঙ্গেতে কিনা বলে।

মাতাল দাঁতাল বিশ্বাস নাই!

মাতালে মাতাল চিনে।

মাতালের সাক্ষী গাঁটকাটা।

মাতৃ-দত্ত শিক্ষাবীজ এতই অতুল,
    অন্য কোন শিক্ষা তার নহে সমতুল।

মাথা নাই তার মাথা ব্যথা।

মাথা নাই যার মাথা ব্যথা তার।

মাথা মুড়িয়ে ঘোল ঢালা।

মাথা মুণ্ড নেই।

মাথায় কাঁঠাল থুয়ে কোশ খায়।

মাথায় যেন ঢিল পড়ল।

মাথায় রাখলে উকুনে খাবে,
ভুঁয়ে রাখলে পিঁপড়ে খাবে।

মাথার ঘায়ে কুকুর পাগল।

মা নাই গৃহে যার, সংসার অরণ্য তার।

মানুষ গড়ে বিধাতা ভাঙ্গে।

মানুষ মরে খেলে, খাটাশ মরে তেলে।

মানুষে মানুষ চিনে, শূকরে চিনে ঘেচু।

মানুষের কুটুম এলে গেলে,
গরুর কুটুম চাটলে চুটলে।

মানুষের দশ দশা।

মানুষের বড় মান, তার ছেঁদা দুই কান।

মানুষের বাছা দুমাস বাঁচা, গরুর বাছা তুলে নাচা।

মানে মানে থাকলে ভাল।

মানে মানে বেঁচে আছি।

মা মরা ছেলে মানুষ হয় না, বাপ মরা ছেলে মানুষ হয়।

মামা ভাগ্নে যেখানে, আপদ নেই সেখানে।

মামার জয়েই জয়।

মায়েও মারল হাঁড়িতেও ভাত নাই।

মায়ের কোলে আয়ু বর্তে।

মায়ের পোড়েনা মামীর পোড়ে,
পাড়া পড়শীর ধুলো ওড়ে।
মার আর ধর, পিঠ করেছি কুলো,
বক আর ঝক, কাণে দিয়েছি তুলো।
মার কাছে মামা বাড়ীর গল্প।
মার চেয়ে যার অধিক মায়া তারে কয় ডাইন।
মার দুধে পেট না ভরলে, বাপের আঙ্গুল চুষলে পেট ভরে না।
মার নাম চুটকা বাঁদী, ছেলের নাম সুলতান খাঁ।
মার পেটের ভাই কোথায় গেলে পাই।
মার মায়াই মায়া, বটচ্ছায়াই ছায়া।
মারা তীর ফেরে না।
মারি ত হাতী লুঠি ত ভাণ্ডার।
মারের চোটে ভূত পালায়।
মামীমার আদরে সর্বশরীর বিদরে।
মিছরীর টুকরাও ভাল, মুড়ির আড়িও কিছু নয়।
মিছে কথা সেঁচা জল কতক্ষণ রয়।
মিছে কাজে কাটনা কামাই।
মিটমিটে ডাইনী ছেলে খাবার যম।
মিষ্টি আমেই পোকা ধরে।
মিষ্টি কথায় চিড়ে ভিজে না।
মিষ্টি কথায় ভাগ্যবান।
মুখ থাকতে নাকে ভাত।
মুখ না থাকলে শেয়ালে খায়।

মুখ সামলে কথা কওয়া ।

মুখ হলসা ভিতর বুদেঁ দীঘল ঘোমটা নারী,
পানা পুকুরের ঠাণ্ডা জল বড় মন্দকারী ।

মুখে এক মনে আর ।

মুখে মধু পেটে বিষ ।

মুখে মধু হৃদে পুর, সেইত বিষম ক্রুর ।

মুচি হয়ে শুচি হয়, যদি কৃষ্ণ ভজে,
শুচি হয়ে মুচি হয় যদি কৃষ্ণ ত্যজে ।

মুখে একখানা মনে আর একখানা ।

মুনীনাঞ্চ মতিভ্রমঃ ।

মুসলমানের মুর্গী পোষা, তোমার যেমন ভালবাসা ।

মুর্খেরও অভিধান, আমি বড় বুদ্ধিমান ।

মুর্খের দুরদর্শন নাই ।

মূর্খের দোষ পদে পদে ।

মুল ক্ষেত নয় বেগুন ক্ষেত ।

মূন্দে মাতুর নাই তার আবার উত্তর শিয়রী ।

মেকি আধুলি ঝলসে কানা ।
জল বলে খায় চিনি পানা ।

মেকি টাকার ঘন নিশান ।

মেগে আনে বিলিয়ে খায়,
হাতে হাতে স্বর্গে যায় ।

মেঘ না চাইতেই জল ।

মেঘান্তরিত রৌদ্রবৎ ।

মেঘের কাছে রোদের বড়াই।

মেজে ঘষে কর ক্ষয়,
কাল কভু ধলা নয়।

মেয়েদের একাদশ দশা।

মেয়ের মার পাঁচ প্রাণ।

মেরে যায় ফিরে চায়,
চিরকাল থাকে প্রণয়।

মেষ চলে দল বেঁধে, সিংহ চলে একা।

মোগল পাঠান হদ্দ হল, ফার্সি পড়ে তাঁতি,
চন্দ্র সূর্য পাত হলো জোনাকীর পাছে বাতি।

মোটে মা রাঁধে না তায় তপ্ত আর পান্তা।

মোর বুদ্ধি তোর কড়ি, আয় তবে ফলার করি।

মোরে বল কালো কালো, যার কালো তার মায়ের ভালো

মোল্লার দৌড় মস্‌জিদ পর্যন্ত।

মোষের পিঠে চড়লেই যম হয় না।

মোষের বদলে মশা, যার যেমন দশা।

মোষের শিঙ বেঁকা, যোঝবার সময় একা।

মৌনং সম্মতিলক্ষণম্।

মৌমাছির মত ভন ভন করা।

ম্যাও ধরবে কে?

য

যঃ পলায়তি স জীবতি ।

যকের ধন ।

যখন কপাল মন্দ হয়, বন্ধু লোকও মন্দ কয় ।

যখনকার যা তখনকার তা ।

যখনকার যেমন, আউশ ফুরলে আমন ।

যখন তখন করে পাপ, সময় কালে ফলে পাপ ।

যখন ছিল ফুলে মধু, কত ছিল ভোঁমরা বঁধু ।

যখন তোমার কেউ ছিল না তখন ছিলাম আমি,
এখন তোমার সব হয়েছে, পর হয়েছি আমি ।

যখন পাকিবে তাল আছে তার বহুকাল ।

যখন যার কপাল বাঁকে, দূর্বাবনে বাঘ ডাকে ।

যখন যেমন তখন তেমন ।

যজ্ঞের ঘৃত কুকুরে খায় ।

যত আছে বেদ পুরাণ, ভাগবতের নয় সমান ।

যত আঠা তত ল্যাঠা, যত মধু তত মিঠা ।

যতই কও যতই কর কলকাঠিটি আমার হাতে ।

যতই করিবে দান তত যাবে বেড়ে ।

যত কয় তত নয়, তবু কিছু কিছু হয় ।

যত কিছু উপার্জন, বিষ্ণুপদে সমর্পণ ।

যত কুয়া আমের ক্ষয়, তাল তেতুলের কিছু নয় ।

যতক্ষণ যোগ ততক্ষণ ভোগ ।

যতক্ষণ শ্বাস ততক্ষণ আশ ।

যতক্ষণ সয় ততক্ষণ রয়।

যত গর্জে তত বর্ষে না।

যত গরম তত নরম।

যত গুড় তত মিষ্টি।

যত চতুর তত ফতুর।

যত চিল উড়ে গেল,
বেড়ে চিল ধরা পড়ল।

যত ছিল নাড়া বুনিয়া,
সব হইল কীর্তনিয়া।

যত ডরাই তত লড়াই।

যত তর্ক তত নরক।

যত দান তত মান।

যত দিন ছাড়ে, তত কাজ বাড়ে।

যত দেখ চলাচল, সবই কপালের ফল।

যত দোষ নন্দ ঘোষ।

যত পাই তত খাঁই।

যত পান তত চান।

যত মত তত পথ।

যত মুনি তত মত।

যত মানুষ তত কথা।

যত বড় মুখ না তত বড় কথা।

যতন নহিলে কোথা মিলয়ে রতন?

যতন বিহনে কভু মিলে কি রতন?

যতনের মধু পিঁপড়েয় খায়,
    অযতনের মধু গড়াগড়ি যায়।
যত বয়স বাড়ে তত দোষ বাড়ে।
যত ভাত তত আপদ বেশী।
যত মেঘ তত বৃষ্টি, যত গুড় তত মিষ্টি।
যত শেষ তত বেশ।
যত সয় তত বয়।
যত সয় তত রয়।
যত হাসি তত কান্না বলে গেছে রাম শর্মা।
যতো ধর্মস্ততো জয়ঃ।
যত্নে কৃতে যদি ন সিধ্যতি কোঽত্র দোষঃ।
যত্নে তৃণ কাষ্ঠখান রহে যুগ পরিমাণ।
যত্ন করে দেয় ভাত, হোক্ না সে ছেঁড়া কলাপাত
যত্রাকৃতি স্তত্র গুণা বসন্তি।
যথাদৃষ্টং তথা লিখিতং লেখকে নাস্তি দূষণং।
যথা ধর্ম তথা জয়, পাপ করলে ভুগতে হয়।
যথারণ্যং তথা গৃহম্।
যদি আছে কাজ তবে সকাল সকাল সাজ।
যদি কাটে কাল সাপে,
    কি করে তায় রোজার বাপে।
যদি দয়াই করলে মাঠে যাও, ধরে ধরে খাও।
যদি দেখে আঁটা আঁটি, কাঁদিয়া ভিজায় মাটি।
যদি দেখে চাপা চাপ, বলে বসে ধর্মের বাপ।

যদি থাকে ক্ষুধা, শাক ভাতই সুধা। Hunger is the best sauce.

যদি থাকে বন্ধুর মন গাঙ সাঁতরাতে কতক্ষণ।

যদি থাকে মোহন বাঁশি কত রাধা হবে দাসী।

যদি না পড়ে পো সমাজে নিয়া থো।

যদি বর্ষে আগনে রাজা যান মাগনে।

যদি বর্ষে পৌষে কড়ি হয় তুষে।

যদি বর্ষে মাঘের শেষ ধন্য রাজার পুণ্য দেশ।

যদি বর্ষে চৈতের কোণা হাস্বুয়া ভাইর কাণে সোনা।

যদি ভাল চোখে চাস, চাইতে চাইতে পাবি,

যদি মন্দ চোখে চাস চোখের মাথা খাবি।

যদি মন চাঙ্গা, বাড়ীর মধ্যে গঙ্গা।

যদি হয় সুজন একঘরে নয় জন,

যদি হয় কুজন নয় ঘরে নয় জন।

যদি হরিপদে থাকে মন,

তবে হৃদি মাঝে বৃন্দাবন।

যদুবংশে লোহার বাটী।

যদু খোপা মধু খোপা সকলেরই এক চোপা।

যদেব রোচতে যস্য তদেব তস্য সুন্দরম্।

যশোদা কি ভাগ্যবতী, পরের পুত্রে পুত্রবতী।

যস্মিন্ দেশে যদাচারঃ।

যাউক প্রাণ থাক মান।

যা করেনা শতেক গোর, তা করে এক জোর।

যাকে বল্লে ছিঃ তার রইল কি।

যাকে বলে ছিঃ তার প্রাণে কাজ কি।

যাকে রাখ সেই রাখে।

যা কিছু ধলা খলা সবই মাধবের শালা।

যাচিয়া মন কাঁদিয়া সোহাগ।

যাদৃশী ভাবনা যস্য সিদ্ধিভবতি তাদৃশী।

যাবৎ জীবন তাবৎ চেষ্টা।

যাবৎ শ্বাস তাবৎ চিকিৎসা।

যায় শত্রু পরে পরে।

যার আছে মাটি তার আছে আঁটি।

যার আদা লবণ জ্ঞান নাই, সেও আবার দাদার ভাই।

যার কেহ নাই তার হরি আছে।

যার খাই তার গাই।

যার গরু কাদায় পড়ে তার দুনো বল বাড়ে।

যার গলা ধরে কাঁদি তার চক্ষে নাহি পানি।

যার গলায় ঘা সে বলে বাঁচব,
যার পায় ঘা সে বলে মরব।

যার গোলায় ধান তার কথায় টান।

যার ঘরে ভাত, তার ডোবায় মাছ।

যার ঘরে সিঁদ, সে কি যায় নিদ।

যার ছেলে কুমীরে খায়, সে ঢেকী দেখলেও ভয় পায়।

যার ছেলে যত খায় তার ছেলে তত চায়।

যার জন্যে চুরি করি সেই বলে চোর।

যার জন্য বুক ফাটে সে আমারে এঁকে কাটে।
যার জ্ঞান নাই উত্তর পূব, তার মনে সদাই সুখ।
যার ঝি তার জামাই, পাড়াপরশীর কাটনা কামাই।
যার ট্যাঁকে টাকা তার কথা বাঁকা।
যার দোষ তার দোষ না।
যার ধন তার ধন না নেপো মারে দই।
যার ধরি না হাতে তার ধরি পায়ে।
যার নাই পুঁজিপাটা সেই থাকে বেলেঘাটা।
যার নামে উপবাস তার সঙ্গে প্রবাস।
যার নারী স্বতন্তরা, সে জন জীয়ন্তে মরা।
যার পাঁঠা সে লেজে কাটবে।
যার ভাত নাই তার জাত নাই।
যার যেখানে ব্যথা তার সেখানে হাত।
যার যেমন মন তার তেমন ধন।
যার সঙ্গে ভাব, তার মুখ দেখলেও লাভ।
যার সঙ্গে মজে মন, কিবা হাড়ি কিবা ডোম।
যার হাত তার পাত।
যারে না বামন বলি, তার গায় নামাবলী।
যুদ্ধের পর সেপাই হাজির।
যে আসে লঙ্কায় সেই হয় রাবণ।
যে এল চষে, সে রইল বসে,
যে এল কোথ পেড়ে, তারে দেও ভাত বেড়ে।
যে কথা রটে, সে কথা বটে।

যে করে দুঃখ ভোগ সে করে সুখ সম্ভোগ।
যেখানে জল সেখানে মাছ,
    যেখানে পাখী সেখানে গাছ।
যেখানে বসে সেখানে কি চষে ?
যেখানে ভাই ভাই সেখানে ঠাঁই ঠাঁই।
যে খেলতে জানে সে কানা কড়িতেও খেলে।
যে গরু দুধ দেয় তার লাথি সহ্য হয়।
যে ডালে বসে, সেই ডাল ভাঙ্গে।
যে দিকে জল পড়ে, সেই দিকে ছাতা ধরে।
যে দেশে কাক নাই, সে দেশে কি রাত পোহায় না ?
যেমন কয় তেমন নয়।
যেমন কুকুর তেমন মুগুর।
যেমন গুরু তেমনি চেলা।
যেমন তেমন গড়, চূণ বালি দিয়া মোড়।
যেমন দান তেমনি দক্ষিণা।
যেমন দেব তেমনি বাহন।
যেমন ঘট তেমন সরা।
যেমনে শোও তেমনে শোও, পৈথানে দুই পা।
যেমন সরা তেমনি হাড়ী
    গড়ে রেখেছে কুমার হাড়ী।
যে মূলাটা বাড়ে তার এক পাতায়ই বোঝা যায়।
যে যারে ধ্যায় সে তারে পায়।
যে রক্ষক সেই ভক্ষক।

যে শোলটা পালায়, সেই শোলটা বড়।
যোগ্যং যোগেন যুজ্যতে।

র

রক্ষকে ভক্ষণ করে তারে কে রাখিতে পারে।
রণমুখো সেপাই।
রতনে রতন চেনে।
রথ দেখাও হয়, কলা বেচাও হয়।
রন্ধনের চাউল চর্বণে যায়।
রসের সার চুট্‌কি।
রাঁধতে দেরী সয়তো বাড়তে সয় না।
রাঁধুনীর সঙ্গে ভাব থাকলে ভোজনেতে সুখ।
রাখে হরি মারে কে।
রাজা থাকতে কোটালের দোহাই।
রাজায় রাজায় যুদ্ধ হয়, নল খাগড়ার প্রাণ যায়।
রাজা নবকৃষ্ণ আর কি?
রাজার দোষে রাজ্য নষ্ট, স্ত্রীর দোষে স্বামী নষ্ট।
রাবণের চিতা।
রাজার সুখে অরণ্যে বাস।
রাজার হালে স্বর্গে রয়।
রাজ্যে নাই যা ছেলে চায় তা।
রাত উপোসে হাতী পড়ে।
রাবণের দোষে সমুদ্রের বন্ধন।

রাবণের পুরী ছারখার।
রাম না হতে রামায়ণ।
রুক্ষ মাথায় তেল দেয় না, তেলো মাথায় তেল।
রূপে মারি লাথি, গুণে মারি ছাতি।
রোগী এখন তখন, ঔষধ ছ মাসের পথ।

ল

লক্ষ বাঁটুল পক্ষ তীর তার হয় হাত থির।
লক্ষ্মণের ফল ধরা।
লক্ষ্মীছাড়া গাল, আর ঘৃতশূন্য ডাল।
লক্ষ্মীছাড়ার দাঁতে বিষ।
লক্ষ্মীর পো ভিক্ষে মাগে।
লক্ষ্মীর বড়পুত্র।
লক্ষ্মী হলেন লক্ষ্মীছাড়া, শঙ্কর ভিখারী।
লঘু পাপে গুরু দণ্ড।
লঙ্কায় গেলেন দরিদ্র লয়ে এলেন হরিদ্র।
লঙ্কায় রাবণ মল, বেউলা হল রাঁড়ী।
লঙ্কায় সোনা মিলে।
সস্তা, তঙ্কায় তিন বস্তা।
লাখ কথার উপর এক কথা।
লাজ নাই, নিলাজী, তুলে বাঁধে খোপা,
আগুণ দিয়ে পুড়িয়ে দেও নিলাজীর চোপা।
লাথি মেরে বিষ্ণবে নমঃ।

লাভে লোভ বাড়ে।

লিখতে লিখতে সরে, হাগতে হাগতে মরে।

লেখার কড়ি বাঘে খায় না।

লোহা জব্দ কামার বাড়ী, মেয়ে জব্দ শ্বশুর বাড়ী।

শ

শকুনির দৃষ্টি ভাগাড়ের দিকে।

শকুনির শাপে কি গরু মরে?

শক্ত মাটিতে বিড়াল আঁচড়ে না,

নরম না পেলে কেহ জোর করে না।

শক্তের ভক্ত, নরমের যম।

শঙ্কর চক্রবর্তীকে খেলে বাঘে,

অন্য লোক কোথায় লাগে।

শঙ্করাকে খাইল বাঘে

আর মানুষ কিসে লাগে।

শনিবারের মরা দোসর চায়।

শনির দৃষ্টি হলে পোড়া শোল পালায়।

শব থাকতে কুশ পুত্তল।

শরীরের নাম মহাশয়, যা সহাও তাই সয়।

শাঁখা হাতী শাঁখা নাড়ে, বিড়ালে বলে ভাত বাড়ে।

শাঁখের করাত, আসতে কাটে, যেতেও কাটে।

শাক দিয়ে মাছ ঢাকা।

শাপে বর হল।

শানকির উপর বজ্রাঘাত।

শামুক খেয়ে দাঁত কালো, লোকে বলে আছে ভাল।

শিং ভেঙ্গে বাছুরের পালে মিশা।

শিকল কাটা টিয়া পোষ মানেনা।

শিখানো কথা নিয়া দরবারে যায় তা ফুরালে কি কয়

শিকারী বিড়ালের গোঁফ দেখলেই বোঝা যায়।

শিন্নী দেখে এগোয়, কোঁৎকা দেখে পেছোয়।

শুঁড়ীর সাক্ষী মাতাল।

শুকনা কাঠ ভাঙ্গিলেও নোয়না।

শুকনা কাঠে বজ্রাঘাত।

শুকনো গাছে জলসেচা।

শুকনো ঘায়ে আকন্দের আঠা।

শুধু মিঠা কথায় পেট ভরে না।

শূকরে চিনে কেচু আর ঘেচু।

শূন্য গোয়াল ভাল, তবু দুষ্ট গরু কিছু নয়

শেয়ানে শেয়ানে কোলাকুলি।

শেষ সুখই সুখ।

শ্যাম রাখি কি কুল রাখি।

ষ

ষষ্ঠী রাগ করেন ছেলে ধরে খাবেন, আর কি করবেন।

ষাঁড়ের গোবর।

ষাঁড়ের শত্রু বাঘে মারে।

ষাঁড়ে ষাঁড়ে যুদ্ধ হয় উলু খড়ের প্রাণ যায়।
ষোল কড়াই কানা।

স

সংসার আনন্দময় যার মনে যা লয়।
সকলইত মেয়ে কেউ যাচ্ছে পাল্কী চড়ে কেউ রয়েছে চেয়ে।
সকল চুলে চামর হয় না।
সকল দিন যায় হেলে ফেলে, সন্ধ্যাবেলায় বৌ কাপাস তলে।
সকল নোড়াই যদি শালগ্রাম হয় তবে হলুদ বাটে কিসে ?
সখের প্রাণ গড়ের মাঠ।
সঙ্গ দোষে দোষী হয়, সঙ্গ গুণে গুণী।
সতী বাক্য রক্ষা হেতু বিধিবাক্য নড়ে।
সতীর জন্য কোল, অসতীর জন্য কীল।
সত্যের জয় অসত্যের ক্ষয়।
সত্যের দ্বারে আগড় নাই।
সন্দেশের খোসা ফেলে খাওয়া।
সব শিয়ালে খেলে কাঠাল, বকের ঠোঁটে আটা।
সময় কাহারো নয়।
সময়ে এক ফোড় অসময়ের দশ ফোড়। A stitch in time saves nine.
সময়ে না দেয় চাষ, তার দুঃখ বার মাস।
সময়ে সব বন্ধু হয়, অসময়ে কেহ নয়।
সম্মুখ দিয়া কাণা কড়িও যায়না, পিছন দিয়া হাঁতাও যায়।
সর্ব শরীরে ঘা তার ঔষধ দিবে কোথায়।

সত্তার তিন অবস্থা।

সহজেতে যাহা হয়, তাতে জোর ভাল নয়।

সহরে আগুন লাগলে শিবের ঘর বাঁচে না।

সইলে সম্পত্তি না সইলে বিপত্তি।

সাঁতার না জানলে, বাপের পুকুরেও ডুবে মরে।

সাক্ষী গোপাল।

সাগরও শুকায় না পাপও লুকায় না।

সাজতে-গুজতে, দোল ফুরাল।

সাত কথার উপর এক কথা।

সপ্তকাণ্ড রামায়ণ পড়ে, সীতা কার মেয়ে!

সীতা কার ভার্যা!

সাত ঘাটের জল এক ঘাট করা।

সাত ঘাটের জল খাওয়ান।

সাত চড়ে কথা কয় না।

সাত নকলে আসল খাস্তা।

সাত পাঁচ ভেবে কর্ম করা।

সাত ভাই তাঁত বোনে, আপন কোটে সবাই টানে।

সাতেও হুঁ পাঁচেও হুঁ।

সাদার উপর কালির দাগ।

সাধ যায় বৈষ্ণব হতে, প্রাণ যায় মহোচ্ছব দিতে।

সাধ করে সেকেন্দার হতে, খোদা দেয়না মেগে খেতে।

সাধলে মান বাড়ে।

সাধলেই সিদ্ধি অর্জিলেই নিধি।

সাধিলে জামাই কাঁঠাল খায় না,
শেষে জামাই ভোঁতায় আটে না।
সাধু যাহার সঙ্কল্প ঈশ্বর তাহার সহায়।
সাধু সঙ্গে সাধু হয়।
সাধে বিঁধাইলাম কাণ,
কাঠি দিতে যায় প্রাণ।
সাপ হয়ে কাটে রোজা হয়ে ঝাড়ে।
সাপের হাঁচি বেদে চিনে।
সাবধানের মার নাই।
সিংহের মামা ভোম্বল দাস।
সিদ্ধি খেলে বুদ্ধি বাড়ে, গাঁজা খেলে লক্ষ্মী ছাড়ে।
সুখে থাকৃতে ভূতে কিলায়।
সুখের ঘরে রূপের বাসা।
সুখের চেয়ে স্বস্তি ভাল।
সুধু মেঘে মাটি ভেজে না।
সুধু হাতে খইল গলে না।
সূচ, সোহাগ, সুজন, ভাঙ্গা গড়ে তিনজন।
সেই কড়ি ক্ষয়, তবু বৌ সুন্দর নয়।
সেই গাধা সেই জল খায়,
তবু গাধা ঘুলিয়ে লয়।
সেইত মল খসালি,
তবু কেন লোক হাসালি।
সেকরা বাড়ীর বেড়াল, ঠকঠকিতে ভয় পায় না।

সেকরার ঠুক-ঠাক কামারের এক ঘা ।
সে বড় কঠিন ঠাঁই গুরু শিষ্যে দেখা নাই ।
সে রামও নাই, সে অযোধ্যাও নাই ।
সোজা আঙ্গুলে ঘি ওঠে না ।
সোনা বলে জ্ঞান ছিল, কসিতে পিতল হল ।
সোনার অঙ্গ কালি হল ।
সোনার ওজন কুঁচের সহিত ।
সোনার দাঁড়ে কাক বসাল ।
সোনার লঙ্কা ছার খার ।
সোনার হাতে যবের ছাতু ।
স্ত্রী ভাগ্যে ধন, পুরুষের ভাগ্যে জন ।
স্ত্রীলোকের লজ্জাই ভূষণ ।
স্বদেশে পূজ্যতে রাজা, বিদ্বান্ সর্বত্র পূজ্যতে ।
স্বর্গে বাতি দেওয়া ।
স্বামীর হাতে ধন থাকিলে স্ত্রীর নাম লক্ষ্মীমণি ।

হউক না কাঠের বিড়াল ইন্দুর মারলেই হল
হক কথাতে আহাম্মক রুষ্ট ।
হবুচন্দ্র রাজার গবুচন্দ্র মন্ত্রী ।
হয়ত পুত না হয়ত ভুত ।
হরি ঘোষের গোয়াল ।
হরিনামের খোঁজ নাই, স্ফটিকের রাঙ্গা যোগ

হরে দরে হাঁটুজল।

হলুদ জব্দ শীলে, দুষ্ট জব্দ কীলে।

হাকিম ফেরে, তবু হুকুম ফেরেনা।

হাগুন্তির লাজ নাই, দেখন্তির লাজ।

হাজার টাকায় বামন ভিখারী।

হাটে কলা নৈবেদ্যায় নমঃ।

হাড় খাব, মাস খাব, চাম দিয়া টেমটেমী বাজাব।

হাত ঝাড়লে পর্বত।

হাতীর পাঁচ পা দেখেছো ?

হাতী মরে দাপাইয়া বড়ইর আঁটি পাড়াইয়া।

হাসির মার বড় মার।

হেলায় কার্য নষ্ট, বুদ্ধি নষ্ট নির্ধনে।

যাচনে মান নষ্ট, ভোজন নষ্ট দই বিনে॥

ক্ষ

ক্ষুদ্র রাক্ষস।

ক্ষুধায় রাগ বাড়ে।

ক্ষমাই অস্ত্রে বড় প্রতিশোধ।